ATH

THERA

BY

J. N. MAJUMDAR, M.

হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা-সার।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, ডি, প্রণীত

কলিকাতা।

৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ বাইলেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১২।

[illegible]পন।

অধুনা ভা[illegible]বর্ষে দিন দিন হোমিওপ্যাথির যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে এই মতের ঔষধসমূহের ক্রিয়া, মাত্রা এবং গুণ সম্বন্ধে একটু ভালরূপ জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। মহাত্মা হানিমান বলিয়া গিয়াছেন, ঔষধ এবং রোগ বিশেষে ঔষধের ক্রম উচ্চ ও নিম্নতর এবং মাত্রা অল্প বা অধিক হয়। কিন্তু তাঁহার এই উপদেশটী অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্যই এদেশে কেন, সমগ্র জগতেই, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা, ক্রম এবং প্রয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে।

অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন যে, অমিশ্র আরক (Mother tincture) প্রয়োগ না করিলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না এবং ইহাও আবার ঘন ঘন প্রয়োগ করা আবশ্যক। আবার কেহ কেহ বলেন, উচ্চ ক্রম প্রয়োগ ব্যতীত ঔষধের ক্রিয়া হয় না। যে প্রকার রোগেই হউক না কেন, তাহাতে এক মাত্রা ২০০ বা তদুচ্চ ক্রম দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইবে, রোগী আপনিই রোগমুক্ত হইয়া উঠিবে, আর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে না। এরূপ সংস্কার কেবল হানিমানপ্রণীত Organon নামক পুস্তকে যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহাদের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারার জন্যই ঘটিয়া থাকে।

হানিমান বলিয়াছেন কলেরা, বিকার জ্বর প্রভৃতি তরুণ সংক্রামক পীড়ায় ঔষধ ৩ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা, ১ ঘণ্টা, এমন কি ৫।১০ মিনিট অন্তরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং করা উচিত, কারণ অনেক সময় ২।৪ ঘণ্টা মধ্যেই রোগী কালগ্রাসে পতিত হয়। আবার অনেক পুরাতন পীড়ায় ঔষধ ২।৫।৭।১০।১২।১৪ দিন অন্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরা বহুকাল চিকিৎসা করিয়া, ভূয়োদর্শনপ্রভাবে মহাত্মা হানিমানের এই অত্যাবশ্যকীয় ও সারগর্ভ উপদেশটী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। অতএব তরুণ এবং প্রবল পীড়ায় ঔষধ ঘন ঘন ব্যবহার করা এবং পুরাতন পীড়ায় বিলম্বে বিলম্বে প্রয়োগ করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বলা অত্যুক্তিমাত্র।

সম্বন্ধেও বলে.

তরুণ [illegible] ৩য়, ৬ষ্ঠ, প্রভৃতি নিম্নক্রম এবং পুরা[illegible]

১০০০ পর্য্যন্ত উচ্চক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রবে[illegible] [illegible] ৮ম, নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে হইলে ঘন ঘন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ ইহার ক্রিয়া বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না এবং উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে হইলে বিলম্বে বিলম্বে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ উহার ক্রিয়া বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। কোন ঔষধে উপকার উপলব্ধি হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই উপকার স্থায়ী হয়, ততক্ষণ আর ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে ঔষধ বিশেষের ক্রিয়া অল্পক্ষণ স্থায়ী হইতে দেখা যায়, যথা—একোনাইট, জেল্‌সেমিয়ম, বেলেডনা ইত্যাদি ঔষধের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না ও সেই নিমিত্তই ঘন ঘন উহাদের প্রয়োগ করিতে হয় এবং লাইকোপোডিয়ম, লেকেসিস, সোরাইনম' সল্‌ফর প্রভৃতি এণ্টিসোরিক, এণ্টিসিফিলিটিক ও সাইকোটিক ঔষধসমূহের ক্রিয়া বহুক্ষণ স্থায়ী হয় ও সেই জন্যই উহারা বিলম্বে বিলম্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমস্ত নূতন ঔষধ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে তাহাদের ক্রমও লিখিত হইয়াছে। ভরসা করি, এই উপদেশানুসারে চলিলে সকলেই চিকিৎসাকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভূমিকা।

ডাক্তার ডিউই সাহেবের "হোমিওপেথিক প্রাক্‌টিস" নামক পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হোমিওপেথি-চিকিৎসার যে উন্নতি হইয়াছে, এবং যে সমুদায় নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ এই পুস্তকের সার সংকলন করিয়া "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সার" প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজের বহুদর্শিতার ফলও সংযোজিত করা হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে হইলে ঔষধাবলীর লক্ষণ সকলের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন।

আজকাল হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা-বিষয়ক বহুসংখ্যক বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং সে সমস্ত পাঠ করিয়া যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা যায় বটে, কিন্তু লক্ষণসমূহের প্রভেদ অনেক সময়ে ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না। এই পুস্তকে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে অনেক নূতন নূতন ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদের ব্যবহারপ্রণালীও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা রোগতত্ত্ব বা প্যাথলজির পক্ষপাতী, তাঁহারা এই পুস্তক-পাঠে ঔষধ নির্ব্বাচনবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। আর যে সকল চিকিৎসক সতত [illegible] থাকেন, তাঁহারাও ইহার সাহায্যে সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবেন।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আমি নিজে ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া দিয়াছি। ইহা পাঠে চিকিৎসক ও শিক্ষার্থী ছাত্র সকলেই অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম্, ডি।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
স্ফোটক বা ফোড়া	...	...	১
একুনি নামক ব্রণ	...	...	৫
প্রসবান্তর বেদনা	...	...	৫
স্তন-দুগ্ধের হ্রাস	...	...	৬
মদোন্মত্ততা	...	...	৭
চুল উঠিয়া যাওয়া	...	..	৯
রজঃস্বল্পতা	...	...	১০
রক্তাল্পতা	...	...	১২
বক্ষঃশূল	...	...	১৪
সন্ন্যাস	...	...	১৬
এপেণ্ডিক্সের প্রদাহ	...	...	১৭
গ্রন্থিবাত	...	...	১৯
হাঁপানি	...	...	২০
পৃষ্ঠবেদনা	...	...	২৩
অস্থিসম্বন্ধীয় পীড়া	...	...	২৫
মস্তিষ্কের পীড়া	...	...	২৬
শ্বাসনালীপ্রদাহ	...	...	২৮
পৃষ্ঠব্রণ	...	...	৩২
কলেরা বা ওলাউঠা	...	...	৩৩
কোরিয়া	..	...	৩৭
সর্দ্দিকাশি	...	...	৩৯
শূলবেদনা	...	..	৪৩
কোষ্ঠবদ্ধ	...	...	৪৬

ক্রুপ ...

প্রলাপ ৫৯

দাঁত উঠা ৬১

বহুমূত্র ৬২

উদরাময় ৬৪

ডিপ্থিরিয়া ৭০

শোথ ৭৪

আমাশয় ৭৭

বাধক ৭৯

কর্ণরোগ ... ৮৩

মৃগীরোগ ৮৮

নারাঙ্গা ৯৪

চক্ষুর পীড়া ৯৭

জ্বর ১০৫

মলদ্বার ফাটা ১০৮

ধ্বংস বা পচন ১০৮

পাকস্থলীর পীড়া ১০৯

প্রমেহ বা গণোরিয়া ১১৪

শিরঃপীড়া বা মাথাধরা ... ১১৬

হৃৎপিণ্ডের পীড়া ১১৯

রক্তস্রাব ... ১২৩

অর্শ ১২৬

হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা ১২৮

ক্ষত বা আঘাত ১৩২

কিড্নী অথবা মূত্রগ্রন্থির পীড়া ... ১৩৫

প্রসববেদনা ১৩৭

... ১৩৯
... ... ১৪২
স্তনের পীড়া ১৪৭
তাম ১৪৮
গর্ভস্রাব ১৪৯
মুখের পীড়া ১৫০
গলা-ফুলা ১৫২
স্নায়ুশূল ১৫৩
কোষপ্রদাহ ১৫৬
পক্ষাঘাত ১৫৭
ফুস্ফুসপ্রদাহ বা নিউমোনিয়া ১৫৯
প্রসবকালীন পীড়া ১৬২
বাত ১৬৪
সায়েটিকা ১৬৮
চর্ম্মরোগ ১৭০
অনিদ্রা ১৭৫
বসন্ত ১৭৬
গলায় বেদনা ১৭৮
স্বপ্নদোষ বা স্পার্মেটোরিয়া ১৮০
প্লীহার পীড়া ১৮২
সর্দ্দিগর্ম্মি ১৮৪
উপদংশ ১৮৪
দন্তের পীড়া ১৮৭
ধনুষ্টঙ্কার ১৮৯
যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশি ১৯১
বিকার-জ্বর ১৯৫
প্রস্রাবের পীড়া ১৯৯

বমন
হুপিং কাশি ...
স্ত্রীরোগ ২০৬
ক্রিমি ২১১
প্লেগ ২১২

...থিক

চিকিৎসা-সার।

স্ফোটক বা ফোড়া।

(ABSCESS).

যদি শরীরের কোন স্থান প্রদাহযুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা করিতে থাকে, এবং ঐ প্রদাহ যদি সহজে না থামে, তাহা হইলে একস্থানে উহা সঞ্চিত হইয়া স্ফোটকরূপে পরিণত হয়। স্ফোটক প্রথমে অত্যন্ত ফুলিয়া লালবর্ণ হয়, পরে যখন ইহাতে পূঁয সঞ্চিত হয় তখন পাকিয়া উঠে ও সাদা হইয়া পড়ে।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় বেলেডনা, মার্কিউরিয়স্, হিপার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বেলেডনাই প্রথমে দেওয়া হইয়া থাকে। ফোড়ার স্থান শীঘ্র শীঘ্র ফুলিয়া উঠে, লাল হয় এবং অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয় অর্থাৎ দপ্ দপ্ করিতে থাকে; ক্রমে ঐ স্থানে পূঁযের সঞ্চার হয়, ফুলাও বাড়িতে থাকে এবং লাল স্থান ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বেলেডনা, হিপার, ও মার্কিউরিয়স্ সমতুল্য ঔষধ; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বেলেডনা ও মার্কিউরিয়স্, হিপারের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কারণ পূঁয সঞ্চারের সম্ভাবনা হইলে আর এই দুই ঔষধে প্রায় কোন ফলই হয় না। দাঁতের গোড়া ফুলিয়া তাহাতে পূঁয সঞ্চয় হইলে (Gumboils) বেলেডনাই প্রধান ঔষধ; ইহার পরেই মার্কিউরিয়স্। গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ও প্রদাহে ইহা প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পর ক্যাল্‌-কেরিয়া ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

হিপারসল্‌ফর্—পূঁয সঞ্চয় হইলে বিশেষতঃ পূঁয যদি দূষিত ও রক্তযুক্ত না হয় তাহা হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ এই—স্ফোটকের স্থান শীতল বোধ, উহাতে দপ্ দপ্ করা কিম্বা সূঁচ বেঁধার ন্যায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, এই সমস্ত

[illegible]

বলেন যে, পূঁয হইবার সম্ভাবনা [illegible]
পূঁয সঞ্চয় হইয়া ফোড়া পাকিয়া উঠে ; আবার উচ্চ ডাইলিউসন ব[illegible]রে পূঁয নিবারিত হইয়া ফোড়া বসিয়া যায়। আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি স্ফোটক সমূহে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ; কিন্তু এই অবস্থাতে টনটনানি ও বেদনা অধিক থাকিলে আমরা অনেক সময়ে আর্ণিকা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিউইর মতে পুরাতন ক্ষতসমূহে হিপার ব্যবহারে যদি রীতিমত পূঁয বাহির হইয়া বেদনার উপশম না হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক ছোট ছোট ব্রণ এক স্থানে হইলে ও অধিক টন্‌টন্‌ করিলে আর্ণিকাই এক-মাত্র ঔষধ। ফ্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফিউরিকাম্‌, হিপারের একটি সমতুল্য ঔষধ। যে স্থলে পূঁয ক্রমাগত বহির্গত হইতে থাকে এবং ফোড়া কিছুতেই না সারে তাহাতে ক্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফিউরিকাম আশু ফলপ্রদ হয়। ভগন্দর প্রভৃতি নালি ঘায়ে হিপারের পর সাইলিসিয়া প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়া থাকে। ডাক্তার লিওনার্ড্‌ বলেন যে ১২শ ডাইলিউসন ব্যবহারে আঙ্গুলহাড়া ও ছোট ছোট ব্রণ আরাম করা যায়।

সাইলিসিয়া—যে সমস্ত ঘায়ে ক্রমাগত পূঁয নির্গত হয় ও ক্ষত স্থান কিছুতেই না শুখায় তথায় এই ঔষধের ক্রিয়া অধিক। যদি পূঁয পাতলা জলের ন্যায় ক্ষত স্থান হইতে ক্রমাগত গড়াইতে থাকে ও ঘায়ের রং দূষিত সাদা বর্ণের দৃষ্ট হয় তাহা হইলে কিছুদিন সাইলিসিয়া ব্যবহার করিলেই পূঁয কমিয়া আইসে ও ক্ষত-স্থান লাল বর্ণ হইয়া শুখাইয়া যায়। ঘা শুখাইতে আরম্ভ হইলে এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, উপকার দর্শিলে সকল ঔষধই কম ব্যবহার করা উচি[illegible]।

সাইলিসিয়া অধিক প্রয়োগে অনিষ্ট হইলে ফ্লোরিক এসিড ৬ষ্ঠ দুই এক মাত্রা দিলে তাহা নিবারিত হয়। পুল্‌টিস দেওয়া[illegible] পর অধিক পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে সাইলিসিয়া দেওয়া উচিত। সেক তাপে রোগী আরাম বোধ করিলে সাইলিসিয়াই তাহার প্রধান ঔষধ। স্ফোটক অধিকস্থান-ব্যাপী হইয়া নালিঘায়ে পরিণত হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকরী এবং এই নমিত্তই ভগন্দর প্রভৃতি পুরাতন রোগে সাইলিসিয়া এত উপকারী। সাইলি-

[illegible] বেলেডনার পরেই মার্কিউরিয়স্ ব্যবহৃত হয়। এই পীড়ার ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ; স্ফোটকে পূঁযোৎপত্তি হইলে ইহা বেলেডনার পরেই ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্ন ক্রমে পূঁযোৎপত্তি অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। গ্রন্থি-স্ফোটকে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার পূঁয অস্বাস্থ্যকর, পাতলা ও সবুজবর্ণ এবং স্ফীত স্থান উজ্জ্বল ও লালবর্ণ এবং উহাতে দপ্‌দপানি ও খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা বর্ত্তমান থাকে। মার্কিউরিয়সের পরে সাইলিসিয়া ব্যবহার করা ভাল নহে। হিপার হইতে ইহার বিভিন্নতা এই :—ইহার পূঁযোৎপত্তি অতি ধীরে ধীরে হয় এবং সমস্ত লক্ষণ রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়। দন্তমূলে স্ফোটক হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। স্ফোটকজনিত দন্ত-বেদনাতেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। উচ্চ ডাইলিউসন্ প্রয়োগে পূঁযোৎপত্তি অতি সত্বর প্রশমিত হয়—যেমন টন্‌সিল প্রদাহে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ল্যাকেসিস্—স্ফোটক-পীড়ায় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে এবং পূঁয পাতলা, চট্‌-চটে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইলে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আক্রান্ত-স্থান রক্তবর্ণ হইলে এবং কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীরস্থ হইয়া এই প্রকারের পীড়া উপস্থিত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। দীর্ঘ-কালস্থায়ী কোন অস্বাস্থ্যকর পূঁযোৎপাদক রোগে হেক্‌টিক্ জ্বর উপস্থিত হইলে, কার্বোভেজেটেবিলিস্ প্রয়োগেও উপকার হইতে দেখা যায়। লালানিঃসারক কিম্বা বগলের গ্রন্থিস্ফোটকে রক্তসংযুক্ত জলবৎ পাতলা পূঁয হইলে রসটক্স প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিলে কিম্বা স্ফোটক কার্ব্বঙ্কলের আকার ধারণ করিবার উপক্রম হইলেও রস্‌টক্স দেওয়া যাইতে পারে। ল্যাকেসিসের পূঁয পাতলা ও চট্‌চটে। এই পীড়ার দুর্ব্বলা-বস্থায় আর একটী ঔষধ—আর্সেনিক্। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পাতলা জলের মত চট্‌চটে পূঁয, গ্যাংগ্রিন্ অর্থাৎ পচিয়া যাওয়ার ন্যায় অবস্থা এবং অসহ্য জ্বালার মত বেদনা ইত্যাদি থাকিলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়।

সল্‌ফর্—ইহাও এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ এই পীড়ার পুরাতন অবস্থায় যখন অধিক পরিমাণে পূঁয নিঃসৃত হয় এবং তৎসহ

মালা ধাতুর লোক অর্থাৎ যাহ[illegible]

আছে এবং সর্ব্বদা যাহাদের ব্রণাদি রোগ উপস্থিত [illegible] এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। যদি পুল্‌টিসে রোগের বৃদ্ধি হয়, তবে লাইকোপোডিয়াম্ প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

আর্ণিকা—ইহাও স্ফোটকে ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ যেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট ফোড়া হইয়া না পাকিয়াই শুখাইয়া যায় এবং পুনরায় ঐরূপ আরও কতকগুলি হয় ও ঐ রকম ক্রমাগত হইতে থাকে তথায় আর্ণিকা প্রয়োগে ফোড়াগুলি পাকিয়া উঠে এবং পরিষ্কাররূপে পূঁয বহির্গত হইয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। ছোট ছোট রক্তযুক্ত স্ফোটক সমূহেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে উপকার না হইলে সারসাপ্যারিলা দেওয়া যায়।

গলগণ্ড সমূহের স্ফীতি ও প্রদাহে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ও ক্যাল্‌কেরিয়া আইও-ডেটা এবং আঘাতজনিত ক্ষতসমূহে এসাফেটিডা এবং ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন প্রকার আঁচড় লাগিলে বা কোনরূপে কাটিয়া গেলে যদি ক্ষতস্থান সহজেই পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে হিপার, ক্যাল্‌কেরিয়া, সাইলিসিয়া, গ্রাফাইটিস্ দেওয়া যায়। জার্ম্মেনির প্রসিদ্ধ ডাক্তার গ্রাউভগল্ বলিতেন যে, পূঁয ও পাইমিয়া নিবারণের আর্ণিকাই একটী প্রধান ঔষধ।

চক্ষু প্রভৃতি স্থানের প্রদাহে পূঁয হইবার প্রথমাবস্থায় রসটক্সে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কর্ণমূল ও বগলের গ্রন্থিসমূহের প্রদাহেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। গ্রন্থিসমূহের স্থানে স্ফোটক হইলে এবং উহা হইতে রক্তসংযুক্ত কল্‌তানি পূঁয নির্গত ও উহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং ঐ স্থান গাঢ় লালবর্ণ হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উপদংশ রোগে এবং বাগী প্রভৃতিতে নাইট্রিক্ এসিড্ বিশেষ উপকারক। যদি পূঁয দুর্গন্ধযুক্ত, ময়লা এবং হরিদ্রা বর্ণের হয় তাহা হইলে এই ঔষধ আরও উত্তম। উপদংশ অথবা গণ্ডমালা রোগে কেলিআ[illegible]টস্ ব্যবহারে কখন কখন আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। হাড়ের নিকট স্ফোটক হইলে প্রায়ই ফস্‌ফরস্ ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে অরম্, এসাফেটিডা, পল্‌সেটিলা, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা, ক্যাল-কেরিয়া ফ্লোরিকা এবং ম্যাঙ্গেনাম আরও কয়েকটী ঔষধ।

একনি নামক ব্রণ।

(ACNE.)

মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহাকেই একনি বলে। যৌবনাবস্থাতেই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। এই ব্রণ সমুদয় অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং কখন কখন পাকিয়া পূঁয হয় ও ইহাদের মধ্য হইতে ভাতের মত পদার্থ বাহির হইয়া গেলেই উহারা আরাম হইয়া যায়।

এই রোগের প্রথম অবস্থায়, বিশেষতঃ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সল্‌ফরের কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়; চর্ম্ম কঠিন ও খস্‌খসে এবং আঁচিল সংযুক্ত হইয়া থাকে। জল ব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি সল্‌ফরের একটী প্রধান লক্ষণ। ছিদ্র ছিদ্র যুক্ত একনিতে সল্‌ফরই প্রধান ঔষধ। এই রোগের প্রথম অবস্থায় বেলেডনা, পল্‌সেটিলা ব্যবহার করিলেই উপকার হয়। গোলাপী রঙ্গের একনিতে আর্সেনিকম্ আইওডেটম্ ও সল্‌ফর আইওডাইড্ ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকের ঋতু সম্বন্ধীয় একনিতে স্যাঙ্গুইনেরিয়া দেওয়া উচিত। জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়া সংযোগে একনি হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা এবং অরম্ মিউরিয়েটিকম্ ও নেট্রনেটম্ ব্যবহৃত হয়। কেলিব্রোমেটম্ অধিক ব্যবহার করিলে মুখে, গলদেশে ও স্কন্ধের উপর একনি হইতে দেখা যায়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা হেতু একনি হইলে ব্রোমিয়ম্ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। মুখমণ্ডলের একনিতে থুজা একটী উত্তম ঔষধ। আমরা এই রোগে ক্যাল্‌কেরিয়া পিক্‌রেকা ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ ফল পাইয়াছি। মদ্যপায়ীদিগের ছোট ছোট লাল-ফুস্কুড়িযুক্ত একনিতে এণ্টিমনিয়ম্ ক্রুডম্ ব্যবহার্য্য। কঠিন ও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এণ্টিমনিয়ম্-টার্ট উপকারী।

প্রসবান্তর বেদনা।

(AFTER PAINS.)

প্রসবের পর যখন জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন পেটে একপ্রকার বেদনা হইতে থাকে; ইহাকে সহজ ভাষায় "ভাদলব্যথা" বা আফ্‌টার্ পেন্স্ বলে।

...গে হইলে ইহাতে বড় কষ্ট হয় না, কিন্তু কখন কখন এই বেদনা অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে এবং তখনই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহা নিবারণ করিতে হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের অনেক সন্তান হইয়াছে, তাঁহাদেরই ভাদল-ব্যথা বেশী হয়।

আমরা সচরাচর এ দেশে প্রসবের পরে আর্ণিকাই দিয়া থাকি এবং ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, কিন্তু ডাক্তার ডিউইর মতে সিমিসিফিউগাই প্রথমে দেওয়া উচিত, বিশেষতঃ যদি জঙ্ঘায় বেদনা অধিক থাকে। বেদনা অসহ্য হইলে ক্যামমিলা ও পল্‌সেটিলা প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। এই দুইটী ঔষধের পার্থক্য এই যে, ক্যামমিলার রোগী খিট্‌খিটে এবং পলসেটিলার রোগী শান্ত ও নম্র স্বভাবের হয়।

ডাক্তার হিউজ বলেন যে, এই রোগে জেল্‌সিমিয়াম্‌ ১ম ডাইলিউসন ব্যবহারে যেরূপ ফল পাওয়া যায় এরূপ ফল আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। কলোফাইলম্‌ ব্যবহারে অনেক সময়ে বেশ উপকার পাওয়া যায়। বেদনা আক্ষেপজনক এবং তলপেটের নীচের দিকে তির্য্যক্‌ভাবে যায় ইত্যাদি অবস্থায় বিশেষতঃ যে সমস্ত প্রসূতি প্রসবের পূর্ব্বে অনেকক্ষণ বেদনা ভোগ করে তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারী। কৃত্রিম প্রসব বেদনায় ইহা একটী অমোঘ ঔষধ।

প্রসবের পর যে বেদনা হয়, তাহাতে জ্যান্থক্‌জিলম্‌ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জরায়ুর বেদনা না হইয়া যদি অন্ত্রের বেদনা হয় তবে ককিউলস্‌ প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে। ঐ বেদনা যদি সরলান্ত্র ও মূত্রস্থলীতে চাপিয়া ধরে, তবে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা উচিত। বেদনা যদি পশ্চাৎ দিক হইতে সম্মুখের দিকে আইসে তবে স্যাবাইনা ও উপরের দিকে উঠিলে এবং তলপেটে ভার বোধ হইলে সিপিয়া দেওয়া যায়।

স্তন-দুগ্ধের হ্রাস।

(AGALACTIA.)

স্তন-দুগ্ধ বন্ধ হইয়াছে শুনিলেই পল্‌সেটিলা আমাদের মনে আইসে এবং অধিকাংশ সময়ে ইহাতেই উপকার দর্শে।

স্তন-দুগ্ধের হ্রাস।

পীড়া রাগজনিত হইলে ক্যামোমিলা ব্যবহার করা উচিত। পাড়া ... হইলে কষ্টিকম্ ফলপ্রদ; বিশেষ কোন কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিলে আর্টিকা ইউরেন্স্ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। হঠাৎ দুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে রিসিনস্ নিম্ন-ক্রম ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য উপকার হয়। ডাক্তার হেল্ বলেন যে, ভেরেণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে ঐ জল দ্বারা স্তনদ্বয় বার বার ধৌত করিলে, বিশেষ ফললাভ হয়। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ জন্য বা অন্য কোন কারণে, ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। মানসিক অবসন্নতাই যদি পীড়ার কারণ হয়, তবে এগ্নস ক্যাস্টস্ দেওয়া যায়।

মদোন্মত্ততা।

ALCOHOLISM.

নক্সভমিকা—মদ্যপানজনিত দোষ নিবারণের পক্ষে নক্সভমিকাই প্রধান ঔষধ। অতিরিক্ত পানজনিত মাথাধরা, মুখ বিস্বাদ, হস্ত পদের কম্পন প্রভৃতি সমস্ত যন্ত্রণা এই ঔষধ সেবনে নিবারিত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর কখন কখন যে বিকার (delirium tremens) উপস্থিত হয় অর্থাৎ যাহাতে রোগী অতি সামান্য কারণে ভয় পাইয়া চমকাইয়া উঠে এবং কোন রকমে কোথায়ও যেন শান্তি নাই বলিয়া মনে করে, রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া ভয় পাইয়া উঠিয়া বসে, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও নক্সভমিকা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। আমরা কখন কখন রোগীর উন্মত্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে ফললাভ করিয়াছি।

হাইওসায়েমস্—মদ্যপানজনিত বিকারাবস্থায় ইহার ক্ষমতা অসীম। রোগী ক্রমাগত বিড়্বিড়্ করিয়া বকে, কিন্তু বেলাডনায় প্রদাহজনিত যে উত্তেজনা হয় অথবা ষ্ট্রামোনিয়ামে যে উন্মত্তভাব থাকে ইহাতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও সংযত, গাত্র শীতল ও চট্চটে, রোগী কাঁপিতে থাকে ও হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বোধ হয় যেন কিছু ধরিতে চাহে, ভয়পায়, বিভীষিকা দেখে এবং পলাইয়া যাইতে চাহে। ক্রমাগত অনিদ্রাও হাইওসায়েমসের

৮. ৫ প্রধান লক্ষণ। পর্য্যায়ক্রমে হাসিয়া ও কাঁদিয়া উঠাও আর একটি লক্ষণ। ডাক্তার বাট্‌লার বলেন যে রোগীর ভয়ানক অনিদ্রা উপস্থিত হইলে হাইওসায়েমস্ পাঁচ ফোঁটা হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত এক চামচ জলে মিশাইয়া দুই এক বার দিলে নিশ্চয়ই নিদ্রা আইসে। হাইওসায়েমসের রোগী সতত অতিশয় সন্দিগ্ধ হয় এবং সময়ে সময়ে এমন কি ঔষধ পর্য্যন্ত খাইতে চাহে না, মনে করে পাছে কেহ ঐ উপায়ে তাহাকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করে।

ওপিয়ম্—যে সমস্ত লোক বার বার মদাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রোগীর চেহারা ভীত, সে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ জন্তু চলিয়া বেড়াইতেছে বোধ করে, ভূত দেখে এবং কাজে কাজেই অনিদ্রা ঘটে এবং নিশ্বাস ঘড়্‌ঘড় করিয়া পড়ে, এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলেই আমরা সন্ন্যাস ও আসন্ন পক্ষাঘাতের লক্ষণ মনে করি এবং নক্সভমিকা দিয়া উপকার না হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া ওপিয়ম্ সেবনের ব্যবস্থা করি। অভ্যস্থ মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ষ্ট্রামোনিয়ামই অধিক ফলপ্রদ। ইহাতেও রোগী বিভীষিকা দেখে এবং পলাইয়া যাইতে চাহে। ষ্ট্রামোনিয়ামে মুখ উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু ওপিয়মে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়।

ল্যাকেসিস্—রোগী মনে করে যেন সে সর্প দেখিতেছে, তাহার মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হয়। রোগীর গলার নিকটে যেন একটা গোলাকার বর্ত্তুল আসিয়া গলাধঃকরণে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেয়। নিদ্রা হইতে উঠিলে রোগীর সমস্ত অসুখের বৃদ্ধি হয়।

আর্সেনিক্—ভূতের ভয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পর্য্যায়ক্রমে অত্যন্ত মাদক সেবন করিতেই হইবে নতুবা শরীর কাঁপিতে থাকে ও অত্যন্ত স্নায়বীক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। বেলেডনাও কখন কখন মদোন্মত্ততায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহাতে রোগী ঘরের মধ্যে ইন্দুর, ছুঁচা প্রভৃতি চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ মনে করিয়া ভয় পায় ও ঘর হইতে পলাইয়া যাইতে চাহে। বেলেডনা ও ষ্ট্রামোনিয়াম্ ব্যবহারে কিয়দংশ ফল হইয়া পরে আর কোন কার্য্য না হইলে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা ব্যবহারে ফললাভ হয়। মদোন্মত্ততার প্রথমাবস্থায় যদি জ্বরের সহিত ভুল বকা থাকে ও বেলাডনার ন্যায় রোগী পলাইয়া যাইতে না চাহে, তবে আমরা একোনাইট দিয়া থাকি।

কেহ কেহ বলেন যে, র‍্যানেন্‌কিউলাস্‌ অমিশ্র আরক কিঞ্চিৎ [illegible] সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে মদোন্মত্ত রোগী কিছু সুস্থ হয়। রোগীর মানসিক অবস্থা বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হইলে সিমিসিফিউগা দেওয়া যায়। ইহাতেও ভুল বকা থাকে কিন্তু তাহা তত অধিক নহে; রোগীর শরীর সর্ব্বদা কাঁপে ও ইহার সহিত অনিদ্রা ও দৈহিক অস্বচ্ছন্দতা থাকে।

কখন কখন আবার এই সকল অবস্থায় ষ্ট্রোপ্যান্‌থাস্‌ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্‌—বহুদিনের মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। যাঁহারা অনেক দিন এই কুকার্য্য করিয়া শরীর নষ্ট করিয়াছেন এবং যাঁহাদের শরীর রক্তহীন হইয়াছে, চর্ম্ম শুকাইয়াছে, কোন খাদ্যদ্রব্য হজম করিবার শক্তি থাকে না এবং মদ ভিন্ন অন্য কোন পানীয় পান করিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সল্‌ফর, নক্সভমিকা এবং আর্সেনিকম্‌ এই তিনটী ঔষধেই ক্রমাগত সুরাপানের অনিবার্য্য ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির প্রদাহ উপস্থিত হইলে অথবা শীতল ঘর্ম্ম হইয়া নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এণ্টিমনিয়ম্‌ টার্টারিকম্‌ দেওয়া যায়। ক্যাপ্‌সিকম্‌ অমিশ্র আরক ১০ ফোঁটা করিয়া দিলে প্রাতঃকালের বমন, পাকস্থলীর কষ্টদায়ক শূন্যভাব এবং মদ্যপানের অনিবার্য্য ইচ্ছা নিবারিত হইয়া যথার্থ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ইহা দ্বারা শারীরিক উদ্বেগ ও কম্পন কমিয়া যায় ও সুনিদ্রা হয়।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

সহজে চুল উঠিয়া যাওয়ার লক্ষণ নেট্রম মিউরিয়েটিকমে দেখিতে পাওয়া যায়। চুল নাড়িলে কিম্বা চিরুণী দিয়া আঁচড়াইলে সহজে উঠিয়া যায়; এই অবস্থা সন্তান প্রসবের পরে স্ত্রীলোকদিগের সচরাচর ঘটিয়া থাকে। সন্তান প্রসবের পরে অথবা সাংঘাতিক পীড়াভোগের পর চুল উঠিয়া গেলে কার্ব্বো-ভেজেটেবিলিস্‌ ব্যবহারে উপকার দর্শিতে পারে।

প্রধান শিরঃপীড়ার পর চুল উঠিয়া গেলে সিপিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। মাথার স্থানে স্থানে টাক্ পড়িয়া চুল উঠিয়া গেলে এবং ঐ স্থান শুষ্ক এবং খুস্কী পড়ার মত হইলে ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। খুস্কী পড়া, চুলের গোড়া পাকিয়া যাওয়া এবং হাত দিলে অনেক গাছি চুল একবারে উঠিয়া আইসে এমত অবস্থায়, উহা প্রয়োগ করা যায়।

মস্তকের পার্শ্বদেশে টাক পড়িলে উহা গ্রাফাইটিসে আরোগ্য হয়।

সাধারণ দুর্ব্বলতায় চুল উঠিয়া গেলে ফস্ফরিক্ এসিড্ ব্যবহারে উপকার হয়। উপদংশজনিত চুল উঠায় ফ্লুরিক্ এসিড্ উত্তম। কপালের নিকটে টাক পড়িলে আর্সেনিক্। সমস্ত মাথায় শুষ্ক খুস্কী হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে।

রজঃস্বল্পতা।

(AMENORRHOEA.)

সচরাচর গর্ভ হইলেই স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবন্ধ থাকে এবং ইহা সাধারণ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু কখন কখন গর্ভ না হইয়াও ঋতুবন্ধ হয়। যে কোনও কারণে ঋতু একেবারে বন্ধ হইলে অথবা খুব কমিয়া গেলে তাহাকেই রজঃস্বল্পতা বা এমেনোরিয়া বলা যায়।

এই রোগের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে পল্‌সেটিলাই আমাদিগের প্রথমে মনে পড়ে। ঋতু হঠাৎ প্রকাশিত ও পদদ্বয় আর্দ্র থাকিবার জন্য ঋতু বন্ধ হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। কৃশাঙ্গী বালিকাদিগের প্রথম ঋতু অত্যন্ত বিলম্বে হইলেও ইহা প্রয়োগ করা হয়। ডল্কামারার সহিত ইহার পার্থক্য কেবল রোগীর স্বভাব দেখিয়া করিতে হইবে। পদদ্বয় ভিজা থাকার জন্য উভয় ঔষধই দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার বেজের মতে দুর্ব্বলতা সহিত এই পীড়া প্রকাশিত হইলে, ঔষধের মাত্রা অতি সতর্কভাবে স্থির করিতে হইবে। রোগীর বলাবল ও পীড়ার অবস্থা বুঝিয়া ত্রিংশক্রম হইতে প্রথম ক্রম পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার জার বলেন যে, ঋতুশোণিত ময়লা হইলে, এবং ঠিক পরিমিত না হইলে সল্‌ফারের সহিত পল্‌সেটিলা ব্যবস্থা করিতে হয়। পল্‌সেটিলার রোগী পরিশ্রম কাতর এবং তাহার ক্ষুধামান্দ্য ও অম্ল জিনিষে স্পৃহা, সহজেই মূর্চ্ছা-ভাব ও অত্যন্ত দুশ্চিন্তা থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব—পল্‌সেটিলার মত এই ঔষধও এই রোগের প্রথম

অবস্থায় ব্যবহৃত হয়—বিশেষতঃ যেখানে প্রথমে ঋতু বিলম্বে ও [illegible] ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারে মস্তক ও বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য হইয়া ফুস্‌ফুসের পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গৌরবর্ণ ও গণ্ডমালা-ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ যাহাদিগের মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং যাহাদিগের অম্বলের পীড়া আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বেলেডনাও কখন কখন ঋতুবন্ধ হইলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ পীড়া হইলে ইহা আরও অধিক উপযোগী—তলপেটে বেদনা ও টানিয়া ধরার ন্যায় বোধ এবং প্রস্রাব করিবার সময় কষ্ট।

জেল্‌সিমিয়াম্—নিদ্রালুতা ও মস্তকের এবং মুখের স্নায়ু সমূহের বেদনা বর্ত্তমান থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ।

গ্লনয়েন্—ভয়ানক দপ্‌দপানি মাথাধরা ও ঋতুর সময় অণ্ডলালা-সংযুক্ত প্রস্রাব (albuminous urine)।

ভয়প্রযুক্ত ঋতু বন্ধ হইলে একোনাইট্, একৃটিয়া স্পিকেটা এবং লাইকো-পোডিয়াম্ প্রধান ঔষধ। কখন কখন ওপিয়াম্ ও ভিরেট্রামেও এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, সিঁড়িতে উঠিতে শ্বাস কষ্ট, ঠাণ্ডা পা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলেও ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

ফেরম্ মেটালিকম্—প্রথম ঋতুবন্ধের এটাও একটী প্রধান ঔষধ। যদি নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে তবে ইহা প্রয়োগ করা যায়—অতিশয় দুর্ব্বলতা, চলিতে ফিরিতে অনিচ্ছা, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন, পদসন্ধির স্ফীতি এবং রক্তহীন ও পীড়িত চেহারা। কখন কখন রক্তহীনতা সত্ত্বেও মুখশ্রী রক্তবর্ণ দেখায় অথবা মুখ মলিন ও চক্ষুদ্বয়ের নীচে নীলবর্ণের রেখা দেখা যায়। কুইনাইন্ ও অন্যান্য উত্তেজক ঔষধ ব্যবহারের পর এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে।

সিপিয়া—যে সকল স্ত্রীলোক শ্যামবর্ণ ও দুর্ব্বল এবং যাহাদিগের ঋতু বিলম্বে ও রজঃস্রাব অল্প হয়, তাহাদিগের এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে যেখানে ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর দেখা যায় ও বক্ষঃস্থলে এবং মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথায় মাথাধরা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ও মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ব্রাওনিয়াতে ঋতুর পরিবর্ত্তে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। ফস্‌ফরাসে রক্তভেদ ও রক্তবমন হয়।

গ্রাফাইটিস্‌—অতিরিক্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ও ডিম্বাধারে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ মহোপকারী। পলসেটিলার্‌ পর ইহার ক্রিয়া অধিক। প্রথম ঋতুতে পল্‌সেটিলা যেমন উপকারী, অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইয়া গেলে (Menopause) গ্রাফাইটিস্‌ও তেমনি বিশেষ ফলপ্রদ।

সিমিসিফিউগা—ডাক্তার কাউপার্‌থোয়েট্‌ বলেন যে রজঃস্বল্পতা রোগে ইহার ন্যায় ঔষধ আর নাই। স্নায়বিক ধাতুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের ও যাহারা বাতরোগগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

রক্তাল্পতা।

ANÆMIA.

অনেক সময়ে নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র রোগ না বলিয়া একটী রোগের লক্ষণ বলিলেই চলে। আমরা অধিকাংশ সময়ে দেখিতে পাই যে, বহুদিন কোন কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া অথবা যে কোন কারণে শরীরের অধিক রক্ত বা শুক্রক্ষয় হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। এলোপ্যাথিক মতে ফেরম অর্থাৎ লৌহ একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু আমরা যদিও ইহাকে একটী উত্তম ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করি, তথাপি রক্তহীনতা রোগে ইহাই একমাত্র ঔষধ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

ফেরম্‌—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বিবর্ণতা। গলদেশের ধমনীতে রক্তহীনতা বশতঃ অস্পষ্ট দপ্‌দপানি, সহজেই ক্লান্তিবোধ, আহারের পরে বমন। রোগী সর্ব্বদা শীত বোধ করে, হেক্‌টিক্‌ জ্বর (ক্ষয়কারী জ্বর)। দুরারোগ্য রোগীকে ফেরম্‌ মেটালিকামের পরিবর্ত্তে ফেরমফস্‌ফরিক্‌ সেবন করিতে দিলে উপকার হয়।

পল্‌সেটিলা—ইহা ফেরমের একটী প্রতিষেধক। ফেরমের অপব্যবহারে রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে, শরীরের মাংসপেশী সমূহ শিথিল হয় এবং অতিশয় ক্লান্তি অনুভূত হইতে থাকে। সদা সর্ব্বদা শীত বোধ এবং পেটের অথবা ঋতু সম্বন্ধীয়

পীড়া থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। পল্‌সেটিলার রোগী বহির্বায়ু সেবনের ইচ্ছা করে, উঠিয়া বসিলে তাহার মাথা ঘোরে, তৃষ্ণাহীন ও নম্র স্বভাবযুক্ত হয়। সাইক্লেমেনেও পল্‌সেটিলার অনেক লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু সাইক্লেমেনের রোগী বহির্বায়ুতে যাইতে ইচ্ছা করে না, এই মাত্র প্রভেদ।

চায়না অথবা সিনকোনা—শরীররক্ষাকারী তরলপদার্থসমূহের ধ্বংসহেতু যে লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়, যথা—স্তন্যদুগ্ধের অপরিমিত ক্ষরণ, অপরিমিত শুক্রনাশ, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, দীর্ঘকালস্থায়ী উদরাময় অথবা যে কোন কারণে শরীর হইতে অপরিমিত রক্তপাত হইলে ইহা দেওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন আরও কয়েকটী প্রধান প্রধান লক্ষণ আছে যথা,—মাথাভারী, দৃষ্টিহীনতা, মূর্চ্ছাভাব, কর্ণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ, অম্ল উদ্গার, পরিপাকশক্তির হ্রাস ও পেট ফাঁপা। রোগী বাহিরের বায়ু ভাল বাসে না, কিন্তু সর্ব্বদা পাখার দ্বারা বাতাস করিতে বলে। নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকামেও শরীররক্ষাকারী তরলপদার্থসমূহের ক্ষয়হেতু রক্তহীনতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্ত্রীলোকের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

চাইনিনাম্ আর্সেনিকম্—কখন কখন ইহাও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। রক্তহীনতার পক্ষে বিশেষতঃ রক্তশূন্য মলিন চেহারা হইলে প্রসূতির পক্ষে এসিটিক্‌এসিড্ বিশেষ উপকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া—গণ্ডমালা-ধাতুর লোকের পক্ষে অথবা বহুদিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ ভোগ করার পর রক্তহীনতা হইলে এই ঔষধ উপকারী। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা উত্তম। এই ঔষধে একটী প্রধান লক্ষণ যে ঋতু অল্প ও অসময়ে হয়। মাংস খাইতে অনিচ্ছা, অম্ল ও দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণে ইচ্ছা, তলপেট স্ফীত, শিরোঘূর্ণন, উপরতলায় উঠিবার সময়ে হৃৎস্পন্দন হয়। এলুমিনাও এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নক্সভমিকাও এই রোগে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন রোগীর পাকস্থলীর অবস্থা ভাল থাকে না। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্লম্বম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এলুমিনা—যৌবনপ্রাপ্ত বালিকাদিগের ঋতু অল্প হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহাতে অত্যন্ত দুষ্পাচ্য অখাদ্য বস্তুর প্রতি স্পৃহা হয় ও রোগী মাটি, খোলা প্রভৃতি খাইতে ভালবাসে।

আর্সেনিক্—দূষিত রক্তাল্পতা অথবা বহুদিন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ ভোগ করিয়া অতিশয় দুর্ব্বল ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও শয্যাশায়ী হওয়া, অর্থাৎ এই রোগের চরমাবস্থাতেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

হেলোনিয়স্—ইহা রক্তাল্পতা ও রজঃস্বল্পতা রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক দিন জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। যে সকল স্ত্রীলোক বিলাস ও অলস পরতন্ত্র হইয়া কালক্ষেপ করে অথবা যাহাদের অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং অজীর্ণ রোগ হইয়া হস্ত পদের জ্বালা ও অনিদ্রা হয় তাঁহাদের এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়।

সিকেলি—ইহাতেও ক্রনিক রক্তাল্পতা উপস্থিত হয় ও পাণ্ডুবর্ণ, রক্তহীন চেহারা হয়।

নেট্রম মিউরিয়েটিকম্—ইহাও রক্তহীনতার একটী উত্তম ঔষধ। রোগী আহারাদি উত্তমরূপ করিলেও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। দপ্‌দপানী মাথাধরা, নিশ্বাসে কষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধ এবং স্ফূর্ত্তিহীনতা এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। রোগোন্মত্ততা এই সমস্ত রোগীতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

বক্ষঃশূল।

ANGINA PECTORIS.

প্রকৃতপক্ষে বক্ষঃশূল একটী ভয়ঙ্কর পীড়া এবং প্রায় অনেকস্থলেই হৃৎপিণ্ড ও ধমনীসমূহ আক্রমিত হইয়া পীড়া সাংঘাতিক আকারে পরিণত হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রকৃত বক্ষঃশূল প্রায় প্রচুর হয় না। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, বক্ষঃশূল দুই প্রকার—প্রকৃত এবং কৃত্রিম।

এমিল্ নাইট্রেট্—ইহা এই রোগের এক প্রধান ঔষধ; যখন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে তখন এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে বিশেষ উপকার হয়; বক্ষঃস্থলের বেদনা, মাথাধরা এবং অন্যান্য কষ্ট কমিয়া যায় ও রোগী আরাম বোধ করে।

বক্ষঃশূল।

মনয়েন্ বা নাইট্রোগ্লিসিরিন্ ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; বক্ষঃস্থলের আধিক্য বশতঃ ভারবোধ এবং সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ মাথার ভিতরে দপ্‌দপ্ করা ও হৃৎপিণ্ডের ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং সমস্ত শরীরে অসহ্য গ্লানি ইহার প্রধান লক্ষণ।

আর্সেনিকম্—রোগের শেষ অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় এবং সময়ে সময়ে ইহাতে বেশ ফললাভ করা যায়।

সিমিসিফিউগা—সমস্ত বক্ষঃস্থলের বেদনা ও বাম হস্তে ভারবোধ, রোগীর মনে হয় যেন বামহস্ত শরীরের সহিত বন্ধনযুক্ত আছে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হয়, নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়।

ক্যাল্‌মিয়া—সম্মুখ হইতে পশ্চাৎভাগে বেদনা বিস্তৃত হয়, সূচী-বিদ্ধের ন্যায় বেদনা ও বক্ষঃস্থলে চাপ-বোধ ইহার প্রধান লক্ষণ।

কেলিকার্ব্ব—খোঁচা-বেঁধার ন্যায় বেদনা, বক্ষঃশূল এবং বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, ও রাত্রির শেষভাগে রোগের বৃদ্ধি হয়।

ওপিয়ম্—বুকের মধ্যভাগে ভারবোধ, যেন একটী ভারী পদার্থ রহিয়াছে।

স্পাইজিলিয়া—অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক বক্ষঃশূল, যাহাতে বেদনা ঘাড়ে ও হাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অতীব যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই অবস্থাতে নাড়ীর গতি নিয়মিতরূপে চলে না, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, বুক ধড়্‌ফড় করিতে থাকে, শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং নাড়ী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে। উপরের লিখিত অবস্থায় কখন কখন কিউপ্রম্‌ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ধূমপানজনিত বক্ষঃশূল হইলে নক্সভমিকা, ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া, ও টেবেকম্ ব্যবহার্য্য। Arterio sclerosis আর্টিরিও স্ক্লিরোসিস জনিত বক্ষঃশূলে টেবেকম্ ৩×ক্রম ব্যবহার করিলে রোগী শীঘ্র সুস্থ হয়।

ক্যাক্টস্—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ডে কেহ কঠিন হস্তের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আছে।

আর্ণিকা—বক্ষঃস্থলে চাপিয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, ইহা বামদিকে অধিক অনুভূত হয়, এমন কি কখন কখন বাম হস্ত পর্য্যন্ত আক্রমিত হয়।

অতিরিক্ত ধূমপানজনিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ক্যাল্‌মিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বক্ষঃস্থলের পীড়ায় যদি দক্ষিণ হস্ত অসাড় বোধ হয় তবে লিলিয়ম্ টিগ্রিনম্ দেওয়া উচিত।

সন্ন্যাস।

APOPLEXY.

সন্ন্যাস একটী ভয়ঙ্কর পীড়া, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য জন্য অথবা কোন শিরা কিম্বা ধমনী ছিঁড়িয়া গিয়া মাথার ভিতরে অতিরিক্ত রক্তপাত হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। কোন কোন সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে শরীরের অসুস্থতা ও মাথাধরা, কর্ণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ, হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ অনুভূত হয়, কিন্তু অধিক সময়েই হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া রোগী এককালীন অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে রোগী কোন কাজ করিতে করিতে অথবা রাস্তায় চলিয়া যাইতেছে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কখন বা এরূপ দেখা যায় যে, রাত্রিকালে সে সুস্থশরীরে নিদ্রা গিয়াছে কিন্তু প্রাতে তাহার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষম হয়। অধিক মাত্রায় রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে রোগের আতিশয্যও অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং অল্প পরিমাণে রক্তাধিক্যে রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই থাকে। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নাড়ীর গতি দ্রুত, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও ঘড়ঘড় শব্দ করিয়া নির্গত হয়; হাত পা নাড়িতে অক্ষম এবং দৃষ্টির বিকৃতি হয় এইগুলি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। উপরের লিখিত অবস্থাসমূহে ওপিয়ম্ অতীব কার্য্যকারী। অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবনে যদি এই রোগ উপস্থিত হয়, তবে ওপিয়ম্, নক্সভমিকা ও সিপিয়া ব্যবহার্য্য। অজ্ঞানভাব অপেক্ষা শিরার রক্তাধিক্য যত প্রবল হয়, ততই এই ঔষধের কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়।

আর্ণিকা—আঘাতজনিত অথবা শরীরে অধিক বেদনার সহিত পক্ষাঘাতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ এই বেদনা বামদিকে বেশী হইলে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত ও নিশ্বাস ঘড় ঘড় করিয়া পড়িলে এই [illegible] বিশেষ ফলপ্রদ। অনেক দিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকার পর গাত্রে ক্ষত (Bed sores) হইলে 'এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগ করা যায় এবং খাইতেও দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব হইতে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে আসন্ন আক্ষেপ হইতে রোগীকে রক্ষা করা যায়—যেহেতু মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয় ও আর্ণিকা প্রয়োগে ইহা নিবারণ করিয়া থাকে।

আর্ণিকা ভিন্ন এই লক্ষণে একোনাইট, বেলেডনা এবং গ্লনয়ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাক্তার বেজ্ বলেন বৃদ্ধ বয়সে কোষ্ঠবদ্ধ জন্য বার বার জোলাপ লইলে এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব এই অবস্থায় জোলাপ দেওয়া কখনই উচিত নহে। এইরূপ কোষ্ঠবদ্ধে ওপিয়ম আশু ফলপ্রদ হয়।

বেলেডনা—মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, অজ্ঞানভাব, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, জলীয় পদার্থ পর্য্যন্ত গিলিতে অক্ষম, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ ও অচৈতন্য ভাব, ইহার প্রধান লক্ষণ। হাইওসায়েমসেও এই সকল লক্ষণ কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী হঠাৎ চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেলে ও ক্রমে ঘোর অজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হইলে হাইওসায়েমস্ প্রয়োগ করা যায়। মূত্রস্থলীর পীড়া প্রযুক্ত ধমনীতে অতিরিক্ত টান পড়িয়া মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে গ্লনয়ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লরোসিরেসস্—হঠাৎ পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হওয়া, হৃৎকম্প, শরীর শীতল হওয়া ও অল্প অল্প ঘর্ম্ম, এবং মুখের পেশীতে আক্ষেপ ইহার প্রধান লক্ষণ।

এপেণ্ডিক্সের প্রদাহ।

(APPENDICITIS.)

তলপেটের দক্ষিণদিকে অন্ত্রের ইলিয়াম ও সিকমের সন্ধি স্থলে ভারমিফরম এপেন্ডিকস্ আছে। ইহার মুখ যদিও একটি ছোট ছিদ্রের দ্বারা অন্ত্রের অন্য ভাগের সহিত যোগ আছে, তথাপি কোনও দ্রব্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা পুনরায় নির্গত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপে কোনও দ্রব্য উহার মধ্যে থাকিলেই উহাতে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া ক্রমে পাকিয়া উঠে, কখন কখন পচন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই রোগ অতি কষ্টদায়ক এবং প্রথম হইতে উত্তমরূপ চিকিৎসা না হইলে উহা পাকিয়া উঠিয়া পেরিটো-নাইটিস্ পর্য্যন্ত হইয়া রোগী কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে।

ইহার প্রথমাবস্থায় বেলেডনা একটি উত্তম ঔষধ। তলপেটের ডাইন-দিকে অতিশয় বেদনা, নড়িলে চড়িলে আঘাত লাগা, হাত দিলে অতিশয় ব্যথা, সর্ব্বদা দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। এই প্রকার প্রদাহের সহিত যদি শীত করিয়া জ্বর আইসে তবে একোনাইট প্রযোজ্য; কিন্তু অতিশয় বেদনা থাকিলে একোনাইট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আমরা কখন কখন ফেরম ফস্‌ফরিকম ও কেলি মিউরিয়েটিকম ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। যদি বার বার এই রোগ হইতে থাকে, তবে বেলেডনাই ইহার প্রধান ঔষধ, সিরস্ (Serous) ঝিল্লির প্রদাহে ব্রাইওনিয়া একটি উত্তম ঔষধ, কাজেকাজেই এই রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়, এমন কি নিশ্বাস ফেলিতে গেলেও লাগে। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধও ইহার আর একটি লক্ষণ, ব্যথা সময় সময় এত অধিক হয় যে, তলপেটে হাত দিলেই রোগী বেশী যন্ত্রণা অনুভব করে, এবং নড়িতে চড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে। ব্রাইওনিয়াতে সামান্য জ্বরও উপস্থিত থাকে। আমরা সচরাচর ১২শ ক্রম ব্যবহার করি।

অতিরিক্ত ফুলা এবং কঠিন ভাব থাকিলে, মুখ লালবর্ণ হইলে, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইলে এবং জ্বর থাকিলে এপেনডিক্স্ প্রদাহে মার্কিউরিয়স উপকারী। ৩০শ ডাইলিউসন সচরাচর ব্যবহার করা উচিত।

পচন (Sepsis) উপস্থিত হইবার লক্ষণ দেখিলে আমরা আর্সেনিকম ব্যবহার করি। ক্রমাগত জ্বর হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়া, উদরাময়, অতিরিক্ত জ্বালা ও ছটফট্ করা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। অতিশয় বমনেও কখন কখন আর্সেনিক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর ৩০শ ক্রম ব্যবহার করি। অস্ত্র করার পর আর্নিকা ব্যবহার করা উচিত, কারণ ইহাতে বেদনার লাঘব হয় এবং পচন নিবারিত হয়। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে আজ কাল বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে লোকে নির্ভয়ে এপেনডিক্স্‌টিঃ কাটাইয়া ফেলে।

প্রদাহ বিস্তৃত হইলে এবং শরীরের অন্যান্য অংশ আক্রমণ করিতেছে দেখিলে এবং অতিশয় যন্ত্রণা ও ছট্‌ফটানি থাকিলে রসটকস্ ব্যবহার করা যায়। আমরা ৬ষ্ঠ এবং ১২শ ডাইলিউসন দিয়া থাকি। পাকিয়া অতিশয় পূঁযের সঞ্চার

হইলে হিপার সল্‌ফর এবং যন্ত্রণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে ও ব্যথায় রোগী আড়ষ্ঠ হইয়া থাকিলে ডায়স্‌কোরিয়া ৬ষ্ঠ ক্রম দেওয়া যায়।

এই রোগে ল্যাকেসিস্ আর একটি উত্তম ঔষধ। সমস্ত পেটে টাটানি এবং আহত স্থানে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। এই ব্যথা পশ্চাৎ দিকে ও নিচের দিকে বিস্তৃত হয়, সময় সময় জঙ্ঘা পর্য্যন্ত যায়। রোগী চিৎ হইয়া হাঁটু গুটাইয়া শয়ন করিয়া থাকে। ফুলা অধিক হইলে এবং ঐ স্থান চড়্ চড়্ করিলে প্রশমন্। অধিক টাটানি, বায়ু উদ্গার, বমনোদ্রেক ও বমন এবং উহাতে মলের ন্যায় গন্ধ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

গ্রন্থিবাত।

(ARTHRITIS.)

কলচিকম এলোপেথিক মতে ইহার প্রধান ঔষধ। প্রায় সকল রোগেই ইহা কিঞ্চিন্মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা যদিও কখন কখন ইহা ব্যবহার করি, তথাপি ইহা সকল সময়ে যে ফলপ্রদ হয় না তাহাও বলিতে পারি। রোগীর লক্ষণ বিশেষে ঔষধের প্রয়োগ, অথচ সকল রোগীতেই এক রকম লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, কাজেকাজেই এক ঔষধ সকল রোগীতে ফলপ্রদ হয় না। কলচিকমের প্রধান লক্ষণ লাল অথবা পাণ্ডুবর্ণ ফুলা, অতিশয় টাটানি, নড়িলে চড়িলে বেদনা বৃদ্ধি এবং রোগ একগ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থিতে সরিয়া সরিয়া যাওয়া; সমস্ত শরীরের মাংসপেশীসমূহের শিথিল ভাব এবং উদরস্ফীতও ইহার লক্ষণ। কলচিকম প্রায়ই অঙ্গুলির সন্ধি এবং অন্যান্য ছোট ছোট গ্রন্থি-প্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে অতিরিক্ত কলচিকম ব্যবহারে বাত গ্রন্থি হইতে ক্রমে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। আর্ণিকা কখন কখন এই রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বেদনা এত অধিক হয় যে কেহ কাছে আসিলে রোগী পাছে কোনও রকমে আঘাত লাগে এই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। পায়ের বাতেই ইহা অধিক ব্যবহার হয়, বিশেষতঃ যদি মুচড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা হয়।

লিডম্—বাত এবং অন্যান্য গ্রন্থি সমূহের পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠে এবং চলৎশক্তি রহিত হয়। তাপ দিলে, চাপিয়া ধরিলে এবং নড়িলে চড়িলে রোগের বৃদ্ধি হয়। লিডমে ব্রাইওনিয়ার অনেক লক্ষণ দেখা যায়; কিন্তু ইহাতে রসসঞ্চার তত অধিক হয় না। লিডমের বাথা নিচে হইতে উপরের দিকে যায়। কলচিকমের পর ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। লিডমের রোগীর শরীর শীতল হয়, অর্থাৎ সাধারণ শারীরিক উত্তাপ কম থাকে।

গ্রন্থি বাতের পক্ষে গুয়েকম্ একটি ভাল ঔষধ; ডাক্তার এলেন প্রভৃতি বলেন যে, হাঁটুর ব্যথাতে ইহা আশু ফলপ্রদ হয়। ইহার একটি প্রধান লক্ষণ টানবোধ ও কামড়ানি। রোগীর বোধ হয় যেন পায়ের পিছনের শির টানিয়া ধরিয়াছে, কাজেকাজেই সে চলিতে পারে না।

এমনিয়ম্ ফস্ফরিকম্ এই রোগের আর একটি উত্তম ঔষধ। বাত যত পুরাতন হয়, এই ঔষধের কার্য্যকারিতাও তত অধিক হয়। কেহ কেহ বলেন যে ধাতুস্থ বাতের পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ। অস্থিগ্রন্থিসমূহ ফুলিয়া উঠে, সময়ে সময়ে ইহা এত অধিক হয় যে, হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতি বাঁকিয়া যায়। মূত্রে ইউরেট্স্ (Urates) অধিক হওয়াই ইহার কারণ। বাতজন্য হাড় মোটা হইলে এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম আর একটি ঔষধ, কিন্তু ইহাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস এবং পেটের পীড়া বর্ত্তমান থাকে। বাতের সহিত যদি প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে বেন্জোয়িক্ এসিডে এবং প্রস্রাবের সঙ্গে লাল লাল গুঁড়া নির্গত হইলে লাইকোপোডিয়মে বিশেষ উপকার হয়। ষ্টাফাইসেগ্রিয়া ও এমোনিয়ম ফস্ফরিকমেও এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোডোডেনড্রনেও কখন কখন অস্থি-গ্রন্থির ফুলা দেখা যায়, কিন্তু উহা বাতজনিত নহে/এবং বৃষ্টি বাদ্লায় ও বসিয়া থাকিলে উহার বৃদ্ধি হয়।

হাঁপানি।

(ASTHMA.)

ইপিকাক্ হাঁপানির একটি প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ যদি বুকে চাপ বোধ ও

শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অধিক হয়, তাহা হইলে ইহা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট। অতিরিক্ত বুক সাঁই সাঁই করা, কাশিতে দম্ আট্‌কাইয়া যাওয়া, বমনোদ্রেক ও বমন ইহার প্রধান লক্ষণ। রোগী ক্রমাগত কাশিতে থাকে এবং মনে হয় যেন বুকে শ্লেষ্মা রহিয়াছে, কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না এবং অনেক সময়ে কাশিতে কাশিতে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় ও ক্রমাগত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। আমরা সচরাচর এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ও ৩০শ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

লোবিলিয়াতে অনেক সময়ে ইপিকাকের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বুকের উপর চাপ বোধ, ভিতরে যেন খালি হইয়া গিয়াছে, রোগী এইরূপ মনে করে; কখন কখনও বা বুকের নিচের দিকে যেন একটি ডেলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব করে। সমস্ত শরীরে ছুঁচ বেঁধার ন্যায় বোধ, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ ও বমনোদ্রেক ইহার লক্ষণ। ভয়ঙ্কর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং নড়িলে চড়িলে উহা কিয়ৎ পরিমাণে কম পড়ে। এইরূপ নিশ্বাসের কষ্ট আর্সে-নিকে ও ইপিকাকেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আর্সেনিকের যন্ত্রণা প্রায়ই রাত্রি ১২টা বা ১ টার সময় অধিক হয় এবং ইপিকাকের যন্ত্রণা বমন হইলেই কম পড়ে। আর্সেনিকের আরও গুটিকতক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যেমন অতিরিক্ত গাত্রদাহ, রোগী শুইতে অক্ষম, ভয়ঙ্কর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা। এপিসেও কখন কখন ভয়ঙ্কর নিশ্বাসের কষ্ট দেখা যায়, এমন কি রোগীর মনে হয় যে আর যেন সে নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে না। অতিশয় জোরে টানিয়া নিশ্বাস ফেলা অথচ যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া টানিয়া লইতে না পারা, গ্রিণ্ডেলিয়ার লক্ষণ। আমরা শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানিতে উপরোক্ত লক্ষণে গ্রিণ্ডেলিয়া ব্যবহার করিয়াছি। সচরাচর ইপিকাকের পর আর্সেনিক সেবনে দুর্ব্বল ও রক্তহীন লোকের বিশেষ উপকার হয়।

আহারের অনিয়ম হইতে যদি হাঁপানি উপস্থিত হয়, তবে নক্সভমিকা দেওয়া যায়। ইহাতে রোগীর অতিশয় যন্ত্রণা হয়, নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া হাঁস ফাঁস করিতে থাকে এবং গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতে চায়। অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগের এবং খিট্‌খিটে মেজাজের লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। পেটের পীড়া সংযুক্ত হাঁপানির পক্ষে জিন্‌জিবার আর একটি ভাল ঔষধ। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি, শুইয়া থাকিতে না পারা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

অতিরিক্ত পেট ফাঁপা থাকিলে লাইকোপোডিয়ম এবং তৎসহ অধিক শ্বাস কষ্ট থাকিলে কার্ব্বভেজেটিবিলিস উপকারী। বয়ঃপ্রাপ্ত ও দুর্ব্বল লোকদিগের পক্ষে কার্ব্বভেজ বিশেষ ফলপ্রদ। ঢেকুর উঠিলে আরাম বোধ ইহার আর একটি লক্ষণ।

শেষ রাত্রে রোগের বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে উঠিয়া বসিতে হইলে কেলি-বাইক্রমিকম্ প্রযোজ্য। রোগী উঠিয়া সম্মুখের দিকে হেলিয়া বসিতে বাধ্য হয় ও তাহার মুখ হইতে চট্‌চটে, হড়হড়ানি লালা নির্গত হয় এবং তাহাতে কিয়ৎ-পরিমাণে রোগী আরাম বোধ করে। রাত্রি তিন চারিটার সময় রোগের বৃদ্ধি হওয়া, কেলিকার্ব্বের একটি লক্ষণ, কিন্তু ইহাতে রোগীর মনে হয় যেন বুকে কিছু মাত্র হাওয়া নাই। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে হাঁপানি হইলে কেলিফস্-ফরিকম্ ব্যবহার করা যায়।

নেট্রম সলফিউরিকম্ হাঁপানির পীড়ায় একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া খ্যাত। ইহার সকল লক্ষণই বৃষ্টি হইলে অধিক হয়। ডাক্তার গ্রাউভগল বলেন যে রসস্থ ধাতুর পক্ষে ইহা অতি উত্তম। ইহার প্রধান লক্ষণ অতিশয় টানের সহিত বুক ঘড় ঘড় করা। হাঁপানির টান কম পড়িয়া আসিলে পর রোগীর দু এক দিন অতিরিক্ত পাতলা দাস্ত হয়। ভোরবেলা অর্থাৎ চারি পাঁচটার সময় রোগী কাশিতে আরম্ভ করে, একটু একটু সর্দ্দি নির্গত হয় এবং ইহাতে ক্রমে হাঁপানি আরম্ভ হয়। এইরূপ হাঁপানির সহিত যদি অতিরিক্ত সর্দ্দি হয় ও হাঁচি হইতে থাকে, তবে সেবাডিলা প্রয়োগ করা উচিত। যদি হাঁপানির সময় রোগী বসিয়া হাত দিয়া বক্ষঃস্থল ধরিয়া থাকে, তবে নেট্রম সল্‌ফ তাহার ঔষধ।

এন্‌টিমোনিয়ম্ টার্টারিকম হাঁপানির আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে বুক ঘড় ঘড় করে এবং মনে হয় যেন সর্দ্দিতে ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না। ইহাতে অতিশয় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দৃষ্ট হয়। রাত্রি তিনটার সময় ইহা এত অধিক হয় যে, রোগী উঠিয়া বসিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, অনেক সময় এরূপ বোধ হয় যেন নিশ্বাস আর নির্গত হইবে না। অতিশয় বৃদ্ধ এবং ছোট ছোট শিশুদের ফুসফুসের পীড়ায় এই ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হয়। আমরা সচরাচর ১২শ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমাদের বন্ধু ডাক্তার ডি, এন্, রায় ব্লাটাও রিয়েনটালিস্ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন এবং আমরাও সময়ে সময়ে এই ঔষধ ব্যবহারে ফললাভ করিয়াছি।

পৃষ্ঠ বেদনা।

(BACKACHE.)

অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে, কোন কারণে অধিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে, অতিশয় ধাতু দৌর্ব্বল্য হইলে অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ উপস্থিত হয়। ইহা মারাত্মক না হইলেও অতিশয় কষ্টদায়ক বটে। ছোট ছোট বালক বালিকারা অনেক সময়ে এই রোগে ভুগিয়া থাকে।

রস্‌টক্স ইহার একটি প্রধান ঔষধ। ইহাতে বেদনা এত অধিক হয় যে মনে হয় যেন পৃষ্ঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নড়িলে চড়িলে রসটক্সের রোগী কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করে, কিন্তু প্রথমে নড়িলে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। রোগ যত পুরাতন হয়, এই ঔষধের কার্য্যকারিতাও তত অধিক হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় একোনাইট ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। ডাক্তার বেয়ার বলেন যে, রস্‌টক্‌স্ বা আর্ণিকা অপেক্ষা এনটিমোনিয়ম টার্টারিকম অধিক ফলপ্রদ।

কঠিন দ্রব্যের উপর শয়ন করিলে বেদনার লাঘব হওয়া নেট্রম মিউর এবং রসটক্‌সের লক্ষণ। পৃষ্ঠের নিচের দিকের বেদনায় সল্‌ফর; ইহার আরও একটি লক্ষণ হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হওয়া। ঝড় বাদলায় রোগের বৃদ্ধি হইলে রোডোডেনড্রন ব্যবহার করা উচিত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় বেদনা অনুভব করিলে পেট্রোলিয়ম এবং রুটা। বেদনায় অস্থির হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে বাধ্য হইলে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া দেওয়া উচিত। কখন কখন এই লক্ষণ কেলিকার্ব্বেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনা ছুঁচ বেঁধার ন্যায় বোধ হয় এবং শেষ রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি হয়। অধিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া যদি পিঠ টাটাইয়া উঠে, তবে লিডম্ দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অথবা ক্রমাগত সিঁড়িতে উঠা নামা করিয়া যদি

বেদনা হয়, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে হাইপারিকম্ উপকারী। পৃষ্ঠ বেদনায় ব্রাইওনিয়াও একটি উত্তম ঔষধ, কিন্তু ইহাতে নড়িলে চড়িলে রোগের ভয়ানক বৃদ্ধি হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে পৃষ্ঠ বেদনা উপস্থিত হইলে এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে বেদনা স্থিত হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা বিশেষ উপকারী। আঘাত জনিত বেদনায় রসটক্স্ ব্যবহারে উপকার না হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী হয়। ইহাতে ক্যাল্কেরিয়ার অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ সমূহও দেখা যায়। বেদনা অধিক দিন স্থায়ী হইলে এবং ক্রমে পক্ষাঘাতের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইলে কেলি ফস্ফরিকম্ দেওয়া যায়। বসিয়া থাকিলে, বেদনা অধিক হইলে জিন্কম্, সিপিয়া, ক্যাঁনাবিস ইণ্ডিকা ও কোব্যালটম ব্যবহৃত হয়। নড়িলে প্রথম অধিক বেদনা বোধ হইলে এনাকার্ডিয়ম্, কোনায়ম্ এবং রসটক্স ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠ বেদনায় নক্সভমিকা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হইতে বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রাত্রিকালে উহার বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা হেতু পৃষ্ঠ বেদনা হইলেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ফসফরস্—ডানার মধ্যস্থলে জ্বালাবৎ বেদনা এবং পিঠের নিচে টাটানি ও কন্কনানি ব্যথা। কোমরে হঠাৎ কন্কনানি ব্যথা হইলে সিকেলি দেওয়া হয়। পিঠের ডানাদ্বয়ের মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক জ্বালা, যেন জলন্ত কয়লা রহিয়াছে এরূপ বোধ হইলে লাইকোপডিয়ম দিতে হয়। পিঠের ব্যথা যদি নড়িলে চড়িলে কম পড়ে ও রোগী বসিয়া থাকিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অক্জেলিক এসিডে উপকার দর্শে। রোগের বিষয় ভাবিলে এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলেও এ ঔষধ দেওয়া যায়। জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়ায় পৃষ্ঠ বেদনা হইলে সিপিয়া ব্যবহার করা উচিত। দুর্ব্বলতা, বেদনা চলিয়া বেড়াইলে অথবা বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হয় এবং কোন কঠিন দ্রব্যে চাপিয়া ঠেস দিয়া থাকিলে আরাম বোধ হয়। গর্ভাবস্থায় বেদনা হইলে, বিশেষতঃ যদি ইহা চলিলে, ফিরিলে বা নিচু হইলে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে এস্কিউলস্ দেওয়া যায়। বেদনা বাতজনিত বা ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়াসংযুক্ত হইলে সিমিসিফিউগা প্রয়োগে বিশেষ ফল হয়।

অস্থি সম্বন্ধীয় পীড়া।

DISEASES OF BONES.

মাথার অস্থি সমূহের ক্ষয় হইলে এবং ক্ষত অতিরিক্ত পারদ ব্যবহার জন্য হইলে অরম দেওয়া যায়। ক্ষত স্থান অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং ক্ষত হইতে ছোট ছোট হাড়ের কুচা নির্গত হওয়া ইহার লক্ষণ। আঙ্গুলহাড়া হইয়া যদি ক্রমে হাড়গুলি পচিয়া যাইতে থাকে তবে প্লাটিনা প্রযোজ্য। অস্থির আবরণ ঝিল্লির প্রদাহে পূঁয হইবার পূর্ব্বে যখন রাত্রিতে যন্ত্রণা অধিক হয় এবং হাতের উপর ছোট ছোট গুটিকা Nodes দেখা যায় তখন মিজিরিয়ম দেওয়া যায়। হাড়ের ক্ষত হইয়া ক্রমাগত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গত হইলে এবং ক্ষত স্থান অতিশয় বেদনাযুক্ত হইলে এসাফেটিডা ফলপ্রদ।

শরীরের লম্বা লম্বা অস্থি সমূহে ক্ষত হইলে এবং উহার সহিত উদরাময় থাকিলে ষ্ট্রনৃসিয়ানা কার্ব্ব দেওয়া যায়।

উপদংশ রোগ জন্য অস্থি আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ হইলে এবং রাত্রিতে ও বাদ্‌লা বৃষ্টিতে রোগের বৃদ্ধি হইলে ষ্টিলিঞ্জিয়া দেওয়া উচিত। অস্থির বৃদ্ধি হইলে এবং হাড়ের উপর আব হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকায় বিশেষ উপকার হয়। হাড় অধিক বাড়িয়া যদি নরম হইয়া পড়ে তবে হেক্লা লাভা প্রয়োগ করা উচিত। অস্থি সমূহের প্রদাহে অধিক যন্ত্রণা ও ফুলা থাকিলে মার্কিউরিয়স প্রয়োগে উপকার দর্শে।

ক্ষত পারা ঘটিত হইলে এবং অধিক বেদনা থাকিলে নাইট্রিক এসিড ব্যবহারে উপকার হয় এবং পারা ঘটিত না হইলে বিশেষতঃ মুখের এবং বুকের অস্থি সমূহের ক্ষয় হইলে ফসফরস দেওয়া যায়। মজ্জার পীড়ায় সাইলিসিয়ায় উপকার না দর্শিলে এবং পূঁয মজ্জায় অধিক জ্বালা থাকিলে ফসফরস উপকারী।

অতি শৈশবাবস্থা হইতে অস্থি সমূহ বক্র ভাবাপন্ন হইলে সাইলিসিয়া উপযোগী। কখন কখন অতিরিক্ত ঘর্ম্ম এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। পীড়া যত পুরাতন হয় তাহার উপশম হইতেও তত অধিক সময় লাগে, আর সাইলিসিয়াও প্রায় অধিক সময় পুরাতন পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই নিমিত্ত ইহার ক্রিয়াও বিলম্বে দৃষ্ট হয়। আমরা

সচরাচর সাইলিসিয়ার ৩০শ ব্যবহার করিয়া থাকি। ডাক্তার বেয়ার বলেন যে পৃষ্ঠ মজ্জার ধ্বংস হইলে এবং অস্থি সমূহ বাঁকিয়া যাইতে থাকিলে ক্যালকেরিয়া ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। অংঘার পীড়ায় অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে ফসফরিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে অস্থি সমূহ যেন ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পোকা খাওয়া দাঁতের পক্ষে ফ্লোরিক এসিড, দীর্ঘ অস্থি সমূহের প্রদাহে এবং উহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, পুঁয জালা যুক্ত ও ক্ষয়কারী হইলে এবং ক্ষত স্থানে শীতল জল ব্যবহারে আরাম বোধ হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। উপদংশজনিত এবং পারা ঘটিত ক্ষত সমূহের পক্ষে ইহার কার্য্যকারিতা অসীম।

শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া জোড়া লাগিতে বিলম্ব হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্‌ফরিকা ব্যবহারে শীঘ্র শীঘ্র হাড় জোড়া লাগিয়া যায়। আমরা সচরাচর ষষ্ঠ ডাইলিউশন ব্যবহার করিয়া থাকি।

ডাক্তার শাল্‌জর বলেন যে হাড়ে অধিক বেদনা থাকিলে এবং ক্রমাগত হাত বুলাইতে ইচ্ছা হইলে সিমফাইটম্‌ দেওয়া যায়। কোমলাস্থি শিশুদিগের পরিপাক শক্তি হ্রাস হইলে অথচ অধিক পরিমাণে খাইতে চাহিলে সলফর প্রয়োগ করা উচিত।

মস্তিষ্কের পীড়া।

(AFFECTION OF BRAIN)

মস্তিষ্কের তরুণ প্রদাহে বিশেষতঃ উহা রৌদ্রে বেড়াইয়া অথবা কোন বিশেষ মানসিক উদ্বেগ বশতঃ হইলে একোনাইট তাহার প্রধান ঔষধ। প্রদাহের প্রথম অবস্থায় নাড়ীর গতি দ্রুত হইলে এবং অস্থিরতা, পিপাসা ও ভুল বকা প্রভৃতি অধিক হইলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। অধিক শব্দ হইলে ও বেশী আলোকে থাকিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। সময়ে সময়ে রোগীর চেহারা অতি ভয়ঙ্কর হয়, মনে হয় যেন চক্ষু দুইটী ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইলে, মাথা গরম ও হস্তপদ শীতল হইলে, গলদেশের ধমনী দপ্‌ দপ্‌ করিলে এবং ভয়ঙ্কর মাথা ধরা থাকিলে বেলেডনা দেওয়া যায়।

ছুঁচ বিঁধার ন্যায় বেদনা ও বমনেচ্ছা থাকিলে এবং ছোট ছোট শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। বেলেডনার ব্যথা হঠাৎ আরম্ভ হয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকে, আবার সহসা সারিয়া যায়, কিন্তু রোগী বিছানায় মাথা গুঁজিয়া দিতে থাকে, ক্রমাগত কাঁপে এবং ফিট্ হয়। কখন কখনও বিহ্বল ভাবও দেখিতে পাওয়া যায় এবং নিদ্রিত থাকিলে তাহাকে জাগান কঠিন হইয়া পড়ে, এবং উঠিলে ক্রমাগত চীৎকার করিতে থাকে ও ভয়ানক ভুল বকে।

এই সমস্ত লক্ষণ কখন কখন গ্লনয়নেও দেখা যায়, হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠিলে এবং মস্তিষ্কে রক্ত বেশী হইলেও ইহা কার্য্যকারী হয়, মাথা খুলিয়া রাখিলে এবং টিপিলে আরাম বোধ হয়। অধিক রৌদ্র লাগিয়া পীড়া হইলে ইহা দেওয়া যায়।

মাথার ভিতর ঢেউ খেলার মত ভাব থাকিলে এবং রক্তাধিক্য হইলে হাইওসায়েমস্ এবং অধিক পরিশ্রম করিয়া মস্তিষ্কে অসাড় ভাব বেশী হইলে কেলিব্রোমেটম উপযোগী।

মস্তিষ্কের অতিশয় প্রদাহ হইলে এবং ভয়ানক ভুল বকা থাকিলে ও মৃদু মৃদু আক্ষেপ হইতে থাকিলে ষ্ট্র্যামোনিয়াম প্রযোজ্য।

মৃগী রোগে বিকার ভাব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

শরীরে অধিক রক্তাধিক্য হইলে এবং জ্বর অধিক থাকিলে ভেরেট্রেম রিভিডি দেওয়া উচিত, নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত হইলে এবং আক্ষেপের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। মস্তিষ্কে রক্ত হীনতা দৃষ্ট হইলে ফেরম মেটালিকম একটি উত্তম ঔষধ।

রোগীর সহজেই মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলেও মুখ লাল বর্ণ হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহারে অথবা বহুকাল ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হইলে আর্সেনিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা অনেক সময়ে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছি।

কোনও কারণে শরীরে অধিক রক্ত ক্ষয় হইলে চায়না ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

মদ্যপান বা অন্যান্য অত্যাচার হইতে কিম্বা অধিক পরিশ্রম করিয়া মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হইলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়। দপ্ দপানি মাথা ধরা,

কোষ্ঠ বদ্ধ অথবা অধিক পেটের পীড়া ও মাথা ঘোরা থাকিলে এবং হাত পা কাঁপিলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। অনিদ্রা এবং স্মরণ শক্তির হ্রাসও কখন কখন এই ঔষধের লক্ষণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্মরণ শক্তির হ্রাসই যদি প্রধান লক্ষণ হয় তবে এনাকার্ডিয়ম প্রয়োগ বিধেয়। আমরা সচরাচর ইহার ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন ব্যবহার করি।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া যদি মাথা ভার হয় এবং উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে তবে ফস্‌ফরস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার ৩০শ ডাইলিউশনই দেওয়া উচিত। শরীর শীতল হইয়া যদি অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় তাহা হইলেও ফস্‌ফরসে বিশেষ উপকার হয়। যদি মস্তিষ্কের ক্ষয় উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত মাথা ধরা এবং শরীরের অসাড় ভাব উপস্থিত হয় তবে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

অকালে স্মরণ শক্তির হ্রাস হইলে এবং বৃদ্ধদের বুদ্ধি লোপ পাইলে বেরাইটা কার্ব দেওয়া হয়। ৬ষ্ঠ এবং ৩০শ ক্রম ব্যবহার্য্য। কখন কখন মস্তিষ্কের মধ্যে আব পর্য্যন্ত হইয়া পরে এই ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

পুরাতন রোগীর পক্ষে বিশেষতঃ মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা উপস্থিত হইলে জিনকম্ মেটালিকম উপযোগী। গ্রীষ্মকালে সংক্রামক জ্বর হইতে যদি মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হয়, অথবা পক্ষাঘাতের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জিনকম্ বিশেষ ফলপ্রদ। বার্দ্ধক্যে মস্তিষ্কের পীড়ায় রস্‌টকস দেওয়া হয়, মাথা নাড়িলে মাথার ভিতর জল নড়িলে যেরূপ ভাব হয় ইহাতে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে কখন কখন পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

শ্বাসনালীপ্রদাহ।

(BRONCHITIS).

সচরাচর সর্দ্দি কাশি হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা অতিরিক্ত ধুলা যুক্ত স্থানে থাকিয়া ক্রমাগত কাশিয়া কাশিয়া শ্বাসনালী

প্রদাহিত হয় এবং কাশির সহিত সর্দ্দিও নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার সহিত জ্বরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুই প্রকার, যথা তরুণ ও পুরাতন; পুরাতন প্রদাহ হইতে কখনঃ কখন আবার হাঁপানী পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।

যেমন সকল প্রদাহে তেমনি ইহাতেও একোনাইটই আমাদের প্রথম ঔষধ, হঠাৎ গা ঘামিতে ঘামিতে ঠাণ্ডায় গিয়া বসিলে অথবা কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগাইয়া সর্দ্দি কাশী মাথা ধরা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে একোনাইট দেওয়া যায়। কিন্তু প্রদাহ একবার রীতিমত স্থাপিত হইলে এবং জ্বর হইয়া কষ্ট অধিক হইলে এবং যদি ক্রমে নিদ্রালুতা উপস্থিত হয় তবে জেল্‌সিমিনম ব্যবহার্য্য। ডাক্তার পোপ বলেন যদি সর্দ্দির প্রথমেই দুই এক ডোজ একোনাইট দেওয়া হয় তবে, আর উহা শ্বাসনালীর প্রদাহরূপে পরিণত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে একোনাইট এবং জেল্‌সিমিয়মের সমকক্ষ ঔষধ ফেরম ফসফরিকম্। খুসখুসে কাশী আসিলে এবং বুকে বেদনা ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

জ্বর অধিক হইলে এবং রোগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া পড়িলে ভেরেট্রম ভিরিডি দেওয়া বিধেয়।

জ্বর অধিক হইলে, মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইলে এবং অনবরত কাশী থাকিলে বেলেডনা। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইলে, কাশি শুষ্ক ও রক্তমিশ্রিত হইলে এবং প্রত্যেকবার কাশিয়া পরে শিশু কাঁদিয়া উঠিলে ইহা দেওয়া যায়। ফলতঃ শিশুদিগের পক্ষে বেলেডনা একটি আশ্চর্য্য ঔষধ এবং হঠাৎ ইহা পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।

যদিও কাশী হইলেই অনেকে ব্রাইওনিয়াঃ দিয়া থাকেন তথাপি প্রকৃত শ্বাসনালী প্রদাহে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। যখন কাশিতে কাশিতে রোগী শরীরের অন্যান্য ভাগে, যথা মাথা, বুক প্রভৃতি স্থানে বেদনা বোধ করে এবং কাশিতে গেলেই বুক চাপিয়া ধরে, যেখানে বুকে ভার বোধ হয় সেইখানেই ইহা দেওয়া যায়। আহারের পর কাশী বৃদ্ধি হয় এবং অনেকক্ষণ কাশিলেও কিছু নির্গত হয় না।

তাহার পর যদি সর্দ্দি নরম হইয়া আইসে এবং অধিক নির্গত হয় ও পুঁজের

স্রাব দেখায় তবে পল্‌সেটিলা ব্যবহার্য্য। উহার সহিত আবার বমনেচ্ছা ও বমন থাকিলে ইপিকাক দেওয়া যায়। শুষ্ক শ্বাসনালী সমূহ আক্রান্ত হইলে এবং কাশী হুপ সংযুক্ত হইলে চেলিডোনিয়াম উপযোগী। কিছু দিনের পুরাতন কাশীর পক্ষে বিশেষতঃ যেখানে রোগী দেখিতে রোগা এবং বমন অপেক্ষাকৃত অধিক বাড়িতে থাকে সেই স্থলে এবং যাহাদের ক্ষয়কাশ হইবার সম্ভাবনা হয়, এইরূপ লোকদিগের জন্য ফস্‌ফরস বিশেষ উপকারী।

ফস্‌ফরসের আরও কয়েকটি লক্ষণ এই, বুকে ও হাতের নিচে বেদনা, বুকের উপর দিকে হাঁপ ধরা শ্বাস কষ্ট, কাশিতে গলায় বেদনা, বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, রক্তযুক্ত কাশী এবং তাহাতে লবণের ন্যায় আস্বাদ। এই ঔষধের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, নিদ্রার পর রোগী ভাল বোধ করে। (নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি ল্যাকেসিস্)। অনেক সময়ে রোগ ক্রমে বাড়িয়া নিউমোনিয়ার আকার ধারণ করে। গলা খুস খুস করিলে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিলে যদি ক্রমাগত কাশী হয় তবে রিউমেক্‌স্ দেওয়া যায়। আর আহারের পর কাশী অধিক হইলে ফস্‌ফরস্ এবং ঘরের ভিতর গরম হাওয়ায় কাশী অধিক হইলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করা যায়। গয়ের তরল হইলে, গলা ঘড় ঘড় করিলে এবং ক্রমাগত কাশিয়া রোগীর নিশ্বাস বন্ধের মত হইলে হিপার সলফর। পলসেটিলায়ও কখন কখন এরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু হিপারে পলসেটিলার মত কাশীর ধাতু নহে।

ক্ষুদ্রতম শ্বাসনলী প্রদাহে (Capillary bronchitis) অতিশয় নিশ্বাস কষ্ট থাকিলে এবং দম আটকাইয়া গেলেও স্থঁচ বিদ্ধবৎ বেদনা থাকিলে কেলিকার্ব্ব দেওয়া যায়।

শ্বাসনালীর তরুণ প্রদাহে সচরাচর মার্কিউরিয়স্ ব্যবহৃত হয়। গলা হইতে বুকের মধ্য পর্য্যন্ত শুষ্ক বোধ ও বেদনা, পূর্ব্বকার দুর্ব্বলকারী কাশী এবং জলবৎ, লালাযুক্ত অথবা পুঁযের মত গয়ের। ইহার সঙ্গে জ্বর, শীত করা, শীতল দ্রব্যে স্পৃহা ও চট্‌চটে ঘর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে। গয়ের যদি চট্‌চটে হয় অর্থাৎ সহজে মুখ হইতে নির্গত না হয় তাহা হইলে আমরা কেলিবাইক্রমিকম দিয়া থাকি। ডাক্তার হিউজ বলেন যে পীড়া পুরাতন হইলে ইহার কার্য্যকারীতা অধিক দৃষ্ট হয়। গয়ের যদি সবুজবর্ণ, ও

কাশি প্রাতঃকালে বিশেষ কষ্টদায়ক হয়, এবং বুকে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

রোগের একেবারে আরম্ভ অথবা বর্দ্ধিতাবস্থা এই দুই অবস্থাতেই এণ্টিমোনিয়ম বিশেষ উপকারী। কেপিলারি ব্রঙ্কাইটিসের প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধদিগের এবং নিতান্ত শিশুদিগের জন্য আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকি। বুক ঘড় ঘড় করিতে থাকে এবং মনে হয় যেন বুকে অনেক শ্লেষ্মা জমিয়াছে কিন্তু কাশিলে কিছুই উঠে না। ছোট ছোট শিশুদিগের পীড়ার চরমাবস্থায় যখন আর কাশিবার শক্তি থাকে না, বুক ঘড় ঘড় করিতে থাকে এবং ক্রমেই তাহারা অবসন্ন হইয়া আইসে এবং নিশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে, তখন আমরা ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকি। লোকে যাহাকে বলে বুকে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতেছে সেই অবস্থাতেই এণ্টিমোনিয়ম দেওয়া হইয়া থাকে। এণ্টিমো-নিয়মের পরেই ওপিয়ম ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাকও এই রোগের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া ঘড় ঘড় করিতে থাকে, এবং ক্রমাগত কাশি হয় অথচ কিছুই উঠে না ও এণ্টিমোনিয়মের মত দুর্ব্বলতা তত অধিক হয় না এবং ক্রমাগত বমনেচ্ছা ও বমন বর্ত্তমান থাকে তখন ইপিকাকের কার্য্যকারিতা অধিক হয়। যদি অধিক কাশি হয় ও বুক ঘড় ঘড় করে অথচ কিছুই উঠে না তাহা হইলে আমরা বেরাইটা কার্ব্ব দিয়া থাকি। এরূপস্থলে কখন কখন এমোনিয়ম কষ্টিকমও ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার গুড্‌নো বলেন, এ অবস্থায় এমোনিয়ম আইওডেটম ব্যবহার করিলে ফল দর্শে।

আমার পরলোকগত মাতুল ডাক্তার অঘোরচন্দ্র ভাহুড়ী বলিতেন যে, কেপিলারী ব্রঙ্কাইটিসে এণ্টিমোনিয়ম আর্সেনিকোসম একটি অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। পুরাতন শ্বাসনালী প্রদাহে সল্‌ফরের ক্রিয়া অতীব উত্তম। ক্রমাগত ঘন এবং পুঁযের ন্যায় সর্দ্দি উঠিতে থাকিলে এবং শ্বাসকষ্ট থাকিলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হয়। কেহ কেহ বলেন এই রোগের এই অবস্থাতে পিক্স লিকুইডা এবং বলসম্ পেরু ব্যবহৃত হয়।

বহুকালস্থায়ী পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে যে ক্ষয়কাশের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, তাহাতে আমার পিতা ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ধ...পলাইনম ব্যবহারে অনেকবার আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধদিগের পীড়ার পুরাতন অবস্থাতে কার্ব্বভেজিটেবেলিস বিশেষ উপকারী। দুর্গন্ধযুক্ত কাশি, বুক ঘড় ঘড় করা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এবং বুকে জ্বালা করা ইহার প্রধান লক্ষণ। গয়ের না উঠিলে এবং গলায় লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হইলে সেনেগা প্রয়োগ করা যায়। ঘুমের পর কাশি অধিক হইলে ল্যাকেসিস্ এবং কাশিয়া কাশিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও ভয়ঙ্কর শ্বাস কষ্ট থাকিলে আর্সেনিক। কাশি দুরারোগ্য হইলে, বুকে সূঁচ বিধার ন্যায় বেদনা থাকিলে এবং সাদা ও স্বচ্ছ গয়ের উঠিলে সিনা দেওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় নক্সভমিকা, রস্‌টক্‌স ও ভেরেট্রম এলবমও দেওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের বৃদ্ধি হইলে এবং সবুজ রঙ্গের গয়ের উঠিলে ডল্‌কামারা ফলপ্রদ।

পৃষ্ঠব্রণ।

(CARBUNCLE.)

রক্ত দূষিত হইয়া শরীরের নানা স্থানে স্ফোটকের মত এক প্রকার ব্রণ উপস্থিত হয়, ইহাকে আমরা কারবঙ্কল বলিয়া থাকি। এই স্ফোটক অনেক স্থান ব্যাপিয়া হয়, এবং অনেকগুলি মুখ থাকে ও ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক। রোগীর বয়স অধিক হইলে এবং তৎসহ বহুমূত্র বা ডায়বিটিস প্রভৃতি প্রস্রাবের পীড়া থাকিলে রোগ প্রায় জীবন নষ্ট করে। এই রোগে হোমিওপেথিক ঔষধের ক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্য। এলোপ্যাথিক মতে কাটিয়া ফেলা ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। গত বৎসর আমরা ঔষধের দ্বারায় অনেকগুলি রোগী ভাল করিয়াছি। একটি রোগীর পৃষ্ঠদেশ প্রায় সমস্ত পচিয়া গিয়াছিল, এমন কি দুই তিন দিন তাঁহার জীবনের আশা আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা একমাস কাল তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া দেশে গিয়াছেন।

আর্সেনিকম ইহার একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। অতিশয় জ্বালাই ইহার প্রধান লক্ষণ। রোগীর মনে হয় যেন শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। কখন কখন দপ্‌দপানি, কটকটানি প্রভৃতিও দৃষ্ট হয় ও উহার সহিত অতিরিক্ত

শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ উপস্থিত হয়। রাত্রি ১২টা বা ১ টার পর রোগের বৃদ্ধি হওয়া ইহার আরও একটি লক্ষণ।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় রস্‌টক্‌সের ক্রিয়া অধিক। যে স্থলে বেদনা এবং টাটানী থাকে এবং আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণের হয়, তথায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

যে সকল স্থানে আর্সেনিক প্রয়োগ করাতেও জ্বালা না যায় সেরূপ স্থলে আমরা আজ কাল এন্থ্রাসিন ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। অধিক ফুলা থাকিলে এবং পূঁজ বিলম্বে হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়। স্ফোটক ফাটিবার কালে লাল বর্ণ হইয়া আইসে এবং দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে রক্ত দূষিত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ হইবে। ল্যাকেসিস ও নাইট্রিক এসিড দিলে উহা নিবারিত হয়। ডাক্তার গ্রাউভগল বলেন এরূপ স্থলে আর্নিকা দেওয়া উচিত।

কলেরা বা ওলাউঠা।

CHOLERA.

এই রোগ অনেক দিন হইল এদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে এত লিখিত হইয়াছে যে ইহার বিষয় সবিশেষ এস্থলে না লিখিলেও চলিত। এই পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখিয়াই জনসাধারণ আজ কাল সকল পীড়াতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কার্য্যকারী হইতে পারে ইহা বুঝিয়াছেন। ভেদ ও বমন এই রোগের প্রধান লক্ষণ, ইহার সহিত হাত পায়ে খিল ধরা, অতিশয় ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী ভয়ঙ্কর পীড়া এবং অনেক সময় প্রাণনাশক হয়।

ভেরেট্রম্ এল্‌বম কলেরার প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; ভেদ ও বমন আরম্ভ হইলেই এই ঔষধ দেওয়া যায়। জলের মত মল, শরীর নীলবর্ণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা ইহার লক্ষণ; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট বেদনা, অধিক পরিমাণে জলবৎ মল বেগে বাহির হওয়া, মলত্যাগের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা, শরীরের ভিতর অতিশয় জ্বালা, শীতল ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণে এবং সমস্ত শরীর

ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও এই ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পেটের মধ্যে কাটিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ভেরেট্রমের একটি বিশেষ লক্ষণ। ছোট ছোট শিশুদিগের ভেদ বমনে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

কলেরার সহিত চট্‌চটে অণ্ড-লালার ন্যায় বমন, চাল ধোয়া জলের ন্যায় মল, হাত পায়ে খিল ধরা এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে জেট্রোফা ব্যবহার করা উচিত।

ক্যাম্‌ফর বা কর্পূরের আরক আমরা কলেরার প্রারম্ভে দিয়া থাকি; ভেদ বমনের পূর্ব্বেই রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন কলেরা বিষে ইহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। শরীরের শীতলতা, শুষ্কতা এবং নীলবর্ণই এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান বলিতেন যে কলেরা আরম্ভ হইলেই যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তবে আর কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা যখন রোগী দেখিতে যাই তখন প্রায়ই সে অবস্থা অতিবাহিত হইয়া যায়। ক্যাম্‌ফরে ভেদ বমন অধিক হয় না, এবং সেক তাপ দিলে রোগী আরাম বোধ করে।

হঠাৎ ভেদ বমন বন্ধ হইয়া যদি রোগী হিমাঙ্গ হইয়া যায় তবে হাইড্রো-সায়ানিক এসিড্ বিধেয়। আবার ওলাউঠার শেষ অবস্থায় যদি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর কঠিন হইয়া উঠে তাহা হইলেও ইহা দেওয়া যায়। সলফরে কলেরার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা সচরাচর প্রতিক্রিয়া স্থাপিত হইতে বিলম্ব হইলে এই ঔষধ দিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন যে যখন ওলাউঠা চারিদিকে হইতে থাকে, সে সময় মোজার মধ্যে গন্ধকের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক্রমাগত খিলধরা ও ভয়ঙ্কর আক্ষেপ হইলে কুপ্রম দেওয়া যায়। শরীর শীতল, মুখ শুষ্ক, অতিশয় জল পিপাসা, চর্ম্ম নীলবর্ণ, পায়ের গোছে খিল ধরা, পেট কসিয়া ধরা ও ক্রমাগত বমনোদ্রেক ইত্যাদি অবস্থা দৃষ্ট হয়। বমন ও ভেদ আরম্ভ হইবার পর সমস্তই অনিয়মিতরূপ হইতে থাকে। ক্রমে বক্ষঃস্থলে পর্য্যন্ত খিলধরা আরম্ভ হয়। আমরা এই শেষোক্ত লক্ষণকে বড় ভয় করি, কারণ এই প্রকারে ক্রমে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কখন কখন খিলধরা এত অধিক হয় যে হাত পায়ের সন্ধিস্থল

পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। কুপ্রম মেটালিকম ভিন্ন আরও দুইটি ঔষধ আছে, যথা কুপ্রম আর্সেনিকম্ ও কুপ্রম এসেটিকম্। পরলোকগত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী কুপ্রম আর্সেনিকম্ ব্যবহারে অনেকগুলি রোগীকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতিরিক্ত পরিমাণে আর্সেনিক ব্যবহার করিলে অনেক সময় ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হয়। ভয়ানক ভেদ বমি, ময়লা হরিদ্রাবর্ণের মল, অতিশয় জল পিপাসা, হস্তপদ শীতল এবং অতিশয় আভ্যন্তরিক জ্বালা আর্সেনিকের প্রধান লক্ষণ। ইহাতে ভেরেট্রম অপেক্ষা ঘর্ম্ম অল্প হয় কিন্তু অস্থিরতা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আর ভেরেট্রম অপেক্ষা ভেদের পরিমাণও অল্প হয়। ছোট ছোট শিশুরা যদি এই পীড়ায় অতি শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তবে আর্সেনিকে বিশেষ ফল হয়; আহারের সময় মলত্যাগের ইচ্ছা ইহার আর একটি লক্ষণ। ফলতঃ আমরা আর্সেনিক ব্যবহারে অনেক সময় আশাতিত ফল পাইয়াছি, এবং ইহাতে যে আশু ফললাভ করা যায় সে বিষয়ে আমাদের আর কোনও সন্দেহ নাই। নড়িলে চড়িলেই যদি বমন হয় তবে ল্যাকেসিস দেওয়া বিধেয়।

যখন আর কিছুতেই প্রতিক্রিয়া স্থাপিত না হয় এবং ক্রমেই দুর্ব্বলতা অধিক হয়, শরীর হীমাঙ্গ হইয়া যায়, নাড়ী পাওয়া যায় না, এবং নিশ্বাস ঠাণ্ডা হইয়া বহির্গত হয় ও ভেদ বমন বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠে তখন আমরা কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ ব্যবহার করি।

যদি শরীর হীমাঙ্গ হওয়ার পরও রোগী শীতল দ্রব্য চাহে এবং শরীর শীতল রাখিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে সিকেলি দেওয়া যায়। শিশুদিগের ওলাউঠায় অতিশয় জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ হইলে আমরা সিকেলি প্রয়োগ করিয়া থাকি। বেগে মল ত্যাগ, শরীরের স্পন্দন বা আক্ষেপ ও চেহারার বিকৃতি ইহার আরও কয়েকটী লক্ষণ।

অসাড়ে জলবৎ মলত্যাগ হইলে এবং কোনও যন্ত্রণা না থাকিলে পডো-ফাইলমে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রাত্রি দুইটা বা তিনটার সময় অধিক ভেদ হইলে, সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের মল হইলে এবং অম্ল ও পীত্ত বমন হইলে আমরা আইরিস ভার্সিকোলার দিয়া থাকি।

যদি ঘোর সবুজ বর্ণের মল বেগে নির্গত হয় তবে ইলাটেরিয়ম দেওয়া যায়। হরিদ্রা বর্ণের মল বেগে নির্গত হইলে এবং আহারের পর অধিক হইলে ক্রোটন দেওয়াই ভাল। কলেরায় যদি বমনই অধিক হয় তবে তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ ইপিকাকুয়ানা। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বও কখন কখন শিশুদিগের ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ পরিপাক না হইয়া যদি ছেকড়া ছেকড়া হইয়া নির্গত হয় ও ঐ প্রকার বমন হয় অথবা যদি অম্লগন্ধ সংযুক্ত সবুজবর্ণের মল হয় তবে আমরা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব দিয়া থাকি।

অতিরিক্ত প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং শাক ছেঁচানির মত মল নির্গত হইলে একোনাইট ফলপ্রদ। আমরা অনেক সময় কলেরার প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছি; এমন কি অনেক কঠিন কঠিন লক্ষণ সমূহও কয়েকমাত্রা একোনাইট ব্যবহারে একেবারে সারিয়া গিয়াছে। অধিক প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ও তৎসহ জ্বরভাব থাকিলে একোনাইট বিশেষ উপকারী।

শিশু যদি অতি শৈশবাবস্থাতেই রোগগ্রস্ত হইয়া জরাজীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়া যায় এবং বৃদ্ধের ন্যায় দেখিতে হয় ও তাহার সহিত যদি ক্রমাগত সবুজ-বর্ণের ছেকড়া ছেকড়া মলত্যাগ করে তবে আর্জেণ্টম দেওয়া উচিত। হরিদ্রা বর্ণ মল যদি নির্গত হইবার পর সবুজবর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলেও আর্জেণ্টম দেওয়া যায়। আমরা সম্প্রতি একটি ইংরাজ শিশুকে এই ঔষধের দ্বারায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিলাতের কতিপয় বন্ধু তাহার মাতাকে আমাদের কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এখানে আসিয়া প্রথমে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করান এবং সেই চিকিৎসকেরা তিন চারিদিনে শিশু মরিয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। তৎপরে আমরা দেখি এবং আর্জেণ্টমেই উপকার ও হোমিওপ্যাথির সম্মান রক্ষা হয়।

দেহ অতিশয় শুষ্ক এবং মুখমণ্ডল অতিরিক্ত পাণ্ডুবর্ণ হইলে আমরা ক্যাল্-কেরিয়া ফস্ফরিকও কখন কখন দিয়া থাকি।

অপরিমিত আহার ও অত্যাচারে ওলাউঠা হইলে পল্‌সেটিলা ও নক্স-ভমিকা দেওয়া যায়।

কোনও ঔষধে ফল না দর্শিলে এবং মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সোরাই-নম দেওয়া যাইতে পারে।

কোরিয়া।

(CHOREA).

স্নায়বিক কারণ বশতঃ শরীরের গতিশীল পেশী সমুদায়ের ক্ষমতার হ্রাস বা অভাব হওয়াতে পেশীর কম্পন হইতে থাকে, এই প্রকার পেশী কম্পনকেই কোরিয়া বলা যায়।

মস্তিষ্কের গোলমাল বশতঃ যে প্রকৃত কোরিয়া হয় তাহার প্রধান ঔষধ এগারিকস্। সমস্ত মাংস পেশীরই স্পন্দন প্রায় ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চক্ষুর স্পন্দনই প্রধান। হস্তপদের বক্রভাব, বা স্পন্দন হইতে থাকে এবং এই রোগ প্রায়ই এক দিক আক্রমণ করে। তবে যদি হাত পা দুইই একবারে আক্রান্ত হয় অথবা যদি দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ কিম্বা বাম হস্ত ও দক্ষিণ পদ একবারে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে এগারিকস দেওয়া যায়। যদি ডাইন হাত এবং ডাইন পা আক্রান্ত হয় তবে টেরেনটিউলা দেওয়া যায়। এগারিকসে পৃষ্ঠ মজ্জার কোমরের নিকট বেদনা অনুভূত হয়। চলিতে পা টলিয়া পড়ে এবং ক্রমে হস্ত পদ শুকাইয়া যায় এবং রোগীর চেহারার বিকৃতি হয়। বাত জনিত বা স্নায়বিক পীড়া জনিত অথবা জরায়ুর পীড়া সম্বন্ধীয় কোরিয়া হইলে সিমিসিফিউগা ব্যবহারে উপকার দর্শে। এগারিকসের স্পন্দন রাত্রিকালেও হয় কিন্তু সাধারণতঃ দিবসে অধিক হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু স্ফীত এবং বজ্রপাত হইলে ও মেঘ ডাকিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার গুডনো বলেন যে এগারিসিন ২ ক্রম ব্যবহার করিলেই রোগী আরোগ্য হয়। এ বিষয়ে আমাদের মত ভেদ আছে। হাত পায়ের জ্বালা বা সুড় সুড়্যানি থাকিলে এগারিকসে আরও অধিক ফল দর্শে।

টেরেন্‌টিউলার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে কিন্তু ইহার আরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে রোগী গান শুনিলে আরাম বোধ করে। মানসিক উত্তেজনা হইতে কোরিয়া হইলে ইগনেসিয়ায় বিশেষ উপকার হয়। যৌবন প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইগনেসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। রোগ দুরারোগ্য ও দুঃসাধ্য হইলে আর্সেনিক ব্যবহার করা যায়। ইহাতে অতিশয় অস্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী ক্রমাগত ছটফট করে। দুর্ব্বল শিশু-

দিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। নিদ্রাকালে ছট্‌ফট্ করিলে এবং কোরিয়া হইলে জিঙ্কীয়া প্রয়োগ করা উচিত।

ভয় পাইয়া কোরিয়া উপস্থিত হইলে লরোসিরেসস্ দেওয়া হয়। রোগী হাত পা এত নড়িতে থাকে যে শুইয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। অনেক সময় বাক শক্তি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং কথা অস্পষ্ট হইয়া আইসে।

হিষ্টিরিয়ার সহিত কোরিয়া হইলে ক্রোকস ব্যবহার করিলে ফল পাওয়া যায়।

শরীরের অবস্থা মন্দ হইয়া, অথবা কোনও চর্ম্মরোগ ভালরূপ বাহির হইতে না পারিয়া বসিয়া গিয়া যদি কোরিয়া উপস্থিত হয় ও তাহার সহিত ক্রমাগত পা নাড়িতে থাকে এমন কি নিদ্রাবস্থায়ও যদি এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে জিনকম ব্যবহার করিলে শীঘ্রই ফল লাভ করা যায়। কোরিয়া দক্ষিণ দিকে অধিক হইলে ও মানসিক অবসন্নতা এবং সুরাপানে রোগের বৃদ্ধি হইলে জিনকম দেওয়া যায়। রোগ যত বহুকালস্থায়ী হয় ইহার কার্য্যকারীতাও তত অধিক হয়। জিনকম্ ভেলেরিয়েনেটও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

মানসিক উত্তেজনা হইতে স্পন্দন ও কম্প অধিক হইলে এবং হাত পা ছড়াইয়া পড়িলে ওপিয়ম দেওয়া যায়।

কোরিয়া যদিও একটি বাহিরের লক্ষণ মাত্র তথাপি এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে শরীরের স্নায়বিক পদার্থ বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। সেই জন্যই মনে হয় যে, যে সমস্ত ঔষধের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী (constitutional) সেই সকল ঔষধই দেওয়া উচিত। সেই-জন্যই ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। ভয়জনিত কোরিয়া হইলে এবং রোগী থপ্ থপে মোটা ধাতের হইলে ক্যালকেরিয়া দেওয়া যায়। এরূপস্থলে সলফর এবং সোরাইনমও উত্তম। যেখানে শিশু শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে তথায় ফস্‌ফরস বিশেষ উপকারী ; এই সমস্ত শিশু প্রায়ই পরে ক্ষয়কাশ রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শরীরের রক্তক্ষয়জনিত কোরিয়া হইলে চায়না প্রয়োগ করা যায়।

ডাক্তার বেয়ার বলেন যে প্রায় অধিকাংশ রোগীই কুপ্রম ব্যবহারে আরোগ্য

লাভ করে। ইহা সময়ে নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইলে রোগ প্রায় ৩৪ সপ্তাহের অধিক স্থায়ী হয় না। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমস্ত হস্ত পদের স্পন্দন হইতে থাকে। নিদ্রা হইলে রোগী কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ থাকে কিন্তু জাগিয়া থাকিলে হস্ত পদ ক্রমাগত ভয়ঙ্কররূপে বাঁকিয়া যায় এবং উহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। জ্বরের সহিত তরুণ কোরিয়ায় এবং শিশুদিগের কোরিয়ায় ডাক্তার এলেনের মতে সাইকিউটা ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন দেওয়া উচিত। পৃষ্ঠমজ্জাস্থিত কোরিয়া হইলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়। রোগীর চলিবার ক্ষমতা হ্রাস হয়, সে টলিতে টলিতে চলে ও পা টানিয়া টানিয়া ফেলে। ইহার সহিত কখন কখন হস্ত পদ গুড় গুড় করিতে থাকে এবং অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হয়। পক্ষাঘাত থাকিলে ককিউলস্ দেওয়া যাইতে পারে।

ভয়জনিত পুরাতন কোরিয়ায় নেট্রম মিউরিয়েটিকম দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার সহিত কখন কখন মুখে ফুস্কুড়ির মত দেখা যায়। পুর্ণিমায় দক্ষিণ দিকের কোরিয়া অধিক হইলেও কখন কখন এই ঔষধ ফলপ্রদ হয়, ঋতু বন্ধ হইয়া বা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া এই রোগ উপস্থিত হইলে পলসেটিলায় বিশেষ ফল দর্শে। হিষ্টিরিয়ার সহিত নিম্নদেশের স্পন্দন অধিক হইলে এবং চেষ্টা করিয়াও পায়ের কম্পন থামাইতে না পারিলে ষ্টিক্টা দেওয়া যায়।

সর্দ্দি কাশি।

COUGH.

সর্ব্বদা ঠাণ্ডা লাগিয়াই সর্দ্দি কাশি উপস্থিত হয় এবং ঋতু পরিবর্ত্তন কালে ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সর্দ্দি হইলে সাবধান হইয়া থাকিলেই আপনা আপনি উহা সারিয়া যায়, কিন্তু কখন কখন উহা অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে এবং তখনই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যদি হঠাৎ হিম লাগাইয়া বা অতিরিক্ত হাওয়ায় নিদ্রা যাওয়ার পর শীত করিয়া জ্বর আইসে তাহা হইলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। যদি প্রথমেই কাশির সহিত সর্দ্দি হয়

তাহা হইলেও ইহা বিশেষ উপকারী; এই ঔষধ প্রথমাবস্থাতে ব্যবহৃত হয়, কাজেই ইহাতে নাক দিয়া সর্দ্দি নির্গত হয় না, বরং নাসিকা বদ্ধ হইয়া থাকে, হাঁচি ও দপদপানি মাথাধরাও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। বহির্বায়ুতে রোগী আরাম বোধ করে।

শীতবশতঃ সর্দ্দি হইয়া নাসিকা বদ্ধ থাকিলে এবং গলা জ্বালা ও খুসখুস করিলে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইয়া গলায় অধিক ব্যথা হইলে বেলেডনা বিশেষ উপকারী, অতিরিক্ত মাথাধরায়, বিশেষতঃ উহা বহির্বায়ুতে অধিক হইলে চায়না প্রযোজ্য।

ফেরম ফস্‌ফরিকমে একোনাইটের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা তত অধিক হয় না, আমরা এই ঔষধে অনেক সময় বিশেষ ফল-লাভ করিয়াছি, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় ইহা সর্দ্দি ধাতুর লোকের পক্ষে অতিশয় উপকারী।

নাসিকা হইতে জলবৎ সর্দ্দি নির্গত হইলে এবং তৎসহ জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়। কখন কখন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এত সর্দ্দি নির্গত হওয়া সত্ত্বেও নাসিকা বদ্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধে সর্দ্দি এত অধিক হইতে পারে যে হাঁচি হওয়া, মাথাধরা এমন কি চক্ষের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। গলায় ও নাসিকায় অধিক জ্বালা থাকিলে আর্সেনিক আয়োডাইড দেওয়া যায়।

আর্সেনিকের ন্যায় সিনেপিসনাইগ্রাতেও নাসিকার ভিতর অধিক উত্তাপ অনুভূত হয় কিন্তু ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে নাসিকা শুষ্ক থাকে।

মার্কিউরিয়াসের সর্দ্দি জ্বালাজনক হইলেও আর্সেনিক অপেক্ষা অধিক গাঢ় হয়। আর্সেনিকের সর্দ্দি নাসিকা আক্রমণ করে, ফস্‌ফরসের সর্দ্দি প্রায়ই বুকে বসিয়া থাকে।

এলিয়ম সিপা সর্দ্দির একটি প্রধান ঔষধ। আমরা ইহা অনেক ব্যবহার করিয়াছি, এবং ইহাতে বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। ইহাতে নাসিকা হইতে ক্রমাগত জ্বালাজনক পাতলা সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকে ও সময়ে সময়ে চক্ষু হইতেও জল নিঃসরণ হয়। কিন্তু তাহা জ্বালাজনক নহে। ইউফ্রেসিয়াতে চক্ষু হইতে জ্বালাজনক ও ক্ষতকারী জল নির্গত হয়; ইহার সহিত কাশি বর্ত্তমান

থাকিলে এবং কাশিবার সময়ে গলায় অতিশয় ব্যথা অনুভূত হইলে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক দৃষ্ট হয়। আর্সেনিকে এই গলার ব্যথা ও কাশি দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কিউরিয়সের সর্দ্দি ইহা অপেক্ষা অধিক গাঢ় হয়।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা এলিয়ম সিপা ও ইউফ্রেসিয়ার প্রভেদ বলিয়াছি, কিন্তু আরও জানিয়া রাখা ভাল যে ঘাম হইবার পর সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকিলে প্রায়ই ইউফ্রেসিয়া দেওয়া যায়।

সর্দ্দি অতিশয় ক্ষতজনক হইলে এবং ক্রমাগত জলের ন্যায় নির্গত হইলে আমরা কখন কখন এরম ট্রাইফিলম্ ব্যবহার করি। সময়ে সময়ে সর্দ্দি এত অধিক হয় যে নাসিকা এবং ওষ্ঠ টাটাইয়া উঠে, কখন বা জ্বালাজনক হরিদ্রা বর্ণের সর্দ্দি নাসিকা ও চক্ষুর উপর হইতে নির্গত হয়, এবং শিশু ক্রমাগত নাসিকার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া উহা ক্ষত করিয়া ফেলে। এই শেষোক্ত লক্ষণে এরম অমোঘ ঔষধ। আমরা এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া এক সময়ে একটি বিকারগ্রস্থ শিশুকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এরমে হাঁচি হওয়া ও নিদ্রালুতার ভাব বর্ত্তমান থাকে। দিবা রাত্র নাসিকা বদ্ধ হইয়া থাকিলে আমরা লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার করি। ইহাতে নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত হওয়া সত্ত্বেও নাসিকার মধ্যে শুষ্ক ভাব বর্ত্তমান থাকে।

মাথা ভার বোধ, শীত করিয়া জ্বর আসা, হাঁচি হওয়া এবং নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে জেল্‌সিমিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইলে অতি ভয়ানক সর্দ্দিও অতি সহজেই আরোগ্য হইতে পারে। যাহাদের সহজেই ঠাণ্ডা লাগে তাহাদের পক্ষে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সর্দ্দি হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজেই গলায় বেদনা প্রভৃতি হইলে ল্যাকেসিস্ উপকারী। ডাক্তার ডিউই বলেন যে গলায় বেদনা সংযুক্ত সর্দ্দির প্রথমাবস্থাতেই যদি ফুইল্ ব্যবহার করা যায় তবে ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। স্ত্রীলোকের ঋতু আরম্ভ হইলে যদি সর্দ্দির ভাব দেখা যায় তবে সিপিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সর্দ্দি লাগিয়া মাথা ভারি হইলে ও ঠাণ্ডা মাটিতে বসিয়া সর্দ্দি উপস্থিত হইলে

এবং নাসিকা বদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা যায়। নাসিকার শুষ্কভাব, চক্ষু হইতে জল নির্গত হওয়া, গলা খুসখুস করা এবং মাথা ভারি বোধ হইলে নক্সভমিকা উপকারী। ঘরের ভিতর থাকিলে অসুস্থ বোধ এবং বহির্বায়ুতে গেলে আরাম বোধ হওয়া ইহার আরও একটী লক্ষণ। ইহাতে দিবাভাগে সর্দ্দি নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রে নাসিকা বদ্ধ থাকে। মারর্কিউরিয়াসেও গলা ভার ও খুসখুস করা থাকে কিন্তু বৃষ্টি বাদলায় রোগ হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষণ। পাকা সর্দ্দিতে পল্‌সেটিলা দেওয়া যায়।

মার্কিউরিয়াসের সর্দ্দি নাসিকা হইতে নির্গত হয় এবং তৎসহ মাথাভার, চক্ষু ও নাসিকা জ্বালা, ভয়ানক হাঁচি এবং অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে কিন্তু ঘর্ম্ম হইয়াও রোগের উপশম হয় না। মাথার সম্মুখভাগে ভার বোধ ও রাত্রি তিন চারিটার সময় অতিশয় কষ্ট হইলে কেলি আওডেটম্ দেওয়া উচিত।

অতিশয় বৃষ্টিবাদলায় সর্দ্দি হইলে মার্কিউরিয়াস এবং জলবৎ সর্দ্দিতে এলিয়াম সিপা, ইউফ্রেসিয়া, এরম ও আর্সেনিক প্রযোজ্য। মারকিউরিয়াসের সর্দ্দি পাতলা। হাইড্রাস্‌টিস্ ও পলসেটিলার সর্দ্দি ঘন ও হরিদ্রা কিম্বা সবুজ বর্ণের।

সর্দ্দি পুরাতন হইলে অর্থাৎ পাকা সর্দ্দিতে ও নাসিকার ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস হইলেও পল্‌সেটিলা দেওয়া উচিত। ইহাতে সর্দ্দি প্রায়ই পাতলা হয় না এবং হাঁচি প্রভৃতিও থাকে না ও সর্দ্দি কখনও জ্বালাজনক হয় না ফলতঃ সর্দ্দির প্রথম অবস্থাতে পল্‌সেটিলা কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। হাইড্রাসটিসের সর্দ্দিও পল্‌সেটিলার মত কিন্তু ইহাতে নাসিকার জ্বালা বর্ত্তমান থাকে ও ইহাতে চট্‌চটে ভাব থাকে। পলসেটিলার সর্দ্দির সহিত যদি হাঁচি থাকে তবে সাইক্লেমেন দেওয়া উচিত। দমকা কাশির সহিত সর্দ্দি থাকিলে ড্রসিরায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সর্দ্দির প্রারম্ভে নাসিকা বদ্ধ হইয়া থাকিলে ও মাথা ভারি বোধ হইলে ক্যাম্ফরের ঘ্রাণে অনেক সময় বিশেষ আরাম বোধ হয়। জলবৎ স্বচ্ছ সর্দ্দি ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকিলে এবং ওষ্ঠে ও নাসিকার সম্মুখে জলপূর্ণ স্ফোটক হইলে নেট্রম দেওয়া যায়। ইহাতে আস্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তির হ্রাস হয়।

নাসিকা বন্ধ হইয়া থাকিলে ও ক্রমাগত নাসিকা ঝাড়িবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলে ষ্টিক্‌টা পল্‌মো দেওয়া যায়।

ঠাণ্ডা সেঁতসেঁতে জায়গায় বাস করিয়া, জলে ভিজিয়া ও রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ডল্‌কেমারা বিশেষ উপকারী। স্ক্রফুলা ধাতুর লোকের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া উত্তম।

শূল বেদনা।

(COLIC).

শূল বেদনা বড় ভয়ানক পীড়া। যদিও ইহাতে রোগীর প্রাণনাশের ভয় অতি অল্প কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, অনেক সময় রোগী আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পায়। এই রোগ নানা প্রকার এবং নানা কারণে উপস্থিত হয়। আহার প্রভৃতির অনিয়ম ইহার একটি প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন মূত্রস্থলীর প্রদাহ প্রভৃতি হইতেও ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কখন কখন বাত হইলেও এই রোগ উপস্থিত হয়।

কলোসিন্থ ইহার একটি প্রধান ঔষধ। পীড়া বাতজনিত হইলে এবং পেট আঁটিয়া ধরিতে থাকিলে, ও চাপিয়া ধরিলে .আরাম বোধ হইলে ইহাতে আশু ফল লাভ করা যায়। এই বেদনা বায়ু কুপিত হইয়া, পেট ফাঁপার জন্য অথবা পরিপাক না হইলেও হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অতিশয় রাগ হইতেও ইহা উপস্থিত হয়। ইহার সহিত কখন কখন পেটের পীড়াও বর্ত্তমান থাকে এবং বায়ু নিঃসরণে প্রায়ই রোগের লাঘব হয়। ঋতু সম্বন্ধীয় অথবা মূত্রস্থলির বেদনায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে স্নায়বিক উত্তেজনাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদাহ জনিত বেদনায় ইহাতে বিশেষ উপকার হয় না।

বেদনা প্রদাহ জনিত হইলে এবং রোগী ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিলে একোনাইট দেওয়া যায়। রোগী ব্যথায় কুঁকড়াইয়া যায় কিন্তু তাহাতে যন্ত্রণার কোনও লাঘব হয় না।

যদি যন্ত্রণা অসহ্য হয় এবং শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে ও চলিয়া বেড়াইলে বেদনা কম হয় তবে ভেরেট্রম এল্বমই তাহার ঔষধ।

কামড়ানি থাকিলে, সূচ বিঁধার ন্যায় বেদনা হইলে, তৎসহ সবুজ রঙ্গের আম মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে এবং ফলমূল আহার জন্য এই রোগ উপস্থিত হইলে ম্যাগনিসিয়ম কার্ব্বনিকা দেওয়া যায়।

কলোসিন্থের লক্ষণ থাকিলে ও তাহাতে উপকার না হইলে অনেক সময় কষ্টিকম বিশেষ ফলপ্রদ।

নাভিস্থলে বেদনা অধিক, ও উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে এবং সময়ে সময়ে উহা অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিলে ও তৎসহ পেটে অধিক বায়ু জন্মিলে ডায়স্করিয়ায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে রোগী হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকে। পেট বেদনায় যদি পৃষ্ঠদিকে বক্র হইয়া থাকিলে আরাম বোধ হয় তবে ইহাই একমাত্র ঔষধ।

সেক দিলে, হাত বুলাইয়া দিলে, কুঁকড়াইয়া থাকিলে অথবা উদ্গার উঠিলে যদি আরাম বোধ হয় তাহা হইলে এবং দম্‌কা বেদনায় ম্যাগ্নিসিয়ম ফস্‌ফরিকমে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ছোট ছোট শিশুদিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তার মরগান বলিতেন যে ৩০শ ক্রম ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়।

অর্শরোগ জনিত বেদনায় অথবা অতিশয় বায়ু প্রকোপে এবং উহা উপর দিকে ও নিম্নদিকে ক্রমাগত চাপিয়া ধরিতে থাকিলে নক্সভমিকা দেওয়া হয়; আহারের অনিয়ম জনিত এবং মদ্যপান জনিত বেদনায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটকামড়ানি থাকিলে এবং ক্রমাগত পেটে মোচড় দিতে থাকিলেও নক্সভমিকা ফলপ্রদ হয়।

অধিক ঘৃতপক্ক দ্রব্য খাইয়া বেদনা উপস্থিত হইলে এবং উহার সহিত শীত শীত ভাব থাকিলে পল্‌সেটিলাই তাহার ঔষধ। পেট ভুটভাট করাও ইহার আর একটি লক্ষণ।

স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুদিগের পেটের বেদনায় ক্যামোমিলা বিশেষ উপযোগী। বেদনায় মুখ লাল হইয়া উঠে এবং ক্রমাগত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। কখন কখন রাগজনিত শূল বেদনায় ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

পরিপাক শক্তির হ্রাস হইলে এবং উদর স্ফীত হইলেও ইহা দেওয়া যায়। অস্ত্র প্রয়োগের পর এবং রাগজনিত বেদনায় ষ্টেফাইসাগ্রিয়া দেওয়া হয়।

শিশুদিগের পেট বেদনায় এবং অন্ত্র সমূহ উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিলে বেলেডনায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; বেলেডনার বেদনা প্রায়ই প্রদাহ জনিত হয়।

বেদনা হাত দিয়া মোচড়াইয়া দিতেছে এইরূপ বোধ হইলে এবং বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইলে ও অধিক অম্ল পদার্থ আহারের পর বেদনা হইলে ইপিকাকে ফলদর্শে। বায়ু সঞ্চারের সহিত যদি অধিক স্নায়বিক বেদনা থাকে এবং রাত্রিতে বেদনা অধিক হয় তাহা হইলে ককিউলস্ দেওয়া যায়: ঋতু সম্বন্ধীয় বেদনা হইলে এবং বার বার যদি বেদনা হইতে থাকে তাহা হইলেও ককিউলস্ উপযোগী। হিষ্টিরিয়ায় পেট বেদনা এবং নিদ্রাকালে উহা অধিক হইলে অথবা রাগজনিত পেটবেদনায় ইগ্নেসিয়া বিশেষ ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়।

পেটে বেদনা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে প্লম্বম দেওয়া যায়। হাত পায়ে খিল ধরা, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ইটের মত কঠিন এবং যদি পেটে হাত বুলাইয়া দিলে ও জোরে চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম হয় তাহা হইলে প্লম্বম্ দেওয়া হইয়া থাকে। যাহারা শিশার কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের কখন কখন ভয়ানক শূল বেদনা হয়। তাহার প্রধান ঔষধ ওপিয়ম্। ইহাতে কখন কখন বেলেডনা, এলুমিনা, এলম্, প্লাটিনা ও নক্সভমিকাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদাহ জনিত বেদনায় এবং পেট অতিশয় কঠিন হইলে, ও ছুরি দিয়া কাটীয়া ফেলিতেছে এইরূপ বোধ হইলে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। সরল অন্ত্রের বেদনায় কুপ্রম আর্সেনিকোসম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ছোট শিশুদিগের পেট বেদনায় এবং যদি উহা চাপিয়া ধরিলে প্রশমিত হয় তবে ষ্টেনম্ দেওয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধ।

(CONSTIPATION.)

কোষ্ঠবদ্ধ একটি স্বতন্ত্র রোগ না বলিয়া উহা রোগের লক্ষণ বলিলেই ভাল হয়। নানা কারণে ইহা উপস্থিত হয়। মল অতিশয় কঠিন হইলে অথবা অনেক দিন মলত্যাগ না হইলে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। আহারের অনিয়ম হইতে এই রোগ উপস্থিত হয়। কখন বা কোন কঠিন পীড়া হইতে ইহা উৎপন্ন হয়, এবং সময়ে সময়েই ইহা অতি বিপদ জনক হইয়া উঠে। অনেকে বলেন যে হোমিওপ্যাথিক মতে কোষ্ঠবদ্ধের ভাল ঔষধ নাই। ইহা একটি বিষম ভ্রমের কথা কারণ সমস্ত লক্ষণ উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ দিলে ইহাতে যেরূপ আশু ফল লাভ করা যায় এরূপ আর কোনও উপায়েই হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা সাধারণ উপায়ে মলত্যাগ হয় কিন্তু অন্যান্য মতে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

নক্‌স্‌ভমিকা কন্‌ষ্টিপেসনের একটি উত্তম ঔষধ। ইহার কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ আছে এবং ঐ সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করে। অনেক প্রকার কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ ব্যবহার করার পর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে হইলে নক্‌সভমিকাই প্রথম প্রয়োগ করা উচিত এবং অনেক সময় উহাতেই সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারা যায়। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন হাইড্রাষ্টীসও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। হাইড্রাষ্টীসের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে সর্ব্বদাই উদরের মধ্যে একটি খালি শূন্য ভাব থাকে এবং নক্‌সভমিকা বা অন্য ঔষধে প্রায় এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ না করিয়া, কোনরূপ ব্যায়াম না করিয়া অলস ভাবাপন্ন হইয়া অথবা ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রম করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইলে নক্‌সভমিকাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রমাগত মলত্যাগের বেগ আইসে অথচ মল নিঃসরণ হয় না এরূপ অবস্থাতেও এই ঔষধ প্রযোজ্য। কার্ব্বো ভেজিটাবিলিসেও বার বার মলত্যাগের বেগ আইসে কিন্তু পেটে অতিশয় বায়ু সঞ্চার হওয়াতে মলত্যাগ হইতে পারে না। ওপিয়ম্‌ এবং ব্রাইওনিয়াতে বেগ মোটেই থাকে না।

এনাকার্ডিয়মে নক্‌সভমিকার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহার একটি প্রধান

লক্ষণ মলদ্বারে যেন কি একটা ঠেলিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ। সরল অন্ত্রের মল বহিষ্কৃত করিবার ক্ষমতার হ্রাস এবং ক্রমাগত অনিয়মিত রূপ বেগ আসা ইহার আরও দুইটি লক্ষণ। এমন কি সময় সময় নরম মল নির্গত হওয়াও কঠিন হইয়া উঠে। মানসিক অসন্তোষের ভাব নক্‌সভমিকার একটী প্রধান লক্ষণ। নক্‌সভমিকায় মল প্রায়ই পরিমাণে অধিক হয় এবং ইহার সহিত কখন কখন অর্শের পীড়াও বর্ত্তমান থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে সল্‌ফর ও নক্‌সভমিকা দেওয়া রীতি ছিল। কিন্তু আজ কাল আমরা ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা শিখিয়াছি কাজেই এরূপ করার আর প্রয়োজন দেখি না। সল্‌ফরেও ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু উহার সহিত মলদ্বারে অতিশয় উত্তাপ এবং একটি বিশেষ অসচ্ছন্দভাব অনুভূত হয়, এবং উদরে রক্তাধিক্য বশতঃ সমস্ত সরল অন্ত্রের মধ্যেই একটা অসচ্ছন্দ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসায় ইহাও নক্‌সভমিকার ন্যায় একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান না থাকিলে ইহাতে কোনও ফল দর্শে না। মল কঠিন, শুষ্ক এবং কাল ও অতি কষ্টে নির্গত হয়, এবং সময়ে সময়ে মল নির্গত হইবার প্রথমাবস্থায় ভয়ানক বেগ দিতে হয়। মলদ্বারে জ্বালা, ও স্পন্দন ইহার আর একটী লক্ষণ, এবং ইহাতে নক্‌সের মত যেন সমস্ত মল নির্গত হইল না এরূপ ভাবও বর্ত্তমান থাকে। কখন বা পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় দেখা গিয়া থাকে। ধমনির ক্রিয়া যে উত্তমরূপে হইতেছে,না ইহা সল্‌ফরের রোগীতে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় এবং যাহাতে ধমনীর ক্রিয়া উত্তমরূপ হয় এরূপ চেষ্টা করিলেই সলফরের রোগী আরাম বোধ করে।

সরল অন্ত্রের ক্রিয়া এককালে বন্ধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইলে ওপিয়ম প্রয়োগ বিধেয়। মলত্যাগের কোনরূপ ইচ্ছাই থাকে না কাজে কাজেই অনেক মল জমিয়া থাকে এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া বহির্গত হয়। প্লম্‌বমেও অনেক মল পেটে জমিতে দেখা যায় কিন্তু ইহাতে কিছু মলত্যাগের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। কোনরূপ মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকা ব্রাইওনিয়ারও লক্ষণ কিন্তু সরল অন্ত্রের শুষ্কতাই ইহার প্রধান কারণ। ওপিয়মে সরল অন্ত্রের অসাড় ভাব

উপস্থিত হয় এবং রোগী মলত্যাগ না করিয়াও কোনও কষ্ট অনুভব করে না, তবে যখন অনেক দিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকার পর সরল অন্ত্রের উপরিভাগে অতিশয় বায়ু জমিতে থাকে তখনই কষ্ট অনুভব করে। যখন অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা মল নির্গত করাইতে হয় তখন ওপিয়মের ক্রিয়া অধিক। এরূপ স্থলে কখন কখন সিলিনিয়ম, এলুমিনা, প্লম্বম ও ব্রাইওনিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ লোকদিগের পক্ষে ওপিয়ম বিশেষ উপকারী। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে অনেক বৃদ্ধ ভ্রমবশতঃ অহিফেনকে তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য করিয়া ফেলেন কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে কোন ঔষধ প্রত্যহ ক্রমাগত ব্যবহার করিলে ক্রমে তাহার উপকারিতা কমিয়া আইসে এবং অবশেষে আর কোনও উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইতে থাকে; ওপিয়মের রোগী প্রায়ই আলস্যভাবাপন্ন হয় ও মস্তিষ্কে দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্লম্বমে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও মলত্যাগের ইচ্ছা একেবারে যায় না। সময়ে সময়ে মলত্যাগের বেগের সহিত পেট বেদনা থাকে এবং পেট আঁকড়াইয়া ধরে ও ভিতরের দিকে টানিয়া ধরে; মল অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং ছোট ছোট কাল, শুষ্ক, কঠিন গুট্‌লে বাহির হইতে থাকে। সময়ে সময়ে মলদ্বারের আক্ষেপ (spasm) হইতে থাকে এবং মলদ্বার ভিতরের দিকে টানিয়া লয়।

অন্ত্রের শুষ্কতা জন্য যদি কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয় তবে এলুমিনা তাহার এক প্রধান ঔষধ। মলত্যাগের বেগ একেবারে থাকে না এবং মলদ্বার অসাড় ভাবাপন্ন হইয়া যায়, মল কঠিন অথবা থস্‌থসে কাদার ন্যায় হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা আমাদের একটি প্রধান ঔষধ। সময় সময় মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত নির্গত হয়। ব্রাইওনিয়া ও এলুমিনার প্রভেদ এই যে ব্রাইওনিয়াতে খালি শুষ্ক ভাব থাকে কিন্তু এলুমিনাতে বেগ পর্য্যন্ত থাকে না। মুখের ভিতর যদি অতিশয় শুষ্ক হয় এবং জিহ্বা লালবর্ণ ও শুষ্ক হয়, অতিশয় বেগ দিতে দিতে মল খণ্ড খণ্ড হইয়া অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হয় তাহা হইলেও এলুমিনা ব্যবহৃত হয়।

অধিক পরিমাণে শুষ্ক মল একেবারে নির্গত হওয়া ব্রাইওনিয়ার প্রধান লক্ষণ। অন্ত্র সমূহ শুষ্ক হইয়া থাকে এবং মোটেই বেগ আইসে না। এলুমিনার

কোষ্ঠবদ্ধ এতই কষ্টদায়ক যে অতি তরল মলও অতিশয় কষ্টে নির্গত হয়। ভেরেট্রম এলবমে ও ওপিয়মেও ব্রাইওনিয়ার মত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়াতে যে কেবল সরল অন্ত্র শুষ্ক হইয়া আইসে এরূপ নহে, ইহাতে অনেক সময় পেশীসমূহের ক্রিয়ারও হ্রাস হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এবং বাতগ্রস্ত রোগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। খিট্‌খিটে ভাব এবং মানসিক উদ্বেগও ব্রাইওনিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালের চিকিৎসকেরা নক্সভমিকা ও ব্রাইওনিয়া অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতেন। এরূপ করিবার আর এখন প্রয়োজন হয় না।

নেট্রম মিউরিয়েটিকমের মল কঠিন ও গুঁড়া গুঁড়া হইয়া নির্গত হয়। ইহা নির্গত হইবার কালে রোগী অনেক সময় ভয়ানক কষ্ট অনুভব করে এবং মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে মলদ্বারে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা থাকে। কোষ্ঠবদ্ধের সহিত মানসিক উদ্বেগ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাতে বিশেষ ফল দর্শে।

ম্যাগ্‌নিসিয়ম মিউরিয়েটিকমেও মল অতিশয় কঠিন হয় এবং মলদ্বার হইতে নির্গত হইবার সময় গুঁড়া হইয়া যায়। এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকমেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে মলের সহিত আম সংযুক্ত থাকে। একৃনি নামক ব্রণযুক্ত যুবকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে নেট্রম মিউরিয়েটিকম উত্তম।

নক্‌সভমিকার ন্যায় লাইকোপোডিয়মেও মল যেন সমস্ত নির্গত হইল না এইরূপ ভাব থাকে, মলদ্বারের আবদ্ধভাব এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ (সাইলিসিয়া), কোষ্ঠবদ্ধের সহিত সময় সময় অর্শও দেখিতে পাওয়া যায়। মল শুষ্ক ও কঠিন হয় অথবা প্রথমভাগ শুষ্ক ও শেষভাগ তরল হয়; পেট ভুটভাট করা লাইকোপোডিয়মের আরও একটি লক্ষণ। নক্‌সভমিকায় মলের বেগ আইসে না বলিয়াই মল নির্গত হয় না কিন্তু লাইকোপোডিয়মে মলদ্বার আবদ্ধ (Contracted) হইয়া থাকে বলিয়াই হয় না। মানসিক নিস্তেজস্কতা, অবসন্নভাব এবং ভয়যুক্ত হওয়া লাইকোপোডিয়মের বিশেষ লক্ষণ।

গ্রেফাইটিস কোষ্ঠবদ্ধের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে রোগী পাঁচ সাত দিন মলত্যাগ না করিয়া অনায়াসে থাকিতে পারে কিন্তু যখন মলত্যাগ করিতে হয় তখনই বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। ছোট ছোট গুটলে অতি

কষ্টে নির্গত হয়, তাহার সহিত আম মিশ্রিত থাকে এবং মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। মলদ্বার ফাটিয়া যে ক্ষত হয় তাহা, এবং অর্শের বলিঃথাকিলে তাহাও অতিশয় জ্বালাজনক হয় ও ভয়ানক চুলকায়। অনেক সময় মলদ্বারে এত যন্ত্রণা হয় যে জলশৌচ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহাতে সাইলিসিয়া, সিপিয়া, নাইট্রিক এসিড এবং র‍্যাটানিয়াও উত্তম ঔষধ। আমমিশ্রিত মল, মলদ্বারের টাটানি ও অবসন্ন ভাব থাকিলে এবং মোটা ধাতুর লোকের পক্ষে গ্রেফাইটিস উত্তম। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও গ্রেফাইটিস সময়ে সময়ে বিশেষ ফলপ্রদ।

মলত্যাগে অনিচ্ছা, অন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস এবং ক্রমাগত বেগ আইসে অথচ মল নিঃসরণ হয় না এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে আমরা প্লাটিনা দিয়া থাকি। মলদ্বার অতিশয় শুষ্ক, মল বাহির হইবার সময় মলদ্বারে আঠার ন্যায় লাগিয়া যায়, পেটের দুর্ব্বলতা ও মলদ্বারে অতিশয় ভার বোধ প্রভৃতি লক্ষণে এবং পথিক বা বিদেশভ্রমণকারীদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা বিশেষ উপকারী। যাহারা ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সেই জন্য যাহাদিগের ক্রমাগত আহারাদির ব্যতিক্রম ঘটে তাহাদিগের পক্ষে প্লাটিনা অতিশয় কার্য্যকারী। যাহারা সীসার কার্য্য করে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ক্রমাগত মলত্যাগের বেগ আইসে কিন্তু অল্প মাত্রায় অপরিষ্কার শুষ্ক মল নিঃসৃত হয়। মলদ্বারে চিড়িকমারা থাকিলে ইগ্নেসিয়া দেওয়া যায়।

যখন মল নির্গত করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং মলদ্বার বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে তখন আমরা সাইলিসিয়া ব্যবহার করি। কখন কখন মল কিয়ৎপরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় মলদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ অবস্থাতেও ইহা উপযোগী।

মলদ্বারের ক্ষমতা হ্রাস হইলে কখন কখন কষ্টিকম ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে এই দুর্ব্বলতা এত অধিক হয় যে রোগীকে দাঁড়াইয়া মলত্যাগ করিতে হয়। সাইলিসিয়া ও গ্রেফাইটিসে মদ্বলারের টাটানি থাকে ও তৎসহ কখন কখন মলদ্বার ভিজা ভিজা ঠেকে, ক্রমাগত বেগ আসিতে থাকে এবং পরিশেষে পেটে আরও মল রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়।

ভেরেট্রম এল্‌বম—এই ঔষধ ব্যবহারে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে এত উপকার লাভ হইয়াছে যে, ইহা আবার যে কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ হইতে পারে তাহা আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না। সরল অন্ত্রের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকৃতি হয় (ব্রাইওনিয়া ও ওপিয়ম), মল অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। রোগী ক্রমাগত বেগ দিয়া বিফলচেষ্ট হইয়া পরে অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা মল নির্গত করে, অথবা কোনও কোনও সময়ে অতি কষ্টে বাহির করিতে সমর্থ হয়। মল কঠিন, পরিমাণে অধিক ও কালবর্ণ। মল নির্গত হইতে হইতে রোগী মূর্চ্ছা যায় ও ক্রমাগত শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ডাক্তার ডন্‌হাম বলিতেন সরল অন্ত্রের উপরিভাগে মলত্যাগের ইচ্ছা থাকে কিন্তু নিম্নভাগে ক্ষমতা থাকে না, ইহা সাইলিসিয়ার বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার ব্রাইস বলেন মলত্যাগ করাইতে হইলে সাইলিসিয়াতে যেমন শীঘ্র মল নির্গত হয়, এরূপ আর কোনও ঔষধে হয় না। ইহারা ৩০শ ক্রম সচরাচর ব্যবহার করিতেন। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা নক্সভমিকার পরে বিশেষ উপকারী।

পডোফাইলম ১২শ ক্রম শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে অনেক সময় ফলপ্রদ হইয়াছে।

উপরে যে কয়টি ঔষধ লিখিত হইল তদ্দ্বারা অধিকাংশ রোগীই রোগমুক্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু ইহা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করা উচিত এবং যথাবিহিত রূপে ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ কোনও ঔষধই ফলপ্রদ হইবে না।

কাশি।

(COUGH.)

সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দির সহিত কাশি উপস্থিত হয়। কখন কখন আবার জ্বর প্রভৃতির সহিত বা তাহার পর কাশি হইতে দেখা যায়। কাশি নানা প্রকার এবং ফুস্‌ফুসের সকল পীড়াতেই কম বা অধিক পরিমাণে উহা বর্ত্তমান থাকে। আমরা এখানে তরুণ কাশির কথাই দুই চারিটী বলিব, কাশি সম্বন্ধীয় অন্যান্য কঠিন পীড়া সমূহের চিকিৎসা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

গলনলীর প্রদাহ হইতে যে কাশি হইতে থাকে, তাহাতে সচরাচর ফস্‌ফরস

উত্তম। বেলেডনা অপেক্ষা ইহার প্রদাহ গলার আরও অধিক নীচে দেখা যায়। কথা কহিলে বা গান গাহিলে ফস্‌ফরসের কাশি অধিক হয়। নিয়মিত-রূপ নিশ্বাস না পড়িলেই কাশি অধিক হয়। প্রথমে ইহার কাশি শুষ্কই থাকে, কিন্তু ক্রমে উহা চট্‌চটে পূঁযের ন্যায় হইয়া আইসে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কাশি অধিক হয়, কাশি প্রায়ই শুষ্ক এবং বক্ষঃস্থলের মধ্যেও শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় এবং বুকের মধ্যস্থলে চাপ বোধ হয়। পাকস্থলী বা যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি হইয়া যে কাশি উপস্থিত হয় তাহাতেও ফস্‌ফরস উপকারী। এ স্থলে ইহার ক্রিয়া অনেকটা এম্ব্রাগ্রিজিয়ার ন্যায়।

স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে কাশি হইলে ইগ্‌নেসিয়া তাহার ঔষধ। ইহার বিশেষ একটি লক্ষণ এই যে রোগী যতই কাশে ততই আরও কাশিতে ইচ্ছা করে। ষ্টিক্‌টাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ষ্টিক্‌টার কাশি স্নায়বিক নহে। কাশিতে কাশিতে অবশেষে উদ্গার উঠিলে এম্ব্রাগ্রিজিয়া তাহার ঔষধ।

বুকে অতিশয় টাটানি থাকিলে এবং তৎসহ জ্বর হইলে বেলেডনা উত্তম। বেলেডনার পরে ফস্‌ফরসের কার্য্যকারিতা অধিক। বেলেডনায় যদি গলা ভাঙ্গা প্রভৃতি কম না পড়ে তবে ফস্‌ফরসে তাহা শীঘ্রই আরোগ্য হয়। কণ্ঠার কাছে গলনলীর মধ্যে শুড় শুড় করিয়া কাশি হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া অধিক হইলে রিউমেক্‌স্ উপযোগী। রোগীকে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া শুইতে হয়, কারণ ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিলেই কাশি হইতে থাকে। জোরে টানিয়া নিঃশ্বাস লইলেই কাশি অধিক হয়। ক্রমশঃ কাশিতে কাশিতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বুকের মধ্যস্থলে টাটাইয়া থাকে, গলায় কঠিন সর্দ্দি জমিয়া থাকে ও সহজে নির্গত হয় না। ক্ষয়কাশের প্রথমাবস্থায় রাত্রিতে কাশি অধিক হইলেও রিউমেক্স দেওয়া যায়। আমারা শিশুদিগের তরুণ কাশি রাত্রিকালে অধিক হইলে এই ঔষধ দিয়া থাকি এবং ইহাতে আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়।

সাইলিসিয়া—কাশি, ঠাণ্ডা জল পান করিলে, কথা কহিলে এবং রাত্রিতে শয়ন করিলে অধিক হয়। ব্রাইওনিয়ার কাশি প্রায়ই শুষ্ক হয়, এবং প্রায়ই যেন পাকস্থলী হইতে কাশি হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। বুকের নীচে

গুড় গুড় করিলে ব্রাইওনিয়াতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কাশিতে গেলে সমস্ত শরীরে আঘাত লাগে এবং সেই জন্যই কাশিবার সময় রোগী বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরে। বাহির হইতে ঘরের মধ্যে আসিলে ও ভয়ঙ্কর মাথাধরা থাকিলে ব্রাইওনিয়াই তাহার ঔষধ। গয়ের অল্প, চটচটে এবং সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত হইলেও ব্রাইওনিয়া দেওয়া যায়। গরম ঘরের মধ্যে কাশি অধিক হইলে এবং পূঁযের ন্যায়, লবণাক্ত ও সবুজবর্ণের গয়ের নির্গত হইলে নেট্রম কার্ব্ব দেওয়া হইয়া থাকে।

তরল কাশি হইলে এবং ব্রাইওনিয়ার ব্যথার ন্যায় বেদনা থাকিলে ও রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এস্ক্লিপিয়াস টিউবারোসা দেওয়া যায়। কঠিন ঘঙঘঙে কাশি হইলে, জোরে নিঃশ্বাস লইবার পর উহা অধিক হইলে এবং শ্বাসকষ্ট হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্পঞ্জিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্পঞ্জিয়াতে প্রায়ই গয়ের উঠে না। পুরাতন ব্রন্কাইটিসে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হয়।

বালকদিগের শ্বাসকষ্টদায়ক কাশিতে স্যাম্বিউকস দেওয়া হইয়া থাকে। মুখ খুলিয়া অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত করিতে হয়। দমকা ও শুষ্ক কাশি হইলে, রাত্রিতে উহা অধিক হইলে ও উঠিয়া বসিবার পর কম পড়িলে হাইও-সায়েমস তাহার ঔষধ। বেলেডনাতেও রোগী কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসে কিন্তু তাহাতে কোনওরূপ আরাম বোধ হয় না। ক্ষয়কাশে রাত্রিকালে কাশি অধিক হইলে হাইওসায়েমস ব্যবহারে আশু উপকার দর্শে।

সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে এবং শয়ন করার পর অতি যন্ত্রণাদায়ক কাশি হইলে কোনায়ম বিশেষ উপকারী। ওপিয়মেও কঠিন কাশি দেখা যায় ও উহা রাত্রিকালে অধিক হয় এবং গয়ের অতি অল্প নির্গত হয়। ডাক্তার বর্ট বলিতেন যে রাত্রিকালে কাশি অধিক হইলে ও ক্রমাগত কাশিয়া কিছু নির্গত না হইলে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে থাকিলে ওপিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষয়কাশের রোগীদিগের যন্ত্রণাদায়ক শুষ্ক কাশিতে লরোসিরেসস্ উত্তম।

রাত্রির প্রথমভাগে নিদ্রার পর কাশি অধিক হইলে, গলা শুড়শুড় করিলে, বুকে চাপ বোধ হইলে, এবং রোগী উঠিয়া বসিয়া ক্রমাগত কাশিতে থাকিলে এমানিয়া রেসিমোসা প্রয়োগে ফললাভ করা যায়। প্রদাহের পর শুষ্ক এবং তরল কাশিতে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার কার্য্য অধিক। ক্ষয়কাশের প্রথমাবস্থায় ইহা

অতিশয় উপকারী। অধিকাংশ সময়ে স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় কাশি শুষ্ক হয়। ডাক্তার বৃঘাম বলেন, শ্বাসনালী-প্রদাহে স্যাঙ্গুইনেরিয়া একটি আশ্চর্য্য ঔষধ। গয়ের প্রায়ই ইটের ন্যায় পাঠকিলা রঙ্গের হয় এবং সময়ে সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। কিন্তু আবার কখনও কখনও কাশি অতিশয় তরল হয়, তথাচ গয়ের উঠাইতে বড়ই কষ্ট বোধ হয় (কেলী-বাইক্রমিক)। ডাক্তার হোলকম বলেন যে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ফুসফুসের পীড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। যে কোন কাশিতেই মুখ লালবর্ণ থাকিলে এবং গলায় শুষ্কতা থাকিলে স্যাঙ্গুইনেরিয়াতে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে।

এন্‌টিমোনিয়মের কাশিতে বুক ঘড় ঘড় করে এবং মনে হয় যেন কাশিলেই অনেক গয়ের উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠে না। কাশি তরল হয় ও উহার সহিত শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেইস বলেন যে ৩য় বা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিলে কাশি শুকাইয়া যায় এবং ২য় ক্রম ব্যবহার করিলে তরল হয়। তরল কাশি, বুক ঘড় ঘড় করা এবং গয়ের না উঠা এই তিনটি ইহার প্রধান লক্ষণ।

ইপিকাকেও বুক ঘড়ঘড়ানি থাকে, কিন্তু তাহার সহিত হাঁপানি, বমনোদ্রেক ও বমন বর্ত্তমান থাকে এবং প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় কাশিতে হয়। এণ্টিমোনিয়মের মত মনে হয় যেন বুকে অনেক কাশি রহিয়াছে কিন্তু কাশিতে কাশিতে বমি হইয়া যায় তথাপি কিছুই নির্গত হয় না।

ঘঙঘঙে কাশির সহিত যদি গলাভার থাকে ও কথা মোটা হয় তবে হিপারসল্‌ফার দেওয়া যায়। শুষ্ক কাশিতে প্রায় হিপার ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে অধিক কাশি হয় এবং কাশিতে কাশিতে রোগীর দম আটকাইয়া যায়।

বুক ঘড় ঘড় করে, রোগী ক্রমাগত কাশিতে থাকে, এবং কাশিতে কাশিতে অবশেষে কিছু নির্গত হয় ও তাহাতে রোগী অনেক উপশম বোধ করে, এই সমস্ত লক্ষণে সিনা দেওয়া যায়।

কাঁসা বাজার ন্যায় শব্দ হইয়া কাশি হইলে এবং চট্‌চটে গয়ের অতি কষ্টে নির্গত হইলে, কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া গেলে ও বমন হইলে কেলিবাইক্রমিকম দেওয়া হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে প্রথম শয়ন করিবার পরই যদি অল্পক্ষণ শুষ্ক কাশি হয় এবং অনেক দিন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও গলার মধ্যে জ্বালা ও কামড়ানি থাকে তবে নাইট্রিক এসিড্ তাহার ঔষধ। নাইট্রিক এসিডের কাশিতে প্রায় গয়ের উঠে না। মথাধরা থাকিলে এবং উপর পেটে টাটানি থাকিলে ও কাশি শুষ্ক এবং অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে নক্সভমিকা উপকারী।

বেলেডনা ও ব্রাইওনিয়া ব্যবহারের পর কাশি ভাল হইয়া আসিলে কখন কখন মার্কিউরিয়াস ফলপ্রদ হয়।

ষ্টিকৃটা পলমোনিয়ম কাশির একটি উত্তম ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ অনবরত কর্কশ দমকা কাশি। বাতগ্রস্ত বা স্নায়বিক লোকদিগের পক্ষে এবং কাশি কিছুদিনের পুরাতন হইলে ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার দ্বারা গলায় টাটানি কম পড়ে, গলার মাংসপেশী-সমূহের বেদনার লাঘব হয়, গলার প্রদাহ কমিয়া যায় এবং সুনিদ্রা হয়। ডাক্তার ইয়ংম্যান বলেন যে হুপিং কাশিতেও ইহা ফলপ্রদ হইতে পারে। ল্যাকেসিসের কাশি শুষ্ক, দমকা কাশি ও কাশিতে কাশিতে রোগীর দম আটকাইয়া যায়। গয়ের আদৌ উঠে না এবং গলায় অতিশয় ব্যথা থাকে। নিদ্রার পর বহির্বায়ুতে গেলে এবং গলায় কোনরূপ চাপ পড়িলে কাশি অধিক হয়। গলা হইতে গয়ের কিছুতেই নির্গত হয় না, তথায় যেন লাগিয়া থাকে। দমকা কাশি হইয়া গলা হইতে ক্রমাগত তরল সর্দ্দি নির্গত হইলে, কাশি বহুক্ষণস্থায়ী এবং বর্ষা বাদলায় অধিক হইলে ডলকামারা দেওয়া যায়।

শুষ্ক ঘঙ ঘঙানি কাশি হইলে এবং সর্দ্দি বুকে বসিয়া থাকিলে ও জল-পানে আরাম বোধ হইলে কষ্টিকম উপকারী। স্নায়বিক কাশিতে কুপ্রম দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার সহিত মাথায় বেদনা থাকে এবং কাশির বেগ আসিলে অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়। সিলা ও নেট্রম মিউরিয়েটিকমেও এই শেষোক্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্টিকমের রোগীও ল্যাকেসিসের রোগীর ন্যায় জোরে কাশিয়া সর্দ্দি তুলিয়া ফেলিতে পারে না।

ক্রুপ।

(CROUP).

ছোট ছোট শিশুদিগের ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। সচরাচর আমরা দুই প্রকার ক্রুপ দেখিতে পাই, যথা কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। যথার্থ ক্রুপ একটি ভয়ানক পীড়া। ইহাতে অতি সত্বরই শ্বাসরোধ হইয়া শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাতে গলার মধ্যে ডিপথিরিয়ার ন্যায় একটি সাদা পর্দ্দা দেখা যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা আমরা এই সমস্ত রোগেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। অনেক সময় যখন এলোপেথিক চিকিৎসকগণ শ্বাস *প্রশ্বাস চালনার জন্য গলায় ছিদ্র করিতে উদ্যত হন, তখনই আমরা আহূত হই এবং দুই এক মাত্রা ঔষধ সেবনেই শিশু সুস্থ হইয়া উঠে ও শ্বাস প্রশ্বাস* রীতিমত হইতে থাকে।

ক্রুপের প্রথম অবস্থায় একোনাইট একটি আশ্চর্য্য ঔষধ! যেখানে ঘুম ভাঙ্গিবার পর উঠিয়াই শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট লক্ষিত হয়, জ্বর থাকে এবং যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে থাকে, তথায় একোনাইট দেওয়া যায়। কাশি ভয়ানক শুষ্ক হয় ও কিছুই উঠে না। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলেও একোনাইট উত্তম। রোগের উপশম হইলেই ঔষধ একেবারে বন্ধ করা উচিত নহে, কারণ ইহা পুনরায় হইতে পারে।

যন্ত্রণা একোনাইটের মত অত্যন্ত অধিক না হইলে আমরা কেরম ফস্-ফরিকম দিয়া থাকি। সময়ে সময়ে ভেরেট্রম ভিরিডিতেও বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহাতেও একোনাইটের ন্যায় কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

স্পঞ্জিয়া ক্রুপের পক্ষে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। একোনাইটের পর ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ভয়ানক নিঃশ্বাসের কষ্ট। সাঁই সাঁই করিয়া নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে, মনে হয় যেন জালের মধ্য দিয়া নিঃশ্বাস বাহির হইতেছে। ভয়ানক ঘঙঘঙে কাশি, গয়ের মোটেই নির্গত হয় না এবং ক্রমেই নিঃশ্বাসের কষ্ট বাড়িতে থাকে। হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হইয়া শিশু মারা যাইবে এইরূপ মনে হয়। মধ্য রাত্রিতে প্রায়ই রোগের বৃদ্ধি হয়। মেম্‌ব্রেনস্ ক্রুপ অপেক্ষা কৃত্রিম ক্রুপেই ইহার ক্রিয়া অধিক।

ক্রুপের তিনটি প্রধান ঔষধের মধ্যে হিপার সল্‌ফর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কাশি প্রাতঃকালে অধিক হয়, ইহাতে কাশি তত শুষ্ক হয় না। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের বৃদ্ধি হয় ও বুক সাঁই সাঁই করিতে থাকে। গয়ের কিয়ৎ পরিমাণে তরল না হইলে হিপার কখনই ব্যবহার করা উচিৎ নহে। কাশিতে কাশিতে অনেক সময় গলায় সর্দ্দি বাধিয়া শিশুর দম আটকাইয়া যায়। যথার্থ ক্রুপে যখন টুকরা টুকরা মেমব্রেন উঠিতে থাকে এবং গলা হইতে কান পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তৃত হয় তখন ইহা বিশেষ উপকারী।

জার্ম্মানীর বিখ্যাত ডাক্তার বনিংহসন প্রায় চারিশত রোগী দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটিও মারা পড়ে নাই। তিনি সচরাচর ৫টি করিয়া পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতেন। প্রথমে একোনাইট দিয়া ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেন, তাহাতে উপকার না হইলে দ্বিতীয়বারেও একোনাইট দিতেন এবং পুনরায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেন, তাহাতে ফল না দর্শিলে তৃতীয়বারে স্পঞ্জিয়া দিতেন এবং তাহাতেও কার্য্য না হইলে চতুর্থবারেও স্পঞ্জিয়া দিতেন, এবং সর্ব্বশেষে হিপার দিতেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চিকিৎসা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ২।৩টি পুরিয়া খাইলেই শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিত, প্রায় ৫টি পুরিয়ার প্রয়োজন হইত না।

ক্রুপে ব্রোমিন আর একটি উত্তম ঔষধ। গলা ভাঙ্গিয়া যায় ও নিঃশ্বাস লইতে গেলে কাশি আইসে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইবার সময়ে বুকে সাঁই সাঁই শব্দ করে ও গলা ঘড় ঘড় করে এবং মনে হয় যেন শিশুর বুক শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ। হঠাৎ দম আটকাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঠাণ্ডা জল পান করিলে ঐ কষ্ট নিবারণ হয়। অনেক সময় মনে হয় যেন গলার মধ্যে একটি মেমব্রেণ ঝুলিতেছে। ইহার সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রোমিনের ঘড়ঘড়ানি যেমন গলার মধ্যে হয়, এণ্টিমোনিয়মের সেরূপ নহে, ইহা বুকের ভিতর হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। হিপার ব্যবহার করিয়া উপকার না হইলে ব্রোমিন বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ভয়ঙ্কর শ্বাস কষ্ট, শিশু ক্রমাগত এঘর হইতে ওঘরে যাইতে চাহে। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা ভাল যে, ব্রোমিন ঔষধটি সর্ব্বদা টাটকা হওয়া উচিত, কারণ ইহা বহুদিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়।

অনেক চিকিৎসক ক্রুপে কেলি মিউরিয়াটিকম একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া থাকেন। গলা হইতে ক্রমাগত ধূসর রঙ্গের ছিবড়ে ছিবড়ে গয়ের নির্গত হয়; আবার কখন কখন ভয়ানক শুষ্ক কাশি হয় ও তাহার সহিত গলার ভিতরে ঘড় ঘড় করিতে থাকে এবং বুকের মধ্যে ঘঙ ঘঙ শব্দ করিতে থাকে।

ফেরম ফস্ফরিকমের কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছি, ফলতঃ এই দুইটি সুষলার সাহেবের টিস্যু রেমিডির মধ্যে ক্রুপের উত্তম ঔষধ। কেওলিন একটি নূতন ঔষধ. ইহাতে ক্রুপের গুটিকতক প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মেমব্রেণ গলা হইতে মুখের দিকে না আসিয়া ক্রমে ভিতরের দিকে নামিয়া যায় এবং ট্রেকিয়া ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে ভয়ানক ব্যথা থাকে তখনই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়। বুকের টাটানি সময় সময় এত অধিক হয় যে, শিশু কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না।

আমেরিকার কোন কোন ডাক্তার ক্রুপে এমোনিয়ম কষ্টিকমই সর্ব্ব প্রধান ঔষধ বলিয়া থাকেন।

আইওডিনে ব্রোমিনের অনেক লক্ষণ দেখা যায়। শুষ্ক কাশি, গলাভাঙ্গা, গলার মধ্যে টাটানি ও সময় সময় মেমব্রেণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রুপের প্রথমেই যদি আইওডিন ব্যবহার করা যায়, তবে আর রোগ বেশী বাড়িতে পায় না। ইহার পরেও আইওডিন ব্যবহার করিলে রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে, এমন কি অতি মুমূর্ষু অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক সময় শিশুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ভয়ঙ্কর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, ঘঙ ঘঙে কাশি, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা ইহার লক্ষণ।

ডাক্তার ডিউই বলেন যে, ইহার ১ম ক্রম পনের মিনিট অন্তর ৩ ফোঁটা করিয়া খাইতে দিলে শিশু শীঘ্র সুস্থ বোধ করে।

হিপার এবং অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার সত্ত্বেও গলার মধ্যে মেমব্রেণ হইলে আইওডিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

মোটা ও সবল শিশুদিগের মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ হইলে, কেলি বাইক্রমিকম্ দেওয়া উচিৎ। ইহার কাশি শুষ্ক ও ঘঙ্ ঘঙে। গলার মধ্যস্থল ও টন্‌সিল

লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় ও কিছু খাইতে গেলে গলার মধ্যে বেদনা বোধ হয়। সময় সময় মনে হয় যেন নিঃশ্বাস একবারেই বন্ধ হইয়া গেল। কেলি বাইক্রমিকমে গলার মধ্যে খুব পুরু মেনব্রেণ হয় এবং রোগ ক্রমাগত নীচের দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে এমন কি সময় সময় ব্রঙ্কাইটিস্ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। গলার মধ্যে ভয়ানক সাঁই সাঁই করে ও কঠিন, চট্‌চটে সর্দ্দি নির্গত হয়। ক্রমাগত গলায় স্প্যাজম হইতে থাকিলে ল্যাকেসিস দেওয়া যায়। কোনও কোনও সময়ে মার্কিউরিয়াস্ প্রোটআওডাইড বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। গলা শুষ্ক, স্ফীত ও জ্বালা জনক হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়াই উত্তম। শুষ্কভাব ও জ্বালাই ইহার প্রধান লক্ষণ।

প্রলাপ।

(DELIRIUM.)

প্রলাপ বিকারের একটি প্রধান লক্ষণ। যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া রীতিমত হয় না এবং মস্তিষ্কে অতিশয় রক্তাধিক্য বা রক্তাল্পতা উপস্থিত হয় তখনই প্রলাপ আরম্ভ হয়। যে কোন পীড়াতেই হউক না কেন ইহা একটি ভয়ানক লক্ষণ। পুরাতন পীড়ার পর যদি প্রলাপ উপস্থিত হয় তবে তাহার জীবন সংশয় বলিলেই হয়। মাথায় ক্রমাগত বাতাস দেওয়া, বরফ প্রয়োগ করা, কপালে জলপটি দেওয়া ও নির্জ্জন স্থানে রাখা প্রভৃতি নিয়ম বহুকাল হইতে এই রোগে প্রচলিত আছে এবং ইহার কতকগুলিতে বিশেষ উপকারও হইয়া থাকে।

ডিলিরিয়মের প্রথম অবস্থায় বেলেডনাই আমাদের প্রধান ঔষধ। ভয়ানক হাসি, চীৎকার করা, দাঁত কড়মড় করা, এবং পলাইয়া যাইতে বা লুকাইতে চেষ্টা করা ইহার বিশেষ লক্ষণ। রোগী নানা বিষয়ে চিন্তা করিয়া ক্রমাগত ভয় পাইতে থাকে ও মুহুর্মুহু রাগিয়া উঠে। মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লালবর্ণ হয় ও রোগী ক্রমাগত পড়িয়া যাইতেছে এইরূপ মনে করে। সময়ে সময়ে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে কিন্তু আবার যখন জাগিয়া উঠে তখনই ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে।

হাইওসায়েমসে বেলেডনার ন্যায় মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য দেখা যায় না। আবার ইহাতে প্রায় রোগী ষ্ট্রামোনিয়মের ন্যায় ভয়ানকও হইয়া উঠে না। রোগী আলো ভাল বাসেনা এবং বিষ খাওয়াইয়া কেহ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে এইরূপ মনে করে। হয়ত বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে দেখিতে থাকে এবং যাহা তাহা বকিতে থাকে। অতিশয় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, ক্রমাগত কাঁদিতে ও বিছানা হাতড়াইতে থাকে এবং মনে মনে শত্রুর নিকট হইতে পলাইয়া যাইতে চাহে।

ষ্ট্রামোনিয়ম—এই ঔষধে রোগী ভয়ানক চিৎকার করিতে থাকে, সকলকে আঁচড়াইতে কামড়াইতে যায়, উন্মাদের ন্যায় বকিতে থাকে ফলতঃ মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিকৃতি উপস্থিত হয়। রোগী আলোকে ও বন্ধু মধ্যে থাকিতে ভালবাসে, ক্রমাগত বকে, হাসে, কাঁদে, গান করে, গালাগালি দেয়, ভূত দেখে ও অনুপস্থিত লোকের সহিত কথা বলে। সময়ে সময়ে ভয় পাইয়া তাহার মুখের ভয়ানক বিকৃতি হয়।

ক্রমাগত বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা থাকিলে ল্যাকেসিস দেওয়া যায়। সময়ে সময়ে রোগী মনে করে যেন তাহাকে ভূতে পাইয়াছে।

ক্রমাগত অসংলগ্ন ভাবে যাহা তাহা বলিলে, ও এক কথা হইতে আর এক কথা আরম্ভ করিলে সিমিসিফিওগা দেওয়া উচিত। ইহার রোগ প্রায়ই জরায়ুর রোগ হইতে উৎপন্ন। অনেক সময় রোগী আবার ইঁদুর বিড়াল পর্য্যন্ত দেখিতে থাকে।

ভেরেট্রমেও ভয়ানক অস্থিরতা লক্ষিত হয় ও তাহার সহিত ক্রমাগত দ্রব্যাদি ছিঁড়িবার ও কাটিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। ইহার সহিত আবার শরীর ভয়ানক শীতল হয় ও শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। রোগী ক্রমাগত চিৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতে থাকে ও মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া উঠে।

ক্রমাগত রক্তস্রাব হইয়া প্রলাপ হইতে থাকিলে ও রোগী অবসন্ন ভাবাপন্ন হইলে এবং বিমর্ষ হইয়া কথা না কহিলে ফস্‌ফরস দেওয়া যায়। অনেক সময় রোগী শূন্যের দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে ও অনেক লোক তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে এইরূপ মনে করে।

আপনার শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনে করিতে থাকা ও

উহাদিগকে একত্র করিতে চেষ্টা করা বেপটিসিয়ার প্রধান লক্ষণ। ফস্ফরসেও কখন কখন এই লক্ষণ দেখা যায়।

থুজায় রোগী নিজের শরীর কাচ অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত এইরূপ মনে করে।

ক্রমাগত নড়িতে চাহিলে আমরা এবসিনথিয়ম্ ব্যবহার করি।

সমস্ত শরীরের আক্ষেপ বা স্পন্দন থাকিলে এগারিকস ও জিন্কম দেওয়া যায়।

দাঁত উঠা।

(DENTITION)

শিশুদিগের যে সময় দাঁত উঠে তাহাকে ডেন্‌টিসন বলে। দাঁত দুইবার উঠে। প্রথম এক বৎসরের মধ্যেই একবার দাঁত উঠে। পুনরায় যখন শিশু ৫।৭ বৎসরের হয় তখন প্রথমকার দুধের দাঁতগুলি পড়িয়া যায় ও পুনরায় দাঁত উঠিয়া থাকে। শিশু-জীবনে প্রথম দাঁত উঠিবার সময়টী একটি বড় কঠিন সময় কারণ দন্তোদ্গমের চেষ্টায় শিশুর শরীরের মধ্যে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে ও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল না হইলে এ সমস্ত সহ্য করিতে পারে না ও নানারূপ পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়।

পেটের অসুখ, জ্বর, আমাশায় এমন কি সময় সময় বিকার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ শিশুদিগের পীড়ায় কেমোমিলা একটি উত্তম ঔষধ এবং দাঁত উঠিবার প্রারম্ভে ও সামান্য পীড়ায় ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। ছেলেরা খিট খিটে হয় ও তাহাদের মাথায় ভয়ানক ঘর্ম্ম হয় এবং সময়ে সময়ে সবুজ বর্ণের পাতলা দাস্ত হয়। মাঢ়ী কঠিন ও লালবর্ণ হইয়া উঠে।

শ্বাসনলির পীড়া উপস্থিত হইলে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িলে, গলা ভাঙ্গিয়া যাইলে ও শুষ্ক কাশি হইলে ফেরম ফস্ফরিকম দেওয়া যায়। পেটের পীড়ায় কিছুতেই উপশম না হইলে কখন কখন ফেরম মেটালিকম্ ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

সামান্য স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষিত হইলে, ছেলেরা ক্রমাগত ভয় পাইলে এবং অস্থির হইলে এগারিকস ১ম বা ২য় ক্রম দুই একমাত্রা দিলেই যথেষ্ট হয়।

একোনাইটের স্থায় জ্বরভাবের সহিত কেমমিলার মানসিক অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডনা তাহার ঔষধ। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, অতিশয় জ্বর ও তড়কা হইবার লক্ষণ, বিছানা হইতে ক্রমাগত চমকাইয়া উঠা ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়া বেলেডনার প্রধান লক্ষণ।

রাত্রে অস্থিরতা অধিক হইলে, মাঢ়ী ফুলিয়া উঠিলে ও খিটখিটে মেজাজ হইলে টেরিবিন্থ দেওয়া যায়।

দাঁত উঠিতে অতিশয় বিলম্ব হইলে অথবা অতি শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিলে ও শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল শিশুদিগের, এবং যাহাদের অস্থিসমূহ পরিপক্ক হয় না ও দাঁত উঠে না অথবা উঠিলে শীঘ্রই পোকা খাইয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা উত্তম। কখন কখন ইহার সহিত পেটের পীড়া ও পেটে অতিশয় বায়ু সঞ্চয়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রিয়াজোট দন্ত নির্গমন কারক একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দাঁত উঠিতে অতিশয় বিলম্ব ও ভয়ানক কষ্ট হয়। মাঢ়ী বিকৃত ও ব্যাথাযুক্ত এবং রাত্রে অধিক যন্ত্রণা হয় এমন কি শিশু ছটফট করিতে থাকে, ও দাঁত উঠিলে তাহারা পোকায় খাওয়া বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত কখন কোষ্ঠবদ্ধ ও কখন বা ভাল মল নির্গত হইতে দেখা যায়।

দন্ত নির্গত হইবার সময় মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হইলে, ও শিশু নির্ঝুম ভাবাপন্ন ও ফেকাসে চেহারা যুক্ত হইলে জিনকম দেওয়া উচিত।

বহুমূত্র।

(DIABETES.)

প্রস্রাবের পরিমাণ অধিক হইলে ও উহাতে চিনির অংশ অধিক থাকিলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, আমরা সচরাচর তাহাকেই ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র বলিয়া

থাকি। ইহা দুই প্রকার যথা—ডায়াবিটিস ইনসিপিডস্ ও মেলিটস্। রোগের সূত্রপাতে যখন খালি প্রস্রাব অধিক হইতে দেখা যায়, কিন্তু তৎসহ অন্য কোনও দোষ লক্ষিত হয় না তখন ইহাকে ডায়াবিটিস্ ইনসিপিডস্ বলে আর যখন উহা সম্পূর্ণরূপ বর্দ্ধিত অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন ইহাকে মেলিটস্ বলে। বিলাসী লোকদিগের অর্থাৎ যাহারা প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার দ্রব্য আহার করে অথচ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করে না, অথবা যাঁহারা ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রম করেন অথচ কোনও প্রকার ব্যায়াম করেন না, এইরূপ স্থূলকায় লোকদিগেরই সচরাচর এই পীড়া হইতে দেখা যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার উত্তম উত্তম ঔষধ আছে। আমরা অনেক কঠিন কঠিন রোগীকে আরোগ্য লাভ হইতে দেখিয়াছি। ডাক্তার হিউজ প্রভৃতি ইউরেনিয়ম নাইট্রেটের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অপাক ও অম্ল হইতে রোগের উৎপত্তি হইলে ইহা অতিশয় উপকারী। কেহ কেহ বলেন ৩য় ক্রম ব্যবহারে সদ্য সদ্য চিনি ও প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া আইসে। অতিরিক্ত ক্ষুধা ও পিপাসা সত্বেও দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া ইহার আরও একটি বিশেষ লক্ষণ।

সাইজিজিয়ম জেমবোলেনম দুই একটি রোগীতে বিশেষ উপকার দেখাইয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা কতদূর স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে বলিতে পারি না। স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে এই পীড়া উপস্থিত হইলে ফস্ফরিক এসিড একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রস্রাব পরিমাণে অধিক, সাদা বর্ণের ও অধিক চিনি যুক্ত হয়। মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তা হইতে রোগ উপস্থিত হইলে ও মানসিক এবং শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। ক্ষুদামান্দ্য, অতিশয় জল পিপাসা এবং ব্রণ প্রভৃতি হওয়া ইহার আরও কয়েকটি লক্ষণ। বহুমূত্রের প্রথমাবস্থায় ইহা উত্তম। এই অবস্থায় কষ্টিকম, সিলা ও স্ট্রোপান্থাসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাত রোগগ্রস্ত বা ক্ষয়কাশি ধাতুর লক্ষণযুক্ত লোকদিগের প্রস্রাবের পীড়ায় ফস্ফরস উত্তম। নেট্রম সল্ফে (Hydrogenoid of Grauvogl) মুখ ও গলা শুষ্ক হয়। বহুমূত্র হইতে পচন আরম্ভ হইলে ও অতিশয় জল পিপাসা এবং শুষ্কতা থাকিলে আর্সেনিক দেওয়া যায়।

পাকস্থলী ও যকৃতের পীড়াযুক্ত হইয়া বহুমূত্র হইলে লেকটিক এসিড তাহার একটি উত্তম ঔষধ। যথেষ্ট পরিমাণে ও ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, অতিশয় জল

পিপাসা, বমনেচ্ছা, দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত ক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ ও খড়ের মত রঙ্গের প্রস্রাব ইহার প্রধান লক্ষণ। সাদা রংএর অধিক পরিমাণে প্রস্রাব, অতিশয় জল পিপাসা, চর্ম্ম শুষ্ক, উষ্ণ ও অধিক দুর্ব্বল হইলে এসিটিক এসিড ব্যবহার করা হয়। ওষ্ঠের শুষ্কতা অনেক সময় মধুমূত্রের একটি প্রধান লক্ষণ এবং ইহার পক্ষে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় ঔষধ আর নাই। মুখের মধ্যে তিক্ত আস্বাদ, রোগীর অলসভাব ও মানসিক অসচ্ছন্দতা থাকিলে এবং রোগী আহার করিতে অক্ষম হওয়ায় অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ব্রাইওনিয়ায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মুখে তিক্তস্বাদ ও জিহ্বা অপরিষ্কার হইলে এই রোগে কখন কখন পডোফাইলমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন যে, প্রস্রাবে কষ্ট থাকিলে ও প্রস্রাব অধিক এবং মিষ্টগন্ধযুক্ত হইলে আর্জেণ্টম মেটালিকম উত্তম।

উদরাময়।

(DIARRHŒA.)

সচরাচর আহারাদির অনিয়ম বশতঃই উদরাময় উপস্থিত হয়। ইহাতে প্রায়ই মল অতিশয় তরল হয় ও পুনঃপুনঃ ভেদ হইতে থাকে। ইহার সহিত কখন কখন পেট বেদনা, পেট কামড়ানি, অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চয় প্রভৃতিও দেখা যায়। এই রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য।

ডাক্তার বেল সাহেব আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগের যে এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, এরূপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। আমার পিতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তক বাঙ্গালা দেশে আদরণীয় হইয়াছে। আমরা এ স্থলে তাহা হইতে সংক্ষেপে কয়েকটি ঔষধের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

আর্সেনিক—পেটের পীড়ার একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে মলের পরিমাণ অল্প হয়, মল কাল ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয় এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব করে। কখন কখন ইহার সহিত জ্বালাও বর্ত্তমান থাকে। সাধারণতঃ সকল

পীড়াতেই অতিশয় জ্বালা আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ। সময়ে সময়ে মল রক্ত ও আমযুক্ত দৃষ্ট হয় এবং আহারের পর (চায়না, ফেরম) ও রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। বরফ বা কোনও শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে আর্সেনিক তাহার প্রধান ঔষধ। বিষাক্ত দ্রব্য আহার করিলেও আর্সেনিক অনেক সময়ে তাহার প্রতিকারক।

ভেরেট্রম এল্‌বম এই রোগের আর একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অধিক পরিমাণে জলের ন্যায় মল ও তাহা বেগে নির্গত হওয়া, মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটবেদনা, মলত্যাগের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীতল ঘর্ম্ম ও শরীরের অতিরিক্ত শীতল ভাব ইহার প্রধান লক্ষণ। ভেরেট্রমের মলের মধ্যে সাদা সাদা ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে পদার্থ দেখা যায়। কখন বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় মলও দৃষ্ট হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং কখন কখন মলত্যাগের সময়ে পর্য্যন্ত আমাশয়ের ন্যায় পেটবেদনা বর্ত্তমান থাকে। কখন বা বমনোদ্রেকও দৃষ্ট হয়। জলবৎ মল বেগে নির্গত হইলে ও রোগীর শরীর অতিশয় শীতল হইলে কখন কখন জেট্রোফা ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। মলের সহিত অধিক পরিমাণে বায়ু নিসঃরণ হওয়াও জেট্রোফার একটী প্রধান লক্ষণ। কুপ্রম মেটালিকমেও ভেরেট্রমের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে শীতল ঘর্ম্ম হয় না এবং অধিক পরিমাণে হাত পায়ে খাল ধরা বর্ত্তমান থাকে। কুপ্রমেও অনেক সময় ভেরেট্রেমের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে এবং সময়ে সময়ে উহা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে; কিন্তু ভেরেট্রমের ন্যায় শীতল ঘর্ম্ম ইহাতে দৃষ্ট হয় না। অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিবার ইচ্ছাও ভেরেট্রমের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার ডিউইর মতে ভেরেট্রমের নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। আমরা সচরাচর ১২শ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

সিনকোনা বা চায়না—পেটের পীড়ায় ইহাও একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পেটের বেদনা না থাকিয়া যদি উদরাময় উপস্থিত হয়, তবে চায়না প্রথমেই আমাদের মনে আইসে। এই অবস্থাতে চায়না, পডোফাইলম ও ফস্‌ফরিক এসিড প্রধান। উত্তমরূপে পরিপাক না হইয়া যদি মল নির্গত হয়, তাহা হইলে চায়না, ফেরম অথবা পডোফাইলম দেওয়া উচিত। চায়নায়

মলে অতিশয় দুর্গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। ইহার মল সচরাচর আম ও পিত্ত সংযুক্ত, কালবর্ণ ও অপরিপাক অবস্থায় নির্গত। ইহা সচরাচর রাত্রিকালে ও আহারের পর অধিক দৃষ্ট হয়। রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও দিন দিন শুথাইয়া যাইতে থাকে। সম্প্রতি আমরা ফেরম ফস্‌ফরিকম ব্যবহার করিয়াও এইরূপ অবস্থায় বিশেষ ফল পাইয়াছি।

ফস্‌ফরিক এসিডেও প্রায় চায়নার সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাতে দুর্ব্বলতা এত অধিক হয় না, পেটের মধ্যে ভুট্‌ভাট্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, জলের ন্যায় মল নির্গত হয় ও অতিশয় পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

ফেরম ও আর্সেনিকমের ন্যায় চায়নাতেও আহারের পর পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। ফল থাইয়া পীড়া অধিক হইলেও চায়নাতে বিশেষ উপকার দর্শে। গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। আইরিস্‌ ভার্সিকোলারও এই রোগে উত্তম, কিন্তু ইহাতে উদরাময়ের সহিত অধিক পরিমাণে অম্ল বমন হইতে থাকে।

চায়নাতে আর্সেনিকের মত পিপাসা থাকে, কিন্তু গাত্রদাহ থাকে না। কোনও কঠিন পীড়ার পর উদরাময় উপস্থিত হইলে চায়না উত্তম।

পেটের পীড়ায় সলফরের ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য। আমাদের কতিপয় বন্ধু উদরাময় বা কলেরার নাম শুনিলেই সল্‌ফর সেবনের ব্যবস্থা করেন। বাস্তবিক মল হরিদ্রাবর্ণ জলের ন্যায় এবং আমসংযুক্ত ও নানা বর্ণের হইলে সল্‌ফরের ক্রিয়া আশ্চর্য্য। প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিতে না উঠিতে বেগ হওয়া ইহার এক বিশেষ লক্ষণ। রুগ্ন ও কৃশ শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। ব্রাইওনিয়াতেও প্রাতঃকালে মলত্যাগ অধিক হয়, কিন্তু ইহা কিয়ৎক্ষণ নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার পর হইয়া থাকে। নেট্রম সলফিউরিকমও প্রাতঃকালের পেটের পীড়ায় উত্তম, কিন্তু ইহাতে পেটের পীড়ার সহিত অধিক বায়ুসঞ্চয় দৃষ্ট হয়। রিউমেক্‌স্‌ ক্রিসপসও ঠিক সলফরের ন্যায় কার্য্যকর, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক কাশি দেখিতে পাওয়া যায়। পডোফাইলমও ইহার পক্ষে অতিশয় উপকারী, কিন্তু প্রায়ই ইহাতে পীড়া সমস্ত দিন ব্যাপিয়া থাকে ও তাহার সহিত অতিশয় যকৃতের বেদনা দৃষ্ট হয়। মলদ্বারের টাটানি ও চুলকানি

এবং মলত্যাগের সময় অতিশয় জ্বালা হওয়াও সলফরের বিশেষ লক্ষণ। ফস্‌ফরস ও ডায়স্কোরিয়াতেও প্রাতঃকালে মল অধিক হয়; কিন্তু ডায়স্কোরিয়াতে অতিশয় পেটের বেদনা বর্ত্তমান থাকে। ক্রমাগত প্রাতঃকালে অধিক মল নির্গত হইয়া যদি রোগী ক্রমে শুখাইয়া যাইতে থাকে, তবে পিট্রোলিয়ম উপযোগী। সল্‌ফরের মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত; সময়ে সময়ে রোগীর মনে হয় যেন কাপড়ে মল লাগিয়া রহিয়াছে। কখন কখন পর্য্যায়ক্রমে তরল ও কঠিন মল নির্গত হইতে দেখা যায়। ইহার সহিত অর্শের বলি থাকিলে সল্‌ফরের ক্রিয়া আরও উত্তম। রক্ত ও আম সংযুক্ত উদরাময় ও উহার সহিত অতিশয় পেটবেদনা সল্‌ফরের আর একটী লক্ষণ।

এলোজের ক্রিয়া মলদ্বারের উপরই অধিক। ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা ও অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্রমাগত মলদ্বারের অসচ্ছন্দতা, দুর্ব্বলতা, এবং অনিশ্চিত ভাব এলোজের আর একটি প্রধান লক্ষণ। পাছে মল নির্গত হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় রোগী বায়ুনিঃসরণ করিতে সাহস করে না। এলোজেও সল্‌ফরের ন্যায় রোগ প্রাতঃকালে অধিক দৃষ্ট হয় ও সময় সময় আহারের পর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দিবসে রোগী সুস্থ বোধ করে। রোগীর মলদ্বারের দুর্ব্বলতা এত অধিক হয় যে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব করিতে গেলে মল নির্গত হইয়া পড়ে। অর্শের বলি বর্ত্তমান থাকিলে ও তাহা ব্যথাজনক হইলে এলোজ বিশেষ উপকারী। মলত্যাগের পূর্ব্বে রোগী তলপেটে ও নাভিস্থলে অতিশয় বেদনা অনুভব করে। মলত্যাগের সময়ও উহা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহার পরই উপশম বোধ হয়।

উদরাময়ে ক্রোটন টিগলিয়মও একটী আশ্চর্য্য ঔষধ। হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ মল অতিশয় বেগে নির্গত হইলে ও উহার সহিত বমন বা বমনোদ্রেক থাকিলে ক্রোটন আশু ফলপ্রদ। আহার কিম্বা জল পান করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। ক্রোটনের মত আরও কয়েকটি ঔষধ আছে। অধিক পরিমাণে ফেনাযুক্ত মল বেগে নির্গত হইলে. এবং তাহার সহিত পেটবেদনা, শীতবোধ ও অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে ইলাটেরিয়ম উপযোগী। হরিদ্রা অথবা সবুজ বর্ণের মল বেগে নির্গত হইলে ও তাহার সহিত পেটের মধ্যে শীতল ভাব বর্ত্তমান থাকিলে গ্রেটিওলা দেওয়া হইয়া থাকে। আর একটি ঔষধ জেট্রোফা;

ইহার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একবারে অনেক পরিমাণে মল বেগে নির্গত হইয়া বিশেষ আরাম বোধ হইলে গেম্বোজ দেওয়া উচিত।

মল অতিশয় অম্লগন্ধযুক্ত হইলে দুইটি ঔষধ আমাদের মনে আইসে; যথা, হিপার সল্‌ফর ও রিয়ম। তন্মধ্যে রিয়ম প্রধান। ইহার মলে অম্লগন্ধ এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীরে ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। ক্যালকেরিয়া ও মেগনিসিয়া কার্ব্বেও কখন কখন অতিশয় অম্লগন্ধযুক্ত মল দেখা যায়। রিয়মের পর মেগনিসিয়া কার্ব্ব ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মেগ্‌নিসিয়াকার্ব্বের ন্যায় রিয়মেও ফেনাযুক্ত, পুকুরের পানার ন্যায় সবুজবর্ণের মল দেখিতে পাওয়া যায়। পেটবেদনা ও অতিশয় দুর্ব্বলতাও ইহার সহিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আহারের পর ও নড়িয়া বেড়াইলে রোগের বৃদ্ধি হয়। কখন কখন মলত্যাগের সময় রোগী শীত অনুভব করে।

প্রাতঃকালে পীড়া অধিক হইলে পডোফাইলম উত্তম। ইহাতে জলের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের মল বেগে নির্গত হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রায়ই উহার সহিত বেদনা থাকে না। ইহাতেও চায়না ও কলোসিন্থের ন্যায় আহারের পরেই অনেক সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। মলত্যাগের পর রোগী পেটে ও মলদ্বারে অধিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে। অনেক সময় মল নির্গত হইবার পূর্ব্বেই হালিস বাহির হয়; কিন্তু ইগ্‌নেসিয়া, কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস ও হেমিমেলিসের হালিস মলত্যাগের পরে বাহির হয়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় বিকার-ভাব-সংযুক্ত হইয়া যদি পেটের পীড়া উপস্থিত হয়, তবে অনেক সময়ে পডোফাইলম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। কখন কখন পর্য্যায়ক্রমে মাথাধরা ও উদরাময় দৃষ্ট হইয়া থাকে (এলোজ)। মলের সহিত খাদ্যদ্রব্য অপরিপাক অবস্থায় নির্গত হইলে এই ঔষধ চায়না ও ফেরমের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। শিশুদিগের পেটের পীড়ায় যদি জলবৎ মলের সহিত গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ দেখা যায়, তাহা হইলেও পডোফাইলম ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়স ও পডোফাইলম উভয়েই যকৃতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে এবং এই দুই ঔষধেই জিহ্বার চারি দিকে দাঁতের দাগ দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ পাতলা মল, প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি, কোনওরূপ বেদনা না থাকা ও মলদ্বারের দুর্ব্বলতা এই কয়েকটি পডোফাইলমের প্রধান লক্ষণ।

মলত্যাগের সময় অতিশয় বেগ দেওয়া মার্কিউরিয়সের প্রধান লক্ষণ। পেটের পীড়ায় মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস অপেক্ষা মার্কিউরিয়স করোসাইভস্ উত্তম। আমাশয় রোগের ইহা একটি প্রধান ঔষধ। রক্ত ও আমসংযুক্ত মল, ক্রমাগত বেগ আসা, এমন কি মলত্যাগের পরেও বেগের নিবৃত্তি না হওয়া ইহার লক্ষণ। যকৃতের দিকে বেদনা, ময়লাযুক্ত জিহ্বা ও মলত্যাগের পূর্ব্বে ভয়ানক বেগ এবং শীত বোধ ইহার আরও কয়েকটী লক্ষণ। হরিদ্রাবর্ণ বা কাদার ন্যায় মল নির্গত হইলে অনেক সময় মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে দুর্গন্ধ ও অতিশয় ঘর্ম্ম থাকিলে মার্কিউরিয়স প্রয়োগের আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

পেটের পীড়ায় ক্যাল্কেরিয়ার কথা আমাদের কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। অম্লগন্ধযুক্ত মল অপরিপাক অবস্থায় নির্গত হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া তাহার প্রধান ঔষধ। দন্তনির্গমনকালে পেটের পীড়া হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। এই সময়ে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকাতেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়া থাকে। মল ফট্‌ফট্ শব্দ করিয়া নির্গত হইলে ও অধিক পরিমাণে অতি দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকাই প্রধান ঔষধ। মোটা থপ্‌থপে লোকের পক্ষে কার্ব্ব উত্তম; কিন্তু দুর্ব্বল ও কৃশ লোকের পক্ষে ফস্‌ফরিকাই ভাল। ছোট ছেলেদের যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে ক্যাল্‌কেরিয়া আর্সেনিকোসা উপযোগী। আমরা ইহার বহুল পরীক্ষা করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। বৈকালে জ্বর হইলে ও মল পাতলা হইলে সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন পেটের পীড়ায় ফস্‌ফরস উপকারী। সবুজ বর্ণের পাতলা মল আমসংযুক্ত ও বেদনা-বিহীন হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। আহার করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই উহা নির্গত হইয়া যায়। মলদ্বার ফাঁক হইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হওয়া ফস্‌ফরসের একটি প্রধান লক্ষণ। কখন কখন এপিসেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। গরম দ্রব্য আহারে পীড়ার বৃদ্ধি ও বমন হইলে ফস্‌ফরস ব্যবহার করা হয়। খাদ্যদ্রব্য পেটের মধ্যে গিয়া গরম হইলেই বমন হইয়া যাওয়া ফস্‌ফরসের এক প্রধান লক্ষণ। পেটের পীড়ার সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ডানাদ্বয়ের মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়। সাগুর ন্যায় মল নির্গত হইলেও ফস্‌ফরস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সবুজ বর্ণের মল আম ও রক্ত সংযুক্ত হইলে অথবা শাকছেঁচানির মত হইলে আর্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আর্সেনিকের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মলত্যাগের সহিত বায়ুনিঃসরণ হয় ও ফুট্‌ফাট্‌ শব্দ হইতে থাকে। অতিরিক্ত চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা আর্জেণ্টমের আর একটি প্রধান লক্ষণ। রোগী শুষ্ক জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। অধিক মানসিক উত্তেজনা হইতে পেটের পীড়া হইলে আর্জেণ্টম বিশেষ ফলপ্রদ।

ভয় পাইয়া পেটের পীড়া হইলে জেল্‌সিমিয়ম উপকারী। ওপিয়ম এবং ভেরেট্রম এল্‌বমেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পলসেটিলাও কখন কখন এইরূপ অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের অথবা ভিন্ন ভিন্ন রকমের মল নিঃসৃত হইতে থাকে।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অথবা গরম স্থান হইতে শীতল স্থানে ক্রমাগত গমনাগমন করিয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে ডল্‌কামারা দেওয়া উচিত।

উপরে যাহা লিখিত হইল এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ঔষধ উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেল সাহেবের পুস্তক অথবা তাহার বঙ্গানুবাদ দেখিলে তৎসমস্ত জানিতে পারা যাইবে।

ডিপ্‌থিরিয়া।

(DIPTHERIA).

ডিপ্‌থিরিয়া একটি ভয়ানক সংক্রামক রোগ। বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও যে নাই এরূপ নহে। কলিকাতায় সময়ে সময়ে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রধানতঃ ইহা শিশুদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। কখন কখন ইহা বয়ঃপ্রাপ্তদিগেরও হইতে দেখা যায়। গলার মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ হইয়া এক প্রকার পর্দ্দার ন্যায় সাদা সাদা জিনিস দেখা যায়। উহা অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে ও সহজেই নিবারিত না হইলে দুই চারি দিনের মধ্যেই রোগীর প্রাণসংশয় হইয়া উঠে। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার কয়েকটি অতি উত্তম ঔষধ আছে। রোগের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক জ্বর ও যন্ত্রণা থাকে, তাহা

হইলে একোনাইট দেওয়া যাইতে পারে। প্রদাহ অধিক হইলে ও দপ্‌দপানি থাকিলে বেলেডনাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত মেম্ব্রেন দৃষ্ট হইলে এ সমস্ত ঔষধে আর বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

মার্কিউরিয়স যদিও জ্বর ও গলনলীর প্রদাহে একটি উত্তম ঔষধ, তথাপি এই রোগে ইহা কতদূর ফলপ্রদ বলিতে পারা যায় না। ইহাতে ডিপ্থিরিয়ার ন্যায় এত অধিক দুর্ব্বলতা এত শীঘ্র দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ডাক্তার ডিউই বলেন যে, মার্কিউরিয়স সায়ানেটস্ এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ। নাড়ী অতিশয় দ্রুতগতি, ভয়ানক দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট এই কয়টি ইহার প্রধান লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভ হইতেই রোগী হিমাঙ্গ (Collapse) হয়। গলার মধ্যে পর্দ্দা পাকিতে আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহা সাদা সাদা দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে বাড়িতে থাকে ও কাল হয় এবং ধ্বংস ও পচন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। জিহ্বা কাল অথবা ধূসর রঙ্গের, নিঃশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ, নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হওয়া, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্রমাগত মুখ হইতে লালা নিঃসরণ ইহার লক্ষণ। ডিপথিরিয়ায় মার্কিউরিয়সের ক্রিয়া উত্তম নহে, এইরূপই সাধারণের বিশ্বাস; কিন্তু ডাক্তার ডিউই বলেন যে, তিনি অতি কঠিন কঠিন রোগীতেও মার্কিউরিয়স সায়ানেটস্ ব্যবহার করিয়াছেন এবং অতি আশ্চর্য্যরূপ ফললাভ করিয়াছেন। অতিশয় দুর্ব্বলতা, গলার মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ ও অতিশয় ঘন পর্দ্দা। প্রথমে ইহা সাদা সাদা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমে উহা ধূসর বর্ণের হইয়া আইসে ও অবশেষে পচন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। জিহ্বা অতিশয় ময়লাযুক্ত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, নাসিকা হইতে রক্ত পড়া, ক্ষুধামান্দ্য এবং অতিশয় লালা নিঃসরণ ইহার আরও কয়েকটি প্রধান লক্ষণ। পীড়া অতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলে যদি নাসিকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়, তবে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহাতে কেলিবাইক্রমিকমের ন্যায় চট্‌চটে সর্দ্দি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ন্যায় দুর্ব্বলতা এত অধিক দৃষ্ট হয় না। ৩০শ ক্রম সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ৬ষ্ঠ ক্রমের নিম্নে কখনই ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ ইহাতে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি উপস্থিত করে।

অতিরিক্ত ক্ষত উৎপন্ন হইলে ও ঘন ঘন চট্‌চটে লালা নির্গত হইলে কেলিবাইক্রমিকম্ দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন ইহার সহিত রক্ত

সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। গলার মধ্যে হরিদ্রা বর্ণের পর্দ্দা, ঘুংড়ি কাশির স্থায় কাশি, এবং অতিশয় বক্ষোবেদনা ইহার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ পীড়ার শেষ অবস্থায় যখন ক্ষতস্থান আর বাড়িতে পারে না এবং উহার (line of demarkation) দৃষ্ট হয়, তখনই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেলিমিউরিয়েটিকমও কখন কখন এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আমাদের হোমিওপ্যাথিক মতে প্রুভ করা (proved) ঔষধ নহে। ডাক্তার সুষলার ইহা ব্যবহার করিতেন এবং আমরাও ব্যবহার করিয়া কখন কখন ফল পাইয়াছি। ইহার প্রধান লক্ষণ আব্-গিলিতে বেদনা ও সাদা সাদা পর্দ্দা গলার মধ্যে দৃষ্ট হওয়া। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি কঠিন কঠিন লক্ষণ ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

পচন আরম্ভ হইলে কেলি ক্লোরেটম ব্যবহারে উপকার হইতে পারে। ইহা ব্যবহারে অনেক সময় নাসিকা প্রভৃতি আক্রান্ত হয় না। অতিরিক্ত গলা ফুলা থাকিলে এবং দুর্গন্ধ অধিক হইলে কখন কখন কেলিপারম্যাংগ্যানেট ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে ল্যাকেসিসের স্থায় গলার মধ্যে গোলার স্থায় ঠেলিয়া উঠে ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দৃষ্ট হয়। ইহার ফুলা অনেকটা এপিসের স্থায়, কিন্তু এপিসে এত দুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ফুলা যত অধিক হয়, ততই এপিসের কার্য্যকারিতা অধিক হইয়া থাকে। হুলবিঁধার স্থায় বেদনা ও ফোস্কা পড়া ইহার আরও দুইটি বিশেষ লক্ষণ। গলার মধ্যে চক্চকে লাল বর্ণ দেখা যায়। ইহার সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা, জ্বর ও ছট্ফটানি থাকে। প্রস্রাব অল্প, লালবর্ণ ও জ্বালাজনক হয় (ক্যান্থারিস ও ল্যাক্কেনাইনম)।

এপিস, রস্টকস্ ও আর্সেনিক ব্যবহারে উপকার না হইলে, এবং উহাদের স্থায় লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, আমরা ল্যাক্কেনাইনম ব্যবহার করিয়া থাকি। ডাক্তার সিল্ম্যানের মতে এ রোগে ল্যাকেসিসের স্থায় ঔষধ আর নাই। রোগ প্রথমে বাম দিক আক্রমণ করিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি, গলাধঃকরণে অতিশয় কষ্ট, অতিরিক্ত পচন, ক্ষতস্থান গাঢ় লালবর্ণ ও অতিশয় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, ইত্যাদি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

অতিশয় দুর্ব্বলতার সহিত জ্বর, গলার মধ্যে অতিশয় ঘন পর্দ্দা, ভয়ানক দুর্গন্ধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মাথাধরা, নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও বমনোদ্রেক থাকিলে কার্ব্বনিক এসিড ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ডিউই বলেন যে, এণ্টিটক্সিনে এই ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলিয়াই উহাতে সময়ে সময়ে এত অধিক ফল দর্শে। (Septic poison) নাশ করিবার জন্য ব্যাপ্টিসিয়া সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় দুর্গন্ধ, গলনলী গাঢ় লাল-বর্ণ, গলার গ্রন্থিসমূহ অতিশয় স্ফীত, অতিশয় পৃষ্ঠবেদনা, মুখমণ্ডলীর বিকৃতি, জিহ্বা লাল ও শুষ্ক এবং আসন্ন বিকার ইহার বিশেষ লক্ষণ। রস্টক্সেও ব্যাপ্টিসিয়ার ন্যায় পচন দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিসের ক্রিয়া যেরূপ বাম দিকের উপর অধিক, লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়াও সেইরূপ দক্ষিণ দিকের উপর অধিক। ইহাতে নাসিকা বদ্ধ হইয়া থাকে ও তজ্জন্য অতিশয় শ্বাসকষ্ট হয়। জল পর্য্যন্ত পান করিতে রোগী গলায় অতিশয় বেদনা অনুভব করে। বৈকালে ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াও এই ঔষধের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। কখন কখন শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয় যে, নাসিকার দুই পার্শ্বের চর্ম্ম পাখার ন্যায় ক্রমাগত নড়িতে থাকে।

ব্রোমিন—গলার মধ্যে ডিপ্থিরিয়ার ন্যায় পর্দ্দা এই ঔষধে দেখা যায়। কিন্তু পচন আরম্ভ হইলে যে এই ঔষধে কোনও ফল দর্শিতে পারে এরূপ আমাদের বিশ্বাস নাই। অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও ঘঙ্ঘঙে কাশি ইহার আর দুইটি বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা হইতে রক্তপাত, ভয়ানক দুর্গন্ধ, আলজিব অতিশয় স্ফীত, গলার ও মুখের মধ্যে ময়লা হরিদ্রা বর্ণের পর্দ্দা, নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষীণ, জিহ্বা ওষ্ঠ প্রভৃতি অতিশয় শুষ্ক ও ফাটা, ইত্যাদি লক্ষণের সহিত যদি সাতিশয় দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে মিউরিয়েটিক এসিড দেওয়া যাইতে পারে। প্রস্রাবের সহিত কখন কখন এলবিউমেন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ক্ষতকারী স্রাব নাইট্রিক এসিডের একটি প্রধান লক্ষণ। পেটের মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা ও অসচ্ছন্দ ভাব হয় এবং সমস্ত খাদ্য বমন হইয়া যায়। নাসিকায় অধিক যন্ত্রণা হইলে ও উহার মধ্যে সাদা পর্দ্দা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ

দেওয়া হইয়া থাকে। ভয়ানক দুর্গন্ধ ও গলার মধ্যে কাঁটা বিঁধার ন্যায় বেদনাও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

পৃষ্ঠে ও হস্ত পদে বেদনা, গলনলীর অতিশয় প্রদাহ এবং উহা ভয়ানক বেদনাযুক্ত ও স্ফীত, জিহ্বা ময়লায় আবৃত, গলার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, নাড়ীর গতি দ্রুত ও অতিশয় দুর্ব্বলতা, এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ফাইটোলেক্কা দেওয়া উচিত। গলার মধ্যে জ্বালা ও রোগের প্রারম্ভে অধিক কষ্ট বোধ ইহার আরও বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার বর্ট বলেন, ইহার অমিশ্র আরক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কখন কখন ইহা দ্বারা ক্রমাগত গলা ধৌত করিলে উপকার হইয়া থাকে।

অনেক সময় যখন সকল ঔষধই ব্যর্থ হয়, তখন আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। যখন ভয়ানক জ্বর ভোগ করিয়া রোগী এত দুর্ব্বল হয় যে, আর নড়িতে পারে না, অথচ ভয়ানক জ্বালা ও আন্তরিক অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে, তখনই আর্সেনিক দেওয়া হইয়া থাকে।

ডিপ্‌থিরিয়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরেও যদি উহার বিষ সম্পূর্ণরূপে শরীর হইতে না যায় ও গলায় সর্দ্দি বসিয়া থাকে, তাহা হইলে আর্সেনিক আইওডাইড্‌ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শোথ।
(DROPSY.)

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় বহুকাল ভুগিয়া রক্তাল্পতা হইলে শোথ উপস্থিত হয়। কখন কখন প্রস্রাবের পীড়া (albuminuria) হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জল জমিতে থাকে এবং হাত, পা, উদর প্রভৃতি ভয়ানক স্ফীত হয়। উদরের স্ফীতি অধিক হইলে রোগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ইহাতে প্রায়ই প্রস্রাব অতিশয় অল্প পরিমাণে হইতে থাকে ও কখন কখন উহা জ্বালাজনক হয়।

এই রোগে এপিস একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে পিপাসা একেবারেই থাকে না। রোগীর চেহারা রক্তহীন, চক্‌চকে ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।

প্রস্রাব অতি অল্প পরিমাণে হইতে থাকে ও কখন কখন সমস্ত শরীরে লাল লাল গুটির ন্যায় বাহির হয়। এপিস ব্যবহারে এই সমস্ত লক্ষণ আশু প্রশমিত হয়। *যদি হৃৎপিণ্ডের পীড়াসংযুক্ত শোথ হয়, তবে পায়ের ফুলা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।* হাইড্রোথোরাক্স (hydrothorax) হইলে শ্বাসকষ্ট অধিক হয় ও মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একোনাইট বা আর্সেনিকের ন্যায় ইহাতে মনে কোনও ভয়ের উদয় হয় না। সমস্ত শরীরের টাটানি ও চক্ষুর পাতা ফুলা এপিসের আর দুইটি বিশেষ লক্ষণ। রসস্থ প্রদাহের (serous inflamation) পর রস শুকাইলে এপিস বিশেষ ফলপ্রদ এবং সেই নিমিত্তই ইহা (hydrothorax, ascites, hydrocephalus) প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাঁটুতে শোথ হইলে এপিস ও আইওডিন ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত পীড়ায় নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করা উচিত। আমরা সচরাচর ৬ষ্ঠ ক্রম দিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

সকল প্রকার ড্রপসিতেই আর্সেনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের পীড়া সংযুক্ত উদরী বা শোথে ইহার কার্য্যকারিতা অতি আশ্চর্য্য। মূত্রগ্রন্থির (kidney) পীড়া সংযুক্ত শোথ হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিশেষ লক্ষণসমূহ দৃষ্ট না হইলে ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। মুখমণ্ডল রক্তহীন ও ফুলা, চক্ষুর পাতা শোথযুক্ত, চর্ম্ম স্বচ্ছ ও রক্তবিহীন, অধিক পিপাসা, বমন, দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। সময়ে সময়ে পায়ে ক্ষত পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এই ক্ষতসমূহ হইতে রস গড়াইয়া পড়ে। লাইকোপোডিয়ম ও রস্‌টক্‌সেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাবের কষ্ট থাকিলেও আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

উদরের ও পায়ের শোথ অধিক হইলে এবং চর্ম্ম মোমের ন্যায় চক্‌চকে ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে এসেটিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ। অতিরিক্ত পিপাসা, অম্ল উদ্গার, ক্রমাগত মুখ দিয়া জল উঠা ও উদরাময় ইহার বিশেষ লক্ষণ। ফলতঃ অনেক দিন রুগ্ন হইয়া শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেই ইহার কার্য্যকারিতা অধিক হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা এপিস এবং আর্সেনিকের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ। কিন্তু ইহাতে আর্সেনিক অপেক্ষা অধিক পিপাসা ও উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক ঘর্ম্মও ইহার আর একটি লক্ষণ।

যে কোনও প্রকার শোথই হউক না কেন, যদি উহা কোনও যন্ত্রস্থ কঠিন পীড়া বশতঃ না হয়, তাহা হইলে এপোসাইনম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা ব্যবহার করিলেই উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রোগ একেবারে আরোগ্য হওয়া কঠিন। কখন কখন যথার্থ উদরীতে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার বিশেষ লক্ষণ পেটের মধ্যে পাকস্থলীর নিকট একটি শূন্য ভাব, কোনও প্রকার আহারীয় দ্রব্য সহ্য না হওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা, কিন্তু জল পান করিলে কষ্টের বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া ও নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষীণ। ইহার অমিশ্র আরক যথেষ্ট পরিমাণে দিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয় ও রোগী সুস্থ বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে যদি উদরী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ডিজিটেলিসের ক্রিয়া উত্তম। হৃৎপিণ্ডের গতি দুর্ব্বল ও অনিয়মিত। সময়ে সময়ে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। নিঃশ্বাস খুব টানিয়া লইতে হয়। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও অণ্ডলালাসংযুক্ত। Hydropericardium, hydrothorax প্রভৃতি পীড়ায় নাড়ীর গতি অতিশয় দুর্ব্বল। সময়ে সময়ে শোথ এত অধিক হয় যে, অণ্ডকোষ ও জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে। কখন কখন অতিরিক্ত শীতল ঘর্ম্ম হয়। ইহাতে মস্তিষ্কের মধ্যে পর্য্যন্ত শোথ হইতে দেখা গিয়াছে। হস্ত পদের ফুলার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। বক্ষঃস্থলের শোথেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডাক্তার ডিউইর মতে ইহা অপেক্ষা মার্কিউরিয়স্ সল্‌ফিউরিয়স উত্তম। যকৃতের ক্ষয় হইতে (cirrhosis of the liver) যদি ড্রপসি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মিউরিয়েটিক এসিড একটি উত্তম ঔষধ।

এপিসের ন্যায় হেলেবোরসও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে প্রস্রাব গাঢ় লালবর্ণ হয় ও তৎসহ অধিক পরিমাণে থস্‌থসে মল নির্গত হয়। ইহা হস্ত পদের শোথ, উদরী প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হঠাৎ যদি অতিশয় দুর্ব্বলতার সহিত শোথ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহা একটি অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। মস্তিষ্কের শোথে (hydrocephalus) ইহা একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। আমরা সম্প্রতি একটি বালককে এই ঔষধের বলে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। শোথের সহিত যদি প্রস্রাব গাঢ় লালবর্ণ

ও অণ্ডলালা-সংযুক্ত হয় এবং চর্ম্মের রং কাল বা নীল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস্ উপকারী। উদরী অথবা হাইড্রোথোরাক্সের সহিত যদি বার বার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার ভাব দৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করা উচিত।

মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ বা রক্তাধিক্য হইতে শোথ হইলে টেরিবিস্থ দেওয়া যায়। যদি মূত্রগ্রন্থির নিকট টাটানি ও কন্‌কনানি থাকে এবং তাহার সহিত ঘোলা প্রস্রাব হয় তাহা হইলেও টেরিবিস্থ উপকারী। বাতসংযুক্ত শোথ হইলে কল্‌চিকম্ দেওয়া যায়।

যকৃতের পীড়া হইতে উদরী প্রভৃতি হইলে লাইকোপোডিয়ম উপযোগী। ইহাতে শরীরের নিম্ন ভাগের শোথ অধিক হয়। কখন কখন পায়ে ঘা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

আমাশয়।

(DYSENTERY)

সামান্য আহারের অনিয়ম হইলেই কখন কখন মলের সহিত অল্প অল্প আম নির্গত হয়। কিন্তু অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিলে, অতিশয় গুরু আহার করিলে ও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম না করিলেও এই রোগ উপস্থিত হয়। ফলতঃ নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে। পুরাতন জ্বর প্রভৃতি পীড়ার উপর আহারের অনিয়ম হইলেও ইহা হইতে দেখা যায়। কখন কখন ইহার কোনও কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সরল অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত হইয়া ও পরে উহাতে ক্ষত হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। প্রথমে অতিশয় বেগের সহিত আমসংযুক্ত মল বার বার নির্গত হইতে থাকে। ক্রমে আর মল দৃষ্ট হয় না, আম ও রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ উপস্থিত হইলে ও তৎসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে প্রথমাবস্থাতে একোনাইট বিশেষ উপকারী। কিন্তু একোনাইট প্রয়োগে যদি শীঘ্র ফল না হয়, তাহা হইলে আর অপেক্ষা করা উচিত নহে। এই রোগে মার্কিউরিয়স একটি অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। মল রক্তসংযুক্ত ও উহার সহিত

অতিশয় বেগ থাকিলে মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত হয়। বেগ সময়ে সময়ে এত অধিক হয় যে, উহাতে রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। এই অবস্থাতে মার্কিউরিয়স করসাইবস্ উত্তম। ইহার সহিত ক্রমাগত প্রস্রাবেরও বেগ আইসে। মল অল্প পরিমাণে নির্গত হয় ও রক্তমিশ্রিত থাকে এবং তৎসঙ্গে মলদ্বারের জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

ক্যাপ্‌সিকমেও ক্রমাগত অল্প অল্প আমসংযুক্ত মল নির্গত হয়, এবং ইহাতেও ভয়ানক বেগ ও মলদ্বারের জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু মার্কিউরিয়সে জলপান করিলেই ক্যাপ্‌সিকমের ন্যায় শীত বোধ হয় না। পীড়া অতি কঠিন আকার ধারণ করিলে আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। ইহাতে মল অল্প অল্প নিঃসৃত হয়, কিন্তু অতিশয় জ্বালা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। ক্যাপ্‌সিকমের জ্বালা লঙ্কাবাটার জ্বালার ন্যায় ও আর্সেনিকের জ্বালা অগ্নিদাহবৎ। অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা আর্সেনিকের লক্ষণ। লাইকোপোডিয়ম ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিসেও অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে, কিন্তু ইহাতে পেটে অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চয় হয় ও ভয়ানক পেট ফাঁপা থাকে। খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক না হইয়া নির্গত হইলে ও তাহার সহিত আম ও রক্ত থাকিলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়। কাল বর্ণের অতি দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ হইলেও আর্সেনিক দেওয়া যায়। আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার পিপাসা ও অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকা উচিত।

ক্যান্থারিসের প্রস্রাবের জ্বালা ও বেগের ন্যায় যদি আমাশয়ের বেগ ও জ্বালা থাকে, তবে আমাশয়েও ক্যান্থারিস ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে কখন কখনও কলোসিন্থের ন্যায় পেটবেদনাও বর্ত্তমান থাকে। কলোসিন্থের রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া কুঁকড়াইয়া পড়ে ও পেট চাপিয়া ধরে এবং মলত্যাগের পর ও পেট চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ করে। ক্যান্থারিসে তাহা হয় না, এবং প্রদাহ অধিক হয়।

মলত্যাগের সময় কষ্ট অধিক না হইয়া পরে অতিশয় বেগ ও যন্ত্রণা হইলে ও উহার সহিত পেটফাঁপা থাকিলে কল্‌চিকম্ দেওয়া যায়। ইহাতে লাইকোপোডিয়ম বা কার্ব্বভেজিটেবিলিসের ন্যায় তত অধিক পেট ফাঁপা থাকে না।

মলের সহিত কুচা কুচা মাংস-পচার ন্যায় বাহির হইলে ক্যান্থারিস উত্তম, কিন্তু যদি উহা চাপ চাপ হইয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে উহার পরেই কেলিবাইক্রমিকম্ উপযোগী।

মলের সাহত অধিক পরিমাণে রক্ত থাকা সত্বেও যদি বেগ বা যন্ত্রণা না থাকে, তাহা হইলে ফেরম ফস্ফরিকম্ উহার প্রধান ঔষধ।

পুরাতন রোগীর পক্ষে ও অন্যান্য ঔষধে ফল না হইলে সল্ফর উত্তম। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হওয়া সল্ফর ও নক্সভমিকার লক্ষণ। আমাশয়ের বেগের সহিত জংঘা হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা নামিয়া গেলে রস্টকস্ উত্তম। মল হইতে পচা গন্ধ নির্গত হইলে ও মলদ্বারে আবদ্ধভাব (constricton) বোধ হইলে ল্যাকেসিস উপকারী। যদি মলে অতিরিক্ত বেগ থাকে, কিন্তু দুর্ব্বলতার আধিক্য প্রযুক্ত বেদনা অনুভব করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে ব্যাপটিসিয়া দেওয়া যায়। ইহাতে অতিশয় দুর্গন্ধও বর্ত্তমান থাকে। যদি অতিশয় বেগ বর্ত্তমান থাকে অথচ বেদনা অনুভব না হয়, তাহা হইলে ব্যাপ্‌টিসিয়া উত্তম। ইহাতে শরীরের অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। আমরা এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করি নাই। ইহাতে অধিক দুর্গন্ধও থাকে। এলোজ কখন কখন ডিসেণ্টারিতে একটি অতি উত্তম ঔষধ। চাপ চাপ আমরক্তমিশ্রিত মল এবং তলপেটের কামড়ানি থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী। পুরাতন পীড়ায় ইহা সলফরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। খালি আম অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে ইপিকাক প্রয়োগ বিধেয়। মলদ্বারে রক্তাধিক্য হইলে অথবা অর্শবলি অধিক হইয়া আমাশয় উপস্থিত হইলে এলোজ ও হেমেমেলিস দেওয়া যায়।

বাধক।

(DYSMENORHŒA.)

ইহা একটি কঠিন পীড়া। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু নিয়মিত সময়ে না হইলে অথবা অধিক বা অল্প হইলে ক্রমে ক্রমে এই রোগ উপস্থিত হয়। জরায়ুতে বেদনা ও ঋতুকালে অসহ্য যন্ত্রণা ইহার প্রধান লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিক মতে

এই রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশমিত হইতে পারে। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীচিকিৎসা নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখুন।

তলপেটের বেদনা ক্রমাগত এদিক ওদিক নড়িয়া বেড়াইলে সিমিসিফিউগা উত্তম। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক হইলে বা রোগী বাতগ্রস্ত হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়। কখন কখন প্রদাহেও ইহা বেলেডনা বা ভেরেট্রমের পর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋতু আরম্ভের পূর্ব্বে মাথাধরা, ঋতুর সময়ে ভয়ানক পেটবেদনা ও তাহার পর অতিশয় দুর্ব্বলতা একটিয়া রেসিমোসার একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ইহাতে ক্যামোমিলার ন্যায় বেদনা তত অধিক হয় না।

বেদনা আক্ষেপবিশিষ্ট হইলে কলোফাইলম উত্তম। বেদনা অনেক সময় প্রসববেদনার ন্যায় অধিক হয়। ইহাতে প্রায়ই রজঃস্রাবের পরিমাণের কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। ইহার বেদনা অনেক সময়ে কুঁচকি ও ওভেরিতে অনুভূত হয়, কখন কখন ইহা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ঋতু হইবার পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বেদনার সহিত রোগী হিষ্টিরিয়াযুক্ত হইলেও ইহা ফলপ্রদ।

জরায়ুর অধিক পরিমাণে আক্ষেপ হইলে মেগ্‌নিসিয়া মিউরিয়েটিকা উত্তম। জেলসিমিয়মে কলোফাইলমের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসব-বেদনার ন্যায় অধিক বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে অনেক সময় ইহাতে বিশেষ ফল দর্শে। ইহার সহিত অধিক পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব হইতে থাকে। ভয় পাইয়া অথবা অধিক উত্তেজনা বশতঃ রোগ উপস্থিত হইলে ইহা উত্তম। অধিক প্রদাহজনিত বাধক হইলে বেলেডনা আমাদের প্রথমে মনে আইসে। ঋতুর পূর্ব্বে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় ও মনে হয় যে, জননেন্দ্রিয় হইতে সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলে উপশম বোধ হয়। বেদনা হঠাৎ প্রকাশ পায় আবার হঠাৎ কমিয়া যায়। রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও চাপ চাপ। ঋতুর সময় অসহ্য বেদনা ও যোনিদ্বার ভয়ানক গরম ও শুষ্ক বোধ হয় এবং রোগিণী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে তলপেটে ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলার ন্যায় কষ্ট অনুভূত হয়। শেষোক্ত লক্ষণ প্লাটিনা ও সিপিয়াতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তাধিক্য বশতঃ বাধক উপস্থিত হইলে কখন কখন ভেরেট্রম ভিরিডি

ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহার সহিত প্রস্রাবের কষ্ট ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য সময় সময় লক্ষিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের রজোরোধ হইবার সময় (Climacteric) বাধক উপস্থিত হইলে কখন কখন ভেরেট্রম ভিরিডিতে উপকার দর্শে।

এই সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; এবং যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এলো-প্যাথিক মতে ওপিয়ম ভিন্ন ইহার আর ঔষধ নাই এবং তাহাতেও স্থায়ী ফল দর্শে না, তখন আরও চমৎকৃত হইতে হয়। ঋতুর পূর্ব্বে হঠাৎ জরায়ুর স্থানে বেদনা ও ঋতুকালীন অতিশয় পৃষ্ঠবেদনা হইলে ভাইবার্ণাম্ দেওয়া যায়। স্নায়বিক ও আক্ষেপজনক বেদনায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আক্ষেপ ভাইবর্ণামের একটী বিশেষ লক্ষণ। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের মূত্রস্থলীর আক্ষেপ বশতঃ প্রস্রাবের কষ্ট হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। সিপিয়ার ন্যায় ভাইবার্ণামেও সমস্ত তলপেটের টাটানী ও বেদনা এবং পাকস্থলীর শূন্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই ঔষধ অনেক বার ব্যবহার করিয়াছি এবং সময়ে সময়ে বিশেষ ফলও পাইয়াছি।

জরায়ুর পীড়া ও বাধক এই দুই রোগে জেন্থক্জিলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ব্যথা জ্বালাজনক ও অতিশয় কষ্টদায়ক হয় এবং জঙ্ঘা পর্য্যন্ত নাবিয়া যায়। রোগিণীর মনে হয় যেন দুই পা অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। ঋতুর সহিত বাম দিকের ওভেরিতে বেদনা ও প্রসববেদনার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা। স্নায়বিক বাধকে জেন্থক্জিলম্ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাই ডাক্তার হেলের মত এবং আমরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঋতুর পূর্ব্বে বাম চক্ষুর উপরে আধকপালে মাথাধরা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। দুর্ব্বল ও স্নায়বিক ধাতুর লোকের পক্ষে জেন্থক্জিলম একটী উত্তম ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার বেদনাতেই ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ; সুতরাং ইহা যে বাধকবেদনারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ঋতুর পূর্ব্বে স্নায়বিক ও খিলধরার ন্যায় বেদনা হইলে এবং সেক দিলে যন্ত্রণার লাঘব ও নড়িলে বৃদ্ধি হইলে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা উহার অব্যর্থ ঔষধ। জরায়ুর স্নায়ুশূল হইলে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা

সিমিসিফিউগার সমতুল্য ঔষধ। কখন কখন ইহা মেম্‌ব্রেনস্‌ ডিস্‌মেনোরিয়াতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পীড়ার বিশেষ ঔষধ অতি অল্পই আছে। অনেকে বলেন, বোরাক্স ইহাতে উত্তম, কিন্তু ইহার বিশেষ লক্ষণাদি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। ডাক্তার হেল বলেন, ভাইবার্ণাম, গুয়েকম ও অষ্টিলেগো ইহাতে ব্যবহৃত হয়। কলোসিন্থে ম্যাগ্‌নিসিয়া ফস্‌ফরিকার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাম দিকের অসহ্য বেদনা, সময় সময় রোগিণী জড়সড় হইয়া পেট চাপিয়া বসিয়া থাকে ও বেদনা নাভিস্থল হইতে তলপেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ঋতু বিলম্বে ও রজঃস্রাব কালবর্ণের হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহৃত হয়। স্রাব অনিয়মিতরূপ হইলে এবং বেদনা অধিক হইলে রোগিণী অতিশয় শীতবোধ করে। আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা হয় ও রোগিণী পেট চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে। ঋতু হইয়া যাইবার পর ও পুনর্ব্বার ঋতু হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ফল দেখিতে পাওয়া যায়। জলে ভিজিয়া বা সর্ব্বদা ভিজা পায়ে থাকিয়া এই পীড়া হইলে পল্‌সেটিলা ও একোনাইট উত্তম। কিন্তু একোনাইটের স্রাব লালবর্ণ, কখন কাল নহে। ক্যামোমিলা ও ককিউলসে পল্‌সেটিলার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যামোমিলার উগ্রভাব ও খিট্‌খিটে স্বভাব পল্‌সেটিলার ঠিক বিপরীত। কিন্তু দুই ঔষধেই স্রাব কালবর্ণ। সচরাচর ক্যামোমিলা ১২শ ক্রম ব্যবহৃত হয়। ককিউলসেও স্রাব কালবর্ণ, কিন্তু ইহাতে পেটে পাথর ঘসার ন্যায় বেদনা ও অতিশয় বায়ু সঞ্চয় হয়। রাত্রিকালে বেদনায় রোগিণীর নিদ্রাভঙ্গ হয় ও তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে। অতি শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হয় ও উহার সহিত বমনোদ্রেক দেখিতে পাওয়া যায়। অম্লধাতুযুক্ত রোগীর পক্ষে ককিউলস ভাল।

পল্‌সেটিলার রোগিণী অতি নম্র ধীর স্বভাবের হয় ও সহজেই কাঁদিয়া ফেলে। ইহার আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ব্যথা দুইবার এক স্থানে বা এক রকমের হয় না। ব্যথা ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে ও রকম রকমের হইয়া থাকে। স্রাব অল্প ও অনিয়মিতরূপ হইলে ও উহার সহিত বেদনা থাকিলে ককিউলস্‌ বিশেষ উপকারী। জরায়ুর আক্ষেপ, অধিক পরিমাণে চাপ্‌ চাপ্‌ রক্তস্রাব, ও পেটের মধ্যে তোলাপাড়া করা, এই কয়েকটি ককিউলসের

বিশেষ লক্ষণ। জরায়ুর আক্ষেপজনক বেদনায় জেল্‌সিমিয়ম ১ম ক্রম কথন কথন আশু ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। ইগ্‌নেসিয়াতেও বাধকের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও বিশেষ মনঃকষ্ট হইতে রোগ উপস্থিত হইলে ইগ্‌নেসিয়া উত্তম।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ঔষধ এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রী-চিকিৎসা পুস্তকে সবিশেষ দেখিতে পাইবেন।

কর্ণরোগ।

(AFFECTIONS OF THE EAR.)

কর্ণরোগ নানা প্রকার। কান কামড়ান, কান ফুলা, কানে ব্যথা, কানে পূঁয প্রভৃতি হইতে শ্রবণশক্তির হ্রাস, ইত্যাদি সকলই কর্ণরোগ। সচরাচর শিশুদিগেরই অধিক কর্ণরোগ হইতে দেখা যায় এবং উহা সহজেই প্রশমিত হয়। কথন কথন স্ক্রফুলা ধাতুর শিশুদিগের কানে পূঁয হইলে সহজে সারিতে চাহে না, এবং একটু ঠাণ্ডা লাগিলে বা কোন প্রকার অনিয়ম হইলেই রোগ পুনর্ব্বার দৃষ্ট হয়। কর্ণের পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইলে বা সংক্রামক হইলে উহা হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে। কথন কথন কানের পর্দ্দা মোটা হইয়া শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়।

তরুণ কর্ণপীড়ায় বেলেডনা একটি উত্তম ঔষধ। কানের ব্যথা, কান কামড়ান, খোঁচামারা ও চিড়িকমারার ন্যায় বেদনা ও কানের পর্দ্দা গাঢ় লালবর্ণ হওয়া বেলেডনার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। পল্‌সেটিলায়ও বেলেডনার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে প্রদাহ তত অধিক হয় না। রাত্রিকালে ইহার সকল লক্ষণই অধিক হয় ও তাপ দিলে আরাম বোধ হয়।

ডাক্তার বেইজ বলেন যে, কানের ব্যথায় পাগলের মত হইলে একোনাইট ১ম ক্রম ব্যবহার করিলে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। এই অবস্থায় ক্যামোমিলা ও পল্‌সেটিলাও উত্তম। একোনাইটে কান গাঢ় লালবর্ণ হয় এবং হুলবিঁধার ন্যায় ও কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়; রোগী কাহাকেও কানে হাত দিতে দেয় না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে ব্যথা হইলেও একোনাইট

উত্তম। রাত্রিকালে যন্ত্রণা অধিক হয় ও তাপ দিলে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিয়া উপকার না পাইলে ইহা প্রযোজ্য নহে। ইহার পর ফেরম ফস্‌ফরিকম ব্যবহারে উপকার দর্শে।

কানের পীড়ায় পল্‌সেটিলা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কানের তরুণ প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হইলে রোগ অতি শীঘ্রই কমিয়া যায়। কান লাল, স্ফীত ও উত্তপ্ত হয় এবং কানের মধ্যে ছুঁচবিঁধার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। কানে পুঁষ হইলেও এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। পুঁষ গাঢ় হলুদবর্ণ অথবা সবুজবর্ণ হয় ও কানের মধ্যে ক্রমাগত হুহু শব্দ হইতে থাকে। কখন কখন কান বন্ধ হইয়াও থাকে।

দাঁত-ব্যথার সহিত কান-ব্যথা হইলে প্লান্‌টাগো উত্তম। যদি কান প্রদাহিত হইয়া ক্রমাগত পাতলা ক্ষতজনক ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত পুঁষ নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে টেলুরিয়ম উত্তম। কানে হাত দিলে রোগী ভয়ানক ব্যথা অনুভব করে। এমন কি, কানের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া বধিরতা হইলেও টেলুরিয়ম ফলপ্রদ।

কানে পুঁষ হইলে ও তাহার সহিত সর্দ্দি কাশি থাকিলে হাইড্রাষ্টিস উত্তম। ইহার সহিত কান ভোঁ ভোঁ করে ও কান হইতে গাঢ় চট্‌চটে পুঁষ নির্গত হয়।

দুর্ব্বল রক্তহীন শিশুদিগের কর্ণ প্রদাহিত হইলে ও কানে ব্যথা থাকিলে সময় সময় ফেরম ফস্‌ফরিকম্ বিশেষ উপকারী। ইহাতে পল্‌সেটিলার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় অধিক গন্ধ হইলে কানের যন্ত্রণা অধিক হয় (বোরাক্স)। থাকিয়া থাকিয়া কানের মধ্যে কট্‌কট্ করিয়া উঠা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার ওয়েনষ্টন বলেন, ইহার কয়েকটি অব্যর্থ লক্ষণ আছে, যথা—কানের প্রদাহ অল্পস্থানব্যাপী না হইয়া বিস্তৃত হওয়া, কানের বর্ণ কাঁচা মাংসের ন্যায় গাঢ় লাল, কান হইতে রক্তমিশ্রিত পুঁষ নির্গত হওয়া, ও পুঁষ নির্গত হওয়া সত্ত্বেও ব্যথা নিবারণ না হওয়া।

ডাক্তার কোপ্‌লাণ্ড বলেন, জলে ভিজিয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে ব্যথা হইলে ইহা অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর নাই। আমরাও এই ঔষধ অনেক ব্যবহার করিয়াছি ও ইহাতে বিশেষ উপকারও পাইয়াছি। আমাদের বন্ধু ডাক্তার নিতাইচরণ হালদার এই ঔষধ অনেক রোগীতে ব্যবহার করিয়া

বিশেষ উপকার হইতে দেখিয়াছেন। সচরাচর ৩০শ ক্রম ব্যবহৃত হয়। কানে পূঁষ হইয়া কান বন্ধ হইলে ও বধিরতা উপস্থিত হইলে কেলি-মিউরিয়েটিকম উত্তম। ইহার সহিত কানের মধ্যে ভোঁভোঁ করে, ও পরদা টানিয়া ধরার ন্যায় বোধ হয়। পুরাতন কান-পাকা হইলেও ইহাতে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়। ক্রমে ক্রমে শ্রবণশক্তির হ্রাস হইলে কেলি-মিউরিয়েটিকমে আরোগ্য হইতে পারে। পেটের পীড়ার সহিত কানের বাহিরে ঘা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে কর্ণবেদনা উপস্থিত হইলে এবং উহা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পাইলে ও তাপ দিলে প্রশমিত হইলে ম্যাগ নিসিয়া ফস্‌ফরিকা উত্তম।

কানের পুরাতন পীড়ায় কখন কখন কেলিফস্‌ফরিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছোট ছোট শিশুদিগের কানের ব্যথায় ক্যামমিলার মত ঔষধ আর নাই। শিশুর গাল দুইটি লাল হইয়া উঠে ও সে ক্রমাগত কাঁদিতে থাকে। ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, কানে কাহাকেও হাত দিতে দেয় না ও তাপ দিলে যন্ত্রণা আরও অধিক হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে ও রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হয়।

কানের বেদনায় চমকিয়া উঠা ও গাঢ় পূঁষ হওয়া বোরাক্‌সের বিশেষ লক্ষণ। ঠাণ্ডা পড়িলেই বা বৃষ্টি হইলেই যদি কান পাকে, তবে ডল্‌কামারা উত্তম।

বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতু যখন বন্ধ থাকে, তখন অধিক কান-পাকা হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া উত্তম। কান প্রদাহিত হইয়া কানের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গেলে ও কানের উপর মস্তিষ্কের হাড়ে বেদনা হইলে কেপ্‌সিকম উপকারী। পুরাতন কানের পীড়ায় অধিক মাথাধরা ও শীতবোধ থাকিলেও কেপসিকমে উপকার দর্শে। কান ভয়ানক গরম, কানের মধ্যে অধিক বেদনা, কানের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যাওয়া ও তাহার সহিত হরিদ্রাবর্ণের দোষাক্ত পূঁষ নির্গত হওয়া, এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিপার সল্‌ফরের ন্যায় ইহার অনেক লক্ষণ আছে, কিন্তু হিপারে ইহার মত এত অধিক বিস্তৃত টাটানি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহাতে মার্কিউরিয়সের ন্যায় রাত্রিকালেও রোগের বৃদ্ধি হয় না। কানের পীড়া কিছু দিন স্থায়ী হইলে এবং গলার মধ্যে শুষ্কভাব ও উত্তাপ অনুভূত হইলে ক্যাপ্‌সিকম তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ক্রুফুলা ধাতুর শিশুদিগের কান পাকিলে ক্যালকেরিয়া উত্তম। কানের মধ্যে চুলকান, কান সুড় সুড় করা, কম শুনিতে পাওয়া, ও কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। কানের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গেলে ও কানের মধ্যে ছোট ছোট গুটি হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহারে আরোগ্য হয়। অধিকক্ষণ জলে থাকিয়া বধির হইলে ক্যালকেরিয়া একটি উত্তম ঔষধ। মেস্‌টয়েড় এসেস হইলে অথবা উপদংশ রোগ হইতে কানের পীড়া উপস্থিত হইলে নাইট্রিক এসিড্‌ উত্তম।

কান পাকিয়া কান হইতে সূতার ন্যায় চট্‌চটে পূঁয নির্গত হইলে কেলি-বাইক্রমিকম্‌ দেওয়া যায়। ইহার সহিত ছুঁচবিঁধার ন্যায় বেদনা থাকিলে এবং গলনলী পর্য্যন্ত প্রদাহিত হইলে কেলিবাইক্রমিকমে সময় সময় বিশেষ উপকার দর্শে।

কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করা, অধিক শব্দ হইলে কানের মধ্যে আঘাত লাগা, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গত হওয়া, মস্তিষ্কের অস্থিতে বেদনা ও অস্থির ক্ষত হওয়া অরম মিউরিয়েটিকমের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ।

টনসিলপ্রদাহের সহিত কানে ব্যথা থাকিলে বেরাইটা কার্ব্ব উত্তম।

কান পাকিয়া গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠা মার্কিউরিয়সের লক্ষণ। স্ক্রুফুলা ধাতুর লোকের অথবা উপদংশরোগগ্রস্ত লোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহাতে কানে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সময় সময় কানের ব্যথা এত অধিক হয় যে কান, দাঁত এমন কি মুখ পর্য্যন্ত ব্যথা করিতে থাকে। কখন কখন কান পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইতে থাকে।

কানের পুরাতন প্রদাহে কানের মধ্যে ঘংঘং শব্দ হইতে থাকিলে মার্কিউরিয়স ডল্‌সিস্‌ উত্তম। ইহাতে কানের পর্দ্দা মোটা হইয়া অচল হইয়া পড়ে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া কান পাকিয়া শ্রবণশক্তির হ্রাস হইলে গ্র্যাফাইটিস উত্তম। গাড়িতে চড়িলে বা গোলমালের মধ্যে থাকিলে ভালরূপ শুনিতে পাওয়া ইহার এক বিশেষ লক্ষণ। কানের উপর ঘা হইলে ও মধুর ন্যায় গাঢ় পূঁয নির্গত হইলে গ্র্যাফাইটিস তাহার ঔষধ।

খোস পাঁচড়া হইয়া পরে কানে পূঁয হইলে কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস উত্তম।

ক্রমাগত নানারূপ শব্দ শুনিতে প্যাওয়া কার্ব্ব এনিমেলিসের এক বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার ডিউই বলেন, সর্দ্দিজনিত বধিরতা আইওডিন ব্যবহারে আরোগ্য হইয়াছে।

কানের মধ্যস্থল পাকিয়া অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে সাইলিসিয়া তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কান হইতে পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, জ্বালাজনক পূঁয নির্গত হয়। কানের পর্দ্দায় ছিদ্র হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহারে শীঘ্র আরোগ্য হয়। কানের নীচে ভয়ানক চুলকান সাইলিসিয়ার একটী লক্ষণ। কানের মধ্যে ভয়ানক ব্যথা ও অতিশয় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। কানের মধ্যে সময় সময় পটকা ছোড়ার ন্যায় শব্দ হয়।

কান পাকিলে উহা নিবারণ করিবার জন্য হিপারসল্‌ফর সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ভয়ানক টাটানি ও অতিশয় পূঁয নির্গত হওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি হওয়া ও অতিশয় দুর্গন্ধ হওয়া হিপারের লক্ষণ।

কানের মধ্যে গুণ গুণ শব্দ হইলে ও উহার মধ্যে হাত দিয়া নাড়িলে আরাম বোধ হইলে ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হয়।

কান হইতে ক্রমাগত পূঁয গড়াইয়া পড়িলে কখন কখন ক্রোটেলস ব্যবহারে উপকার হয়। কানের খোল অধিক হইলে কোনায়ম দেওয়া যায়।

কানের মধ্যে ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ, সোঁ সোঁ শব্দ হইলে কষ্টিকম ব্যবহৃত হয়। শ্রবণশক্তির স্নায়ুর দুর্ব্বলতা হইলে ও ছোট ছোট শব্দ শুনিতে না পাইলে অথচ উচ্চ শব্দগুলি শ্রবণগোচর হইলে চিনোপোডিয়ম উত্তম। কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হইলে ও অধিক শব্দে কানে ব্যথা লাগিলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া ব্যবহার্য্য।

কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইলে ও শ্রবণশক্তি ভয়ানক কমিয়া গেলে সেলিসিলিক এসিড দেওয়া হইয়া থাকে।

কানে অধিক ব্যথা হইলে আর্ণিকা সময় সময় বিশেষ উপকারী।

কর্ণরোগ হইতে মাথাঘোরা হইলে ও হঠাৎ পড়িয়া যাইবার মত হইলে (Meniere's disease) ব্রাইওনিয়া উত্তম।

কানে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয হইলে ও অধিক টাটানি থাকিলে সলফর

উত্তম। সোরাইনম সলফরের সমতুল্য ঔষধ। ইহার সহিত সমস্ত শরীরে ক্ষত হইলে ও রক্ত দূষিত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। পুরাতন পীড়ায় ও রক্ত দূষিত হইয়া কান পাকিলে সোরাইনম একটি উত্তম ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারে ফল না দর্শিলে সলফর ও সোরাইনম ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মৃগীরোগ।

(EPILEPSY.)

মস্তিষ্কের স্নায়বিক বিকৃতি হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগ স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে, কিন্তু অল্পবয়স্ক পুরুষদিগের ইহা অধিক হয়। কথন কথন মানসিক বিকৃতি বা অধিক জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রভৃতি হইতেও ইহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। প্রথমে হয়ত একদিন মূর্চ্ছা হয়, আর দুই এক মাস কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু যদি প্রথম হইতে ইহার উত্তমরূপ চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে ক্রমেই ফিট্ ঘন ঘন হইতে থাকে এবং রোগ ক্রমে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে লোকসমাজের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে। রোগী ফিটের সময় জিব কামড়াইয়া ফেলে, মুখ দিয়া ফেনা উঠে, হাত পা টানিয়া ধরে।

শারীরিক বিকৃতি হইয়াই এই রোগ উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এই রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্থিসমূহ সম্পূর্ণরূপ বর্দ্ধিত না হইলে শিশু নানারূপ পীড়া ভোগ করে। এই সমস্ত ছেলেদের দাঁত উঠিতে অনেক বিলম্ব হয়। তাহাদের মস্তকে ভয়ানক ঘাম হয় ও নিদ্রিত হইলেই সমস্ত শরীর ভয়ানক শিথিল হইয়া পড়ে।

অনেক সময় রোগী এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মনঃকষ্টে কার্য্যত্যাগ করিয়া ক্রমাগত আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। এই সকল অবস্থায় ক্যালকেরিয়া একটি অতি উত্তম ঔষধ। দুশ্চিন্তা, বুক ধড়ফড় করা, আশঙ্কা, বিষণ্ণভাব, খিটখিটে স্বভাব, স্মরণশক্তির হ্রাস, অচৈতন্য

হওয়া, মাথা ঘোরা এবং সমস্ত শরীরে আক্ষেপ, এই গুলি এই ঔষধের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। ভয় পাইয়া, হাম প্রভৃতি লাট খাইয়া অথবা জননেন্দ্রিয়ের কোনও পীড়া বশতঃ এই রোগ উপস্থিত হইলেও ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবহৃত হয়; এই সম্বন্ধে সল্‌ফরের পরে ইহার ক্রিয়া উত্তম। পেট বা বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ হইতে একটা শূন্যভাবের উদয় হইয়া ক্রমে উহা শরীরের নিম্নদেশে অথবা উপরিভাগে বিস্তৃত হয় এবং ক্রমে সমস্ত শরীর সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় মনে হয় যেন হাত বাহিয়া ইঁদুরের মত কি একটি প্রাণী উঠিতেছে। সল্‌ফরেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অথবা ঋতুর সময় রোগ উপস্থিত হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ও কষ্টিকম ব্যবহৃত হয়।

ভয় পাইয়া অথবা ব্যভিচার, হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদি চালন হেতু মৃগীরোগ উপস্থিত হইলে বিউফোরাণা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে রোগীর জননেন্দ্রিয় হইতে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠে। কখন কখন পেটের মধ্যে শূন্যভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই রোগাক্রান্ত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে রোগী ভয়ানক খিটখিটে ও সময় সময় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উঠে, কখনও আবল তাবল বকিতে থাকে। অল্প বয়সেই যদি জননেন্দ্রিয় অধিক উত্তেজিত হয় ও বালকের নানা প্রকার কু-অভ্যাস ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিণামে অনেক সময় এই রোগ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত অবস্থাতে বিউফোর কার্য্যকারিতা অতি সুন্দর। আমরা কিছুদিন হইল কতিপয় যুবককে এই ঔষধ সেবন করাইয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। একটী যুবক ৭ বৎসর ক্রমাগত এই রোগ ভোগ করিয়া হতাশ হইয়া আমাদের নিকটে আইসেন এবং আমরা দুই সপ্তাহ কাল বিউফোরা৩য় ক্রম ব্যবহার করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছি। আজ প্রায় ৯ মাস হইল, তাহার আর একবারও মূর্চ্ছা হয় নাই। এই যুবকের এক বিশেষ লক্ষণ ছিল, প্রায়ই আহারের সময় তাহার মূর্চ্ছা হইত। শিশুদিগের তড়কা হইয়া মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া গেলে ইহা ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইতে পারে।

ক্রিমি হইতে মৃগী রোগ উৎপন্ন হইলে ইণ্ডিগো উত্তম। মানসিক অবসন্নতা

ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। বিউফোর লক্ষণ এরূপ নহে। ইহাতে নক্‌সভমিকার ন্যায় কতকটা মানসিক উত্তেজনা ও উগ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়।

নক্‌সভমিকা, বিউফো, সাইলিসিয়া ও ক্যাল্‌কেরিয়া এই কয়েকটি ঔষধে রোগের প্রারম্ভে পেটের মধ্যে একটি শূন্যভাব অনুভূত হয়।

ক্রিমি অথবা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে রোগ উপস্থিত হইলে ষ্টানমও ব্যবহৃত হইতে পারে।

কিউপ্রম মেটালিকম আক্ষেপের এক প্রধান ঔষধ, সুতরাং ইহা যে মৃগী রোগেও ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ফলতঃ ইহা এই রোগে বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অধিক পরিমাণে তাম্রঘটিত পদার্থ ব্যবহার করিলে যে মৃগী রোগ হয়, ইহা আমরা উত্তমরূপ জানি। শিশুদিগের মৃগী রোগে যে ইহা একটি চমৎকার ঔষধ, তাহাও আমরা বার বার দেখিয়াছি। মস্তিষ্ক হইতেই প্রায় রোগ বিস্তৃত হয়, কিন্তু পেটের উপরিভাগে যে রোগ আছে (Epigastric aura) তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রথমাবস্থা (aura) বহুক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনেক সময় সংজ্ঞাশূন্য হইবার পূর্ব্বে রোগী তাহার হস্তপদ বক্র হইয়া যাইতেছে ইহা বুঝিতে পারে, মুখ ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া পড়ে, চক্ষুর তারা চারি দিকে ঘুরিতে থাকে, মুখ হইতে ফেণা বাহির হয় ও হাত পা সমস্ত টানিয়া ধরে। আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রোগী প্রায়ই চীৎকার করিয়া উঠে ও রোগ প্রায়ই বহুক্ষণস্থায়ী হয়। নিয়মিত সময়ে রাত্রিকালে ফিট হইলে অথবা ঋতুর সময় ফিট হইলে কুপ্রম উত্তম। হাম প্রভৃতি লাট খাইয়া গিয়া অথবা শিশুর দাঁত উঠিবার সময় মৃগী রোগ হইলে কুপ্রম বিশেষ উপকারী। ডাক্তার হালবার্ট বলেন যে, রোগের বেগ কমাইবার জন্য ইহার মত ঔষধ আর নাই। রোগাক্রান্ত হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে চক্ষুর তারা বিস্তৃত হইয়া থাকিলে, মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে, অতিশয় অস্থিরতা ও ভয়ানক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে, এমন কি হাত পা কাঁপিতে থাকিলে আর্জেণ্টম উত্তম। ঋতুর সময়ে ভয় পাইয়া রোগ উপস্থিত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় অতিশয় মানসিক বিষণ্ণভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ডাক্তার ডিউই বলেন, মৃগীরোগে ওনাস্থি ক্রোকেটার ন্যায় উপকারী ঔষধ আর নাই। যদিও ইহা হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষিত ঔষধ নহে, তথাপি ইহা ব্যবহার করিয়া যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা মৃগী রোগের নিশ্চয়ই একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ডিউইর মতে নিম্নলিখিত কয়েকটি ইহার বিশেষ লক্ষণ:—হঠাৎ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য হওয়া, মুখ স্ফীত ও লালবর্ণ, মুখ হইতে ফেণা নির্গত হওয়া, চক্ষুতারা বিস্তৃত, আক্ষেপ, দাঁত লাগিয়া যাওয়া ও হস্তপদ অতিশয় শীতল।

আমেরিকার ডাক্তার টালকটও এই ঔষধ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই রোগের সমস্ত লক্ষণই যে ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার ৩য় অথবা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধ আজকাল আমেরিকায় অনেক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে ও ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস।

আরটিমিসিয়া ভল্‌গারিসও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (পেটীটমাল petitmal) অনেকক্ষণস্থায়ী মৃগীতে এই ঔষধ বিশেষ প্রযোজ্য।

এলোপ্যাথিক মতে ব্রোমেটম এই রোগের প্রধান ঔষধ, কিন্তু ইহা দ্বারা স্থায়ী ফল কিছুই পাওয়া যায় না। অধিক পরিমাণে ব্রোমাইড অফ পোটাসিয়ম ব্যবহার করিলে ক্রমে সম্পূর্ণ মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হয় ও সময় সময় উন্মাদ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

ক্যাম্ফর ব্যবহার করিলে অনেক সময় রোগের প্রবলতা কমিয়া আইসে।

অধিক ব্রোমাইড ব্যবহারের পর রোগী আমাদের চিকিৎসাধীন হইলে আমরা ইহার প্রতিষেধক স্বরূপ ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা অথবা জিঙ্কম্ ব্যবহার করিয়া থাকি।

সাইলিসিয়াও এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, স্ক্রফুলা ধাতুর শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও শোক তাপ হইতে রোগের উৎপত্তি হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি ইহার আর একটী বিশেষ লক্ষণ। রাত্রিকালে মূর্চ্ছা ও তাহার পূর্ব্বে শরীরে শীতল ভাব অনুভূত হইলে এবং মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে ভয়ানক গরম ঘর্ম্ম হওয়াও সাইলিসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং মেরুদণ্ডের উপরিভাগে ও মাথার পশ্চাদ্ভাগে

ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। অতিশয় পুরাতন রোগীকে ক্যাল্‌কেরিয়া সেবন করিতে দিয়া ফল না দর্শিলে ও শরীরের বাম দিক অতিশয় শীতল হইলে সাইলিসিয়ায় উপকার হইয়া থাকে।

অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ ভোগের পর যে সমস্ত মৃগীরোগ উপস্থিত হয়, তাহাতেই নক্‌সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায়ই অধিক অজ্ঞান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, মুখের উপর পিপড়া চলিয়া বেড়াইবার মত একটা ভাব অনুভূত হইতে থাকে।

এই রোগে আমরা সচরাচর নক্‌সভমিকা ৩০ হইতে ২০০, এমন কি সময়ে সময়ে ১০০০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি। পদদ্বয় ভারী হইয়া যদি এই রোগ উপস্থিত হয় ও ক্রমে পক্ষাঘাত হইয়া পড়ে, তবে প্লম্বম ব্যবহার্য্য। মস্তিষ্কে স্রাব প্রভৃতি হইয়া রোগ হইলে ও মূর্চ্ছার পর ধীরে ধীরে জ্ঞান হইলেও প্লম্বম ব্যবহৃত হয়। পেটের ব্যথা ও ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্লম্বমের ক্রিয়া সত্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইয়া রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী এরূপ মনে হইলে সিকেলি ব্যবহার করা উচিত।

হঠাৎ রোগ ভয়ানক কঠিন হইয়া যদি ক্রমাগত স্পন্দন ও আক্ষেপ হইতে থাকে, ও মুখ ভয়ানক বিকৃত হইতে দেখা যায় এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে সাইকিউটা ব্যবহার করিলে আশু ফললাভ করা যায়। এই প্রকার দুর্ব্বলতা চায়নিনম্ আর্সেনিকোসম ভিন্ন আর কোনও ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় রোগীকে স্পর্শ করিলেই পুনরায় আক্ষেপ আরম্ভ হয়। ষ্ট্রিকনিয়াতেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সাইকিউটাতে রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে—ইহাতে তদ্রূপ হয় না; সাইকিউটাতে ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, দাঁত লাগা, মুখ গাঢ় লালবর্ণ, মুখ হইতে ফেণা নির্গত হওয়া, ও ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকে। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে চক্ষু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা, ও শরীরের মধ্যে এক শূন্য ভাব উদয় হওয়াও সাইকিউটার প্রধান লক্ষণ।

ডাক্তার বেইস বলেন, পেশীসমূহের আক্ষেপ অধিক হইলে কুপ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কুফুলা ধাতুর লোকের পক্ষে ও অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে সল্‌ফর দেওয়া গিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ক্যালকেরিয়ার সমস্ত লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্চ্ছার পরে ভয়ানক দুর্ব্বলতা ইহার একটি লক্ষণ। বাম দিকে পড়াও সলফরের একটী লক্ষণ। সময়ে সময়ে অন্যান্য ঔষধ দেওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে একবার সল্‌ফর দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঔষধে আর সেরূপ ক্রিয়া হইতেছে না। এই সকল স্থলে এক মাত্রা করিয়া সলফর বা সোরাইনম মধ্যে মধ্যে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অধিক আক্ষেপ ও কম্পন বা স্পন্দন বর্ত্তমান থাকিলে ও মূর্চ্ছার পূর্ব্বে অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে হাইয়োসায়েমস্ প্রয়োগ করা উচিত। অতিশয় ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা হইলেও হাইয়োসায়েমসে উপকার দর্শে। হাইয়োসায়েমসের মূর্চ্ছা অনেকটা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় এবং সময় সময় রোগী নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে ও নানা প্রকার শব্দ শুনিতে পায়।

হঠাৎ ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা হইলে ও মস্তক ডাইন দিকে বক্র হইয়া গেলে এবং বাম হস্ত ক্রমাগত ঘুরিতে থাকিলে ষ্ট্রামোনিয়ম দেওয়া উচিত।

এই রোগে ষ্ট্রামোনিয়মের ক্রিয়া বেলেডনার ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ বেলেডনার রোগী আলোক সহ্য করিতে পারে না, শব্দ শুনিলে বিরক্ত হয় ও কিছুই সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু ষ্ট্রামোনিয়মের রোগী আলোক চায়, অন্ধকারে বা একা থাকিলে ভয় পায়, সর্ব্বদা যেন ভয় পায় এবং সময়ে সময়ে কাঁদিতে থাকে।

ছোট ছোট ছেলের মস্তিষ্কের উত্তেজনা অধিক হইয়া রোগ উপস্থিত হইলে, মুখ লালবর্ণ হইলে ও চমকিয়া চমকিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছা হইলে বেলেডনা উত্তম। আমরা সম্প্রতি একটী বালকের এই রোগে বেলেডনা ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পাইয়াছি।

সময়ে সময়ে শরীরের উপর কি যেন চলিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ হয়, অথবা পেটের মধ্যে ভয়ানক উত্তাপের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নানারূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, এবং রোগ শরীরের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, ভয়ানক দপদপানি মাথাধরা

প্রভৃতি বেলেডনার অন্যান্য প্রধান প্রধান লক্ষণসমূহও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন বেলেডনার পরিবর্ত্তে এট্রোপিন ব্যবহার করিয়া শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তার হিউজ বলেন, তরুণ রোগে হাইড্রোসায়ানিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ। অজ্ঞানভাব, হাত মুঠা করিয়া থাকা, দাঁত লাগিয়া যাওয়া, মুখ হইতে ফেণা নির্গত হওয়া, গিলিতে অক্ষম হওয়া, এইগুলি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। মূর্চ্ছার পর রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। শিশুরা খেলিতে ইচ্ছা করে না, কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না। তরুণ মৃগী রোগে ইহা আমাদের একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

রোগের প্রথম সূত্রপাতেই কষ্টিকম ব্যবহার করিলে অনেক সময় ইহা আর বাড়িতে পারে না। কখন কখন বাহিরে বেড়াইতে বেড়াইতে রোগী পড়িয়া যায়, কিন্তু তখনই আবার জ্ঞানলাভ করে ও উঠিয়া চলিয়া যায়। পূর্ণিমার সময় রোগ উপস্থিত হইলেও কষ্টিকম ব্যবহৃত হইতে পারে। ঋতুর প্রারম্ভে ও প্রত্যেক ঋতুর সময় মৃগী হইলেও কষ্টিকম উত্তম। তরুণ রোগীদের পক্ষেই কষ্টিকম বিশেষ উপকারী। রাত্রিকালে মূর্চ্ছা হইলে ডাক্তার ফারকারের মতে হিপার সাল্‌ফার উত্তম।

কেলি মিউরিয়েটিকম্ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিছুদিন ক্রমাগত এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ধীরে ধীরে একেবারে রোগমুক্ত হওয়া যায়।

নারাঙ্গা।

(ERYSIPELAS.)

শরীরের স্থানে স্থানে একটী একটী ক্ষুদ্র ব্রণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্থানটি ভয়ানক লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। ঐ স্থান অতিশয় প্রদাহিত হয় ও তথায় রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে রক্ত দূষিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থাতেই উত্তমরূপ চিকিৎসা না হইলে ইহার ফল অতি শোচনীয় হয়। সচরাচর ইহা ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল, গলদেশ

প্রভৃতি আক্রমণ করে; কখন কখন হস্ত পদেও ইহা হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে মুখমণ্ডল ভয়ানক স্ফীত ও প্রদাহিত হয় এবং ক্রমে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহার সূত্রপাত হইলেই দুই এক মাত্রা বেলেডনা দিলেই অনেক সময় উপকার দর্শে। সর্দ্দি রোগ হইবামাত্রই যদি চিকিৎসক আহূত হন, তবে একোনাইট ব্যবস্থা করা হয়। জ্বরের অবস্থাতে একোনাইট উত্তম, কিন্তু ফুলা অধিক হইলে, আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ হইলে, দপ্‌দপানি থাকিলে ও চর্ম্ম চকচক করিলে বেলেডনা দেওয়া উচিত। ফুলা অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে এবং ইহার সহিত দপ্‌দপানি মাথাধরা, জ্বর, ভুল বকা, গলা ফুলা ও চড়চড় করা বর্ত্তমান থাকে। মাথা, মুখ প্রভৃতি যে কোনও স্থানে ইহা হইতে পারে এবং আক্রান্ত স্থান ভয়ানক গরম হয়। বেলেডনায় শীঘ্র উপকার না দর্শিলে এট্রোপিন ৩য় ক্রম ব্যবহারে শীঘ্র উপকার দর্শে। ইহার সহিত মস্তিষ্কের গোলমাল অধিক হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম ফলপ্রদ।

ফুলিয়া ফোস্কা হইয়া উঠিলে রস্‌টক্‌স উত্তম। চর্ম্ম গাঢ় লালবর্ণ ও ফোস্কায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মাথায়, মুখের উপর, বা জননেন্দ্রির উপর হইলে রসটক্‌স উত্তম। অতিশয় মাথাধরার সহিত জ্বর ও ভয়ানক শীত থাকিলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া পীড়া হইলে, পীড়া ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিলে, বিকারের লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে এবং আক্রান্ত স্থান পাকিয়া উঠিয়া উহা হইতে তরল দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গত হইলেও রসটক্‌স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গা হাতের টাটানি ও ভয়ানক চুলকানি এবং জ্বালাও ইহাতে দৃষ্ট হয়।

ফুলা থলথলে রকমের হইলে ও উহা ভয়ানক টাটানি ও বেদনাযুক্ত হইলে আর্ণিকা উত্তম, কিন্তু প্রথম হইতেই অধিক পরিমাণে আর্ণিকা বাহ্যিক প্রয়োগে এই অবস্থা উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরক উহার প্রতিষেধক।

বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত কখন কখন ক্যালেণ্ডিউলা দেওয়া যায়।

এপিসের ফুলা প্রথমে গোলাপি লাল বর্ণের হয়, পরে উহা ক্রমে গাঢ় লালবর্ণ হইয়া আইসে ও উহার সহিত শোথ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। প্রথমে একটি ক্ষুদ্র ছোট কঠিন স্ফোটক বা ব্রণের মত হইয়া যদি উহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এপিস অতিশয় ফলপ্রদ। ইহাকে বেলেডনা ও রসটক্‌সের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিলেই হয়; কারণ, ইহাতে বেলেডনার ন্যায় অত অধিক

প্রদাহও দৃষ্ট হয় না, অথবা রসটক্সের ন্যায় তত অধিক ফোস্কাও হইতে দেখা যায় না। রুসিয়ার বিখ্যাত ডাক্তার বোজানস্ বলিতেন যে, আঘাতজনিত ইরিসিপেলাসের পক্ষে ইহার মত ঔষধ আর নাই। ছোট ছোট শিশুদিগের নাভিস্থল পচিয়া ইরিসিপেলাস হইলে ও তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে এপিস বিশেষ উপকারী। ইহাতে রোগ ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে এবং শীঘ্রই মাংসপেশীসমূহকে আক্রমণ করে। ইহাতে শোথ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে এবং ইহার ফুলা সচরাচর রসটক্স অপেক্ষা অধিক হয়।

এই রোগে অতি বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা হইলে ও তাহার সহিত পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা থাকিলে ক্যান্থারিস উত্তম। এই সমস্ত ফোস্কা ক্রমে ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে জ্বালাজনক ক্ষতকারী জল নির্গত হয়। নাসিকার উপর আরম্ভ হইয়া ক্রমে মুখের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও ক্যান্থারিস উপকারী। প্রস্রাবের জ্বালা ও ভয়ানক পিপাসা কখন কখন বর্ত্তমান থাকে।

হরিদ্রা বর্ণের বড় বড় ফোস্কা হইলে ও তাহার সহিত ভয়ানক জ্বর আসিলে ইউফর্বিয়ম দেওয়া যায়। মাথায় বা মুখে ইরিসিপেলাস হইলে ও পেরেক-বিঁধার ন্যায় বেদনা থাকিলে ইউফরবিয়ম বিশেষ উপকারী।

রোগ বাম দিকে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকিলে এবং ভয়ানক গাঢ় লাল বা কাল বর্ণের হইলে ল্যাকেসিস উপযোগী। ইহাতে পেশীসমূহও আক্রান্ত হয়। বিকারের লক্ষণ এবং পচনের সম্ভাবনা থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহারে ফল দর্শে।

ভয়ানক বকুনি থাকিলে ও বিকারের সম্ভাবনা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম উত্তম।

হঠাৎ রোগ আরম্ভ হইয়া যদি কঠিন আকার ধারণ করে, অধিক ফুলা ও জ্বালা দেখা যায় এবং রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, তবে আর্সেনিক উপযোগী। উহার সহিত কখন কখন পেটের পীড়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

পীড়া বহুদিনস্থায়ী হইলে ও এক স্থান হইতে আর এক স্থান আক্রমণ করিলে সাল্ফর প্রযোজ্য। এই রোগে মাঝে মাঝে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

অতিশয় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে প্রথম অবস্থায় ভেরেট্রম ভিরিডি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার গুড্নো বলেন, এই রোগে গ্র্যাফাইটিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু আমরা ইহা ব্যবহার করি নাই।

এই পীড়ায় কখনও কোনও ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগ করা উচিত নহে।

চক্ষুর পীড়া।

(AFFECTION OF THE EYE.)

এই পীড়া নানা প্রকার। সচারাচর চোক উঠা, চোক লাল হওয়া, চক্ষু হইতে জল নির্গত হওয়া প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া হয়, তাহা অতি সহজেই আরোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু উপদংশ প্রভৃতি রোগ হইতে যে সমস্ত চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, তাহা আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয় এবং অতি সাবধানে উহাদের চিকিৎসা করিতে হয়। চক্ষুতে ক্ষত হইলে প্রায়ই উহা অতি কঠিন আকার ধারণ করে এবং আরোগ্য হইবার পরেও চক্ষুর উপর উহার সাদা দাগ থাকিয়া যায়। যদি তারার উপর এই দাগ পড়ে, তাহা হইলেই দৃষ্টির হানি হয়। চক্ষুতে ক্ষত হইলে প্রথমে জল বা পূঁয নির্গত হয়; সুতরাং এই সময় উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত, নচেৎ ক্ষত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে একটী চক্ষুর পীড়া হইলে অপরটী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কোনও উপদংশগ্রস্ত রোগীর শয্যায় শয়ন করিয়া একটী লোকের ভয়ানক চক্ষুরোগ হইয়াছিল, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই রোগের প্রথম প্রদাহের অবস্থায় সচরাচর বেলেডনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষু রক্তবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া উঠে, এবং উহা হইতে আদৌ জল নির্গত হয় না, চক্ষুতে ভয়ানক স্পন্দন বা আক্ষেপ ও আলো সম্পূর্ণ অসহ্য বোধ ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডনা উত্তম।

উপরের লিখিত লক্ষণসমূহ একোনাইটেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাতে আলোক চক্ষুতে লাগিলে অসহ্য বোধ হয় না। রাত্রিকালে অতি অল্প আলোকে পাঠ করিয়া অথবা চক্ষুর অধিক ব্যবহার জন্য যে সমস্ত রোগ উপস্থিত হয়, তাহাতেও বেলেডনা উপকারপ্রদ। আঘাতজনিত পীড়া হইলে ও চক্ষুর সম্মুখে ছোট ছোট তারার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রেটিনায় রক্তপাত হইলে ল্যাকেসিস, ক্রোটেলস বা বেলেডনা প্রয়োগে উপকার দর্শে।

চোক উঠার প্রথমাবস্থায় একোনাইট উত্তম। চোক কর্ কর্ করিলে, উহার মধ্যে কোনও দ্রব্য পড়িলে, আলোকে চোক ব্যথা করিলে ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্লকোমা নামক কঠিন পীড়ায় ওপিয়ম ও কোকেন মিউর ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ছুরী দিয়া কাটিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা থাকিলে স্পাইজিলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহাতে বেলেডনার ন্যায় তত অধিক প্রদাহ হয় না এবং চক্ষু কোটর অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। প্যারিস্কোয়াড্রিফোলিয়াতেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কখন কখন চক্ষু যেন দড়ি দিয়া পশ্চাদ্দিকে টানা হইতেছে এইরূপ মনে হয়। স্পাইজিলিয়ার বেদনা রাত্রিকালে অধিক হয় এবং নাড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি পায়।

অধিক উত্তাপে বা আলোকে চক্ষু ব্যবহার করিলে এবং কোটর হইতে চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ মনে হইলে গ্লনয়ন উত্তম। এই ঔষধ অনেক বিষয়ে বেলেডনার সদৃশ, কিন্তু বেলেডনার ব্যথা হঠাৎ উপস্থিত হয় ও ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং কিছুতেই আলোক সহ্য হয় না।

চক্ষু প্রদাহিত হইয়া অধিক স্ফীত হইলে ও উহা হইতে ক্রমাগত জ্বালাজনক জল নির্গত হইলে রস্‌টক্‌স উত্তম। কাণশিরা পড়িলে ও প্যারালিসিসের লক্ষণ-সমূহ উপস্থিত হইলে রস্‌টক্‌স বিশেষ উপকারী। স্ক্রফুলা ধাতুর লোকদিগের বার বার চোক উঠিলে ও চোক ফুলিয়া একেবারে জুড়িয়া গেলে রস্‌টক্‌স বিশেষ ফলপ্রদ। কখন কখন আলোক একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে, এমন কি রাত্রিতে পর্য্যন্ত চোক খুলিতে পারা যায় না। চক্ষুর জল ভয়ানক গরম ও জ্বালাজনক এবং যেখানে পতিত হয়, সেইখানেই ছোট ছোট ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয়। জলে ভিজিয়া ও বাত জন্য চক্ষুর প্রদাহ হইলে, উহা লালবর্ণ হইলে ও মাথা পর্য্যন্ত বেদনা করিলে, এবং রাত্রিকালে অধিক যন্ত্রণা হইলে রস্‌টক্‌স বিশেষ উপকারী। ছানি তুলিয়া দিবার পর পূঁয হইতে না পারে এই জন্য রস্‌টক্‌স ব্যবহৃত হয়।

চক্ষুর পাতা টাটাইলে ও আড়ষ্ট হইয়া থাকিলে কষ্টিকম্, জেলসিমিয়ম্ বা কাল্মিয়া ব্যবহার্য্য। চক্ষুর ফুলা অধিক থাকিলে ও চক্‌চকে ভাব দৃষ্ট হইলে এপিস ব্যবহৃত হয়।

চক্ষুর পাতা পড়িয়া গেলে ও উহা স্বেচ্ছাক্রমে উঠাইতে না পারিলে নক্স ও সিপিয়া ফলপ্রদ। আইরাইটিস হইলে টেরিবিন্থ ও থুজা ব্যবহৃত হইতে পারে। মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস্, আয়োডেটস্, করোসাইভস্ প্রভৃতি মার্কিউরিয়স্-সংশ্লিষ্ট যে কয়েকটি ঔষধ আছে, উহারা সকলেই চক্ষুর পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু দিয়া অধিক জল নির্গত হইলে মার্কিউরিয়স উপকারী। চোকের পাতা ফুলিলে, চোক লালবর্ণ হইয়া রাত্রিকালে অধিক যন্ত্রণা হইলে ও চোকের পাতা মোটা হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। উপদংশ রোগ হইতে চক্ষুর পীড়া জন্মিলে ও চক্ষুতে ক্ষত উপস্থিত হইলে মার্কিউরিয়স করোসাইভস্ বিশেষ উপকারী। আঞ্জনি ও বাতজনিত চক্ষুর অন্যান্য পীড়াতেও মার্কিউরিয়স উত্তম। চক্ষুর গ্রন্থিসমূহ অধিক স্ফীত হইলে মার্কিউরিয়স বিন-আয়োডাইড উপযোগী। কর্ণিয়ায় ক্ষত হইলে প্রটো-আয়োডাইড উপকারী। ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইলে ও জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের হইলে ইহা আরও অধিক উপযোগী। স্ক্রফুলা ধাতুর শিশুদিগের চক্ষুর পীড়ায় ডলসিস্ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মার্কিউরিয়স করোসাইভসে জ্বালা, ভয়ানক যন্ত্রণা ও অতিশয় জল নিঃসরণ এবং চক্ষুতে ক্ষতজনিত সমস্ত ভয়ানক অবস্থা নিবারিত হয়। আইরাইটিসে মার্কিউরিয়স করোসাইভস বিশেষ উপকারী।

চক্ষুর প্রদাহে ও বেদনায় সিনাবারিস উত্তম; কিন্তু ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ব্যথা চক্ষুর এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও চক্ষুর চারিধার টাটাইয়া থাকে।

চাকা চাকা, কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত হইলে ও চক্ষুর যন্ত্রণা তত অধিক না হইলে কেলিবাইক্রমিকম্ উপযোগী। ইহাতে চক্ষুর লাল বর্ণ, আলোক অসহ্য বোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্দ্দিজনিত চক্ষুর প্রদাহ হইলে ও উহার মধ্যে লাল লাল ফুস্কুড়ি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

উপদংশ হইতে আইরাইটিস উৎপন্ন হইলে মার্কিউরিয়স করোসাইভসের পরে ক্লিমেটিস ব্যবহৃত হয়। বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সহজেই ঠাণ্ডা লাগা ক্লিমেটিসের এক বিশেষ লক্ষণ। ঠাণ্ডা বশতঃ প্রদাহ হইয়া অতিশয় বেদনা হইলে ও জলপড়া থাকিলে, এবং আলোক অসহ্য বোধ ও চক্ষুতে ভয়ানক উত্তাপ অনুভূত হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই সম্বন্ধে ইহার ক্রিয়া অনেকটা রস্‌টক্সের সদৃশ।

রসজনিত প্রদাহ হইলে (Serous inflammation) জেলসিমিয়ম উত্তম। চক্ষু-পীড়ার আর একটি উত্তম ঔষধ ফেরম ফস্ফরিকম্। অধিক পরিমাণে জ্বালা ও নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, এই দুই লক্ষণে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহাতে চক্ষু হইতে প্রায়ই জল কিম্বা পূঁয নির্গত হইতে দেখা যায় না। কাহারও কাহারও এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, চক্ষুর পীড়ার প্রথমাবস্থায় প্রদাহ অধিক না হইলে ইহাতে একোনাইট অপেক্ষা অধিক ফল দর্শে। আমরাও ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক সময়ে বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

কর্ণিয়ার পীড়ায় কেলি মিউরিয়েটিকম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষুর প্রদাহ, এমন কি ক্ষত পর্য্যন্ত ইহাতে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা তত অধিক থাকে না। কর্ণিয়ায় ক্ষত হইলে অথচ পূঁয পড়া না থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

ছোট ছোট শিশুদিগের চক্ষুর ক্ষত হইলে অথবা গনোরিয়াল অপ্‌থাল্‌মিয়া হইলে কেলি সল্‌ফিউরিকম উপযোগী। ইহার ক্রিয়া অনেকটা ক্যাল্‌কেরিয়া সলফিউরিকা বা হিপার সল্‌ফরের ক্রিয়ার সদৃশ। চোকে ছানি পড়িলে অনেক সময় ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লোরিকা ব্যবহারে উহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। আমরাও ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম চোকের ছানিতে ব্যবহার করিয়াছি এবং উপকারও হইতে দেখিয়াছি। জেলসিমিয়ম চক্ষুর নানা প্রকার পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর পাতা পড়িয়া গেলে, দৃষ্টিরোধ হইলে অথবা দুই চোকে দুই প্রকার দৃষ্টি হইলে ইহা প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়। চক্ষুর টাটানিতে ও মাথাঘোরায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। রসোৎপন্ন আইরাইটিসে ক্রমশঃ দৃষ্টির হানি হইলে জেলসিমিয়ম উপকারী। দূরের দ্রব্য দেখিতে না পাইলে অথবা

নিকটের দ্রব্য উত্তমরূপ দেখিতে পাইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। আজ-কালকার ছেলেদের চস্‌মা লওয়া রোগ নিবারণ করিবার ইহা একটি মন্দ ঔষধ নহে। গ্লকোমার অসহ্য যন্ত্রণা অনেক সময় এই ঔষধে আশু প্রশমিত হয়। অনেক সময়ে এই ঔষধ সেবনে চক্ষুর মণি বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছে। বাতজনিত চক্ষু-বেদনায় ব্রাইওনিয়া উত্তম। নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি হওয়া ব্রাইওনিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ। ছুঁচবিঁধার ন্যায় বেদনা, চিড়িক মারিয়া উঠা অথবা চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ হওয়া ব্রাইওনিয়ার অন্যান্য লক্ষণ। একোনাইট এবং ফেরম ফস্‌ফরিকমের পরেই ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

চক্ষুর পীড়ায় ভয়ানক মাথার বেদনা ও উহার সহিত প্রস্রাবের জ্বালা থাকিলে এবং প্রস্রাব অল্প হইলে টেরিবিন্থ উপকারী। বাতজনিত পীড়ায় আর্ণিকা ফলপ্রদ, বিশেষতঃ আঘাত বশতঃ রোগ উৎপন্ন হইলে ও চক্ষুর মধ্যে রক্ত জমিয়া থাকিলে হেমেমিলিসে উপকার দর্শে।

কখন কখন গ্লকোমাতেও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুর টাটানি অনেক কমিয়া যায় ও বেদনার হ্রাস হয়।

চক্ষুর অভ্যন্তরে রক্তাধিক্য হইলে ফস্‌ফরস বিশেষ উপকারী। সমস্ত দ্রব্য লালবর্ণ দৃষ্ট হইলে বুঝা উচিত যে, চক্ষুর মধ্যে কোনও প্রকারে রক্ত জমিয়া থাকিবে। আমরা ছানিতে এই ঔষধ অনেক সময় ব্যবহার করিয়াছি এবং আরোগ্য হইতেও দেখিয়াছি। নিম্নলিখিত কয়েকটি ছানিপড়ার প্রধান ঔষধ :—সাইলিসিয়া, কোনায়ম, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, মেগ্‌নিসিয়া কার্ব্বনিকা, কষ্টিকম, সলফর ও ক্যাল্‌কেরিয়া। বার বার স্নায়ুশূল হইয়া গ্লকোমা উপস্থিত হইলে ফস্‌ফরস্‌ উপকারী।

চোক উঠার পর আলোক একেবারে অসহ্য হইলে কোনায়ম ব্যবহার করা উচিত। চোক খুলিলেই জল গড়াইয়া যায়। বোষ্টন সহরের বিখ্যাত ডাক্তার টাল্‌বট এই ঔষধ প্রয়োগে ছানি আরোগ্য করিয়াছেন।

ডাক্তার ডজ্জন বলেন, আঞ্জনি ও ফুস্কুড়ি হইয়া চক্ষুর জ্বালা উপস্থিত হইলে ও অনেক দিন প্রদাহ থাকিয়া চোকের মধ্যে সাদা দাগ পড়িলে জিন্‌কম উত্তম। এইরূপ অবস্থায় রাটানিয়াও ব্যবহৃত হয়।

ছানি পড়ার তরুণ অবস্থায় কষ্টিকম্ অতি উৎকৃষ্ট।

পল্‌সেটিলা আঞ্জনির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পূঁয হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যাওয়া ইহার একটী লক্ষণ। চোক উঠিলে ও গাঢ় পূঁয নির্গত হইয়া পাতা জুড়িয়া গেলে এই ঔষধ ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হামের পর চোক উঠিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে পূঁয গাঢ় হয় ও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। শিশুদিগের চোক উঠাতেও ইহা উপকারী। আর্জেণ্টম নাইট্রিকমের ক্রিয়াও পল্‌সেটিলার ক্রিয়ার সদৃশ এবং সচরাচর পলসেটিলার পর ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টমে পূঁয জমিয়া চোকের পাতা ফুলিয়া উঠে। অনেক দিনের পুরাতন রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। চক্ষুর ধারে মামড়ি পড়িয়া যাওয়া ইহার একটী লক্ষণ।

অরম মেটালিকম্ চক্ষুর প্রদাহ, ক্ষত প্রভৃতিতে উপকারী। ক্ষত হইয়া চোকের মধ্যে সাদা সাদা দাগ পড়া এবং অতিশয় যন্ত্রণা এই ঔষধের লক্ষণ। গ্লকোমা, চোক উঠা ও উপদংশজনিত চক্ষুর পীড়া এবং অন্যান্য কঠিন কঠিন পীড়ায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার ভাইলাম বলেন, ইহার নিম্নক্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। আমরা সচরাচর ৩০শ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া থাকি। উপদংশজনিত চক্ষুর পীড়ায় ভ্রূর উপর জ্বালা করিলে আসাফেটিডা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ অৰ্দ্ধ-দৃষ্টি, অর্থাৎ দ্রব্যের উপরের অর্দ্ধেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্নের অর্দ্ধেক দৃষ্টিগোচর হয় না। মিউরিয়েটিক এসিড, লিথিয়ম কার্ব্ব ও লাইকোপোডিয়মেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে চোকের ডাইন কিম্বা বামদিকের অর্দ্ধেক দেখিতে পাওয়া যায় না।

লাইকোপোডিয়ম চক্ষুর ক্ষত হইলে ব্যবহৃত হয়। রাত্রিকালে চোক জুড়িয়া যায় ও সমস্ত দিন জল পড়ে। আঞ্জনির একটী প্রধান ঔষধ ষ্টাফাইসেগ্রিয়া। বড় বড় আঞ্জনি হয় ও উহা না পাকিয়া ক্রমেই বড় হইতে থাকে, এই দুইটী ইহার লক্ষণ। চোকের পাতা ভয়ানক চুলকাইলে ও কিছু পড়িয়া চোক লাল হইলে প্রথমে একোনাইট ও ফেরম ফস্‌ফরিকম এবং তাহাতে উপকার না দর্শিলে তৎপরে সল্‌ফর ব্যবহৃত হয়।

পুরাতন রোগীর পক্ষে সল্ফর বিশেষ ফলপ্রদ। কখন কখন ছানিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ক্রফুলা ধাতুর লোকের চক্ষুর পীড়ায় ক্যালকেরিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষুর ক্ষত ও তজ্জনিত সাদা দাগ ইহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া যায়। আলোকে চক্ষুতে ভয়ানক আঘাত লাগে এবং রোগী ক্রমাগত চোক ঢাকিয়া রাখিতে চাহে। জলে ভিজিয়া চক্ষু লাল হইলেও ইহার ক্রিয়া রসটক্সের ক্রিয়ার সদৃশ। ক্রমাগত চক্ষু হইতে জল পড়িলে এবং চোকের মধ্যে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হইলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। চোকের কোণে নাসিকার মধ্যে যে ছিদ্র আছে, উহা বন্ধ হইয়া চক্ষু হইতে ক্রমাগত জল নির্গত হইতে থাকে। শিশুদিগের পীড়ায় ক্যাল্কেরিয়া বিশেষ ফলদায়ক।

চক্ষুর পাতা লাল হইয়া যদি স্থানে স্থানে পাকিতে থাকে ও উহা ভয়ানক বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে হিপার সল্ফর উপকারী। সত্বর পূঁয হইলে হিপার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিলেই হয়। আমরা ইহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং উপকারও হইতে দেখিয়াছি।

চক্ষু প্রদাহিত হইয়া ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হইলে ইপিকাক ও কোনায়ম উত্তম।

সকল প্রকার চক্ষুর পীড়ায় ইউফ্রেসিয়া একটি উত্তম ঔষধ। চক্ষু প্রদাহিত হইয়া ক্রমাগত জ্বালা-জনক জল নির্গত হওয়া এবং আলোক একেবারে সহ্য না হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। পড়িতে বসিলেই চোকে বেদনা উপস্থিত হয়। আঘাত বা সর্দ্দিজনিত চক্ষুর প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ সকল প্রকার চক্ষুর পীড়ায় জ্বালাজনক জল অধিক নির্গত হইলেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। বহুকাল হইতে ইউফ্রেসিয়া ও রুটা চক্ষুর পীড়ায় ব্যবহৃত হইতেছে। চক্ষু হইতে উত্তপ্ত জল নির্গত হওয়া ক্রিয়োজোটের একটি লক্ষণ।

চক্ষুর ভয়ানক জ্বালা আর্সেনিকের লক্ষণ। যে কোনও প্রকার চক্ষুর পীড়া হউক না কেন জ্বালা অধিক হইলেই আর্সেনিক দেওয়া উচিত। ছোট ছেলেদের চক্ষুপ্রদাহে নাইট্রিক এসিড বিশেষ ফলদায়ক। চোকের ক্ষত হইয়া উহাতে ছুঁচবিধার মত বেদনা হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। নাইট্রিক এসিড ও কেনাবিস সেটাইভা চক্ষুর দাগ নিবারণের দুই প্রধান ঔষধ।

চক্ষুর পাতা ফুলিলে অনেক সময় ডিজিটেলিসে উপকার হয়।

হানিমান বলিয়াছেন, মিওবোমিয়ন গ্রন্থিসমূহের পীড়ায়ও ইহা উপকারী।

সিপিয়া—দৃষ্টির হ্রাস হইলে, বিশেষতঃ যদি জরায়ুর পীড়া জন্য এরূপ হয় তাহা হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

নেট্রম মিউরিয়েটিকম—ছানি পড়িলে অথবা চোক উঠিয়া দৃষ্টির হানি হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর্টিমিসিয়া—চক্ষুর পেশী সমুদয় বিকৃত হইয়া দৃষ্টির হানি হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সিনা—পড়িতে পড়িতে দৃষ্টি বিকৃত হইলে উপযোগী।

অধিক পরিশ্রমজনিত চক্ষু-পীড়ায় রুটা একটী উত্তম ঔষধ।

সেলাই প্রভৃতি সূক্ষ্ম কার্য্য করিয়া চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইলে সেণ্টোনাইন উত্তম। কখন কখন ছানিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল দ্রব্যই হরিদ্রাবর্ণের মত বোধ, ইহার লক্ষণ।

অধিক ব্যবহারে চক্ষুতে বেদনা উপস্থিত হইলে এগারিকস ব্যবহার করা উচিত।

চোক উঠিয়া ক্রমাগত চট্‌চটে পূঁয নির্গত হইলে ও চক্ষুর পাতায় ক্ষত হইলে গ্র্যাফাইটিস ব্যবহার করা যায়। চক্ষুর পাতা উঠিয়া গেলে গ্র্যাফাইটিস ব্যবহারে উহা আরোগ্য হয়। কখন কখন বোরাক্সও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চক্ষুর পাতায় ক্ষত হইয়া পূঁয পড়িয়া চোক টাটাইয়া উঠিলে পিট্রোলিয়ম ব্যবহৃত হয়।

চোকের মধ্যে ও চারি পার্শ্বে দপ্‌দপ করিলে হিপার সল্‌ফর দেওয়া যায়।

এলুমিনা—চোক উঠিয়া পরে দৃষ্টির হানি হইলে এই ঔষধ দেওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন কোনায়ম, এবং নেট্রমও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চক্ষুর শুষ্ক ভাব হইলে নেট্রম সল্‌ফিউরিকম, কার্ব্বনিকম, বারবেরিস্‌ ও ক্রোকস ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ বয়সে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইলে এলুমিনা উত্তম।

চক্ষুতে কোনও প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ হইবার পর প্রায়ই একোনাইট ব্যবহার্য্য। রগে ভয়ানক বেদনা হইলে ইগ্‌নেসিয়া ও মাথায় বেদনা হইলে রস্‌টক্স ব্যবহারে উপকার দর্শে। মাথার বেদনার সহিত বমন বর্ত্তমান

থাকিলে ব্রাইওনিয়া উত্তম। চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনার সহিত ভেদ ও বমন হইলে এসেরম্ উপযোগী। চক্ষুতে দপ্‌দপানি ব্যথা হইলে ক্রোকস্ ব্যবহার্য্য। পিপিলিকা-দংশনের ন্যায় জ্বালা অনুভূত হইলে থুজা দেওয়া যাইতে পারে। চক্ষু সহজে না শুখাইলে সেনেগা, এবং সমস্ত দ্রব্য রক্তবর্ণ বোধ হইলে ষ্ট্রন্‌টিয়ানা কার্ব্ব দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বর।

(FEVER.)

এই দেশে জ্বর এত অধিক হইতে দেখা যায় ও এত অধিক লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় যে, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। সুস্থ অবস্থায় মনুষ্যদেহে সাধারণতঃ কিয়ৎপরিমাণে উত্তাপ বর্ত্তমান থাকে। ঐ উত্তাপ অধিক হইলেই আমরা তাহাকে জ্বর বলিয়া থাকি। রক্তের গতি দ্রুত হইয়া এই অবস্থা উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ শরীরের উত্তাপ ৯৮·৪ হইতে ৯৮·৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দেখা যায়; কিন্তু জ্বর হইলে এই উত্তাপ বাড়িয়া উঠে এবং এমন কি সময় সময় উহা ১০৩।৪।৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে চায়না একটী উত্তম ঔষধ। কিন্তু ইহা যে সকল ম্যালেরিয়া জ্বরেই ফলপ্রদ, এরূপ নহে। চায়নার জ্বরে শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম নিয়মিতরূপে প্রকাশ পায় না, আবার হয়ত ইহাদের কোনও কোনওটী একেবারেই দৃষ্ট হয় না। জ্বরের পূর্ব্বে ভয়ানক স্নায়বিক উত্তেজনা, মাথাধরা, বমনোদ্রেক এবং মানসিক উদ্বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। শীত অতি অল্পক্ষণ থাকে। উত্তাপের সময় জলপিপাসা লক্ষিত হয় না, জ্বরের সময় ধমনীসমূহ ফুলিয়া উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়। কিন্তু এই সময়েও শরীরের অন্যান্য স্থান শীতল বলিয়া বোধ হয়। শীতের সময় উত্তাপ ভাল লাগে, কিন্তু উহা প্রয়োগে কোন উপকার হইতে দেখা যায় না। ঘর্ম্মের সময় ভয়ানক জলপিপাসা লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতন জ্বরে প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে চায়না ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হয় না। বিজ্বর অবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা, পৃষ্ঠবেদনা এবং সময় সময় শোথ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

নক্‌সভমিকা এই জ্বরের আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যাহাদের পেটের পীড়ার সহিত জ্বর হইতে দেখা যায়, সেই সকল রোগীর পক্ষেই নক্‌সভমিকা উত্তম। হস্ত পদের নখ সকল নীলবর্ণ হইয়া জ্বর আইসে এবং অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় ইহার সহিত মাথাধরাও দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ হইতে দেখা যায়। জ্বরের পূর্ব্বে অতিশয় গাত্রবেদনা এবং হাই উঠা বর্ত্তমান থাকে। জলপিপাসা অধিক হয় না। ইউকেলিপ্টস্ ব্যবহারে কখন কখন জ্বরে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা বলেন, ইহার ঘ্রাণ লইলে প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

শীতের সময় জলপিপাসা ইগ্নেসিয়ার বিশেষ লক্ষণ। জল খাইলে শীত হওয়া এবং উত্তাপের সময় জলপিপাসা না থাকা কেপ্‌সিকমের লক্ষণ। অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর লেকেসিস্ উপকারী। ইহাতে শীত জন্য রোগী আগুনের নিকট বসিয়া থাকিতে চাহে। পুরাতন রোগীর হস্তপদ অতিশয় শীতল হইয়া জ্বর হইলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস উত্তম।

জ্বরে আর্সেনিকম্ একটি প্রধান ঔষধ। ভয়ানক ও বহুক্ষণস্থায়ী জ্বর, অতিশয় গাত্রদাহ, মুহুর্মুহু জলপিপাসা, ভয়ানক অস্থিরতা, নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত, কিন্তু জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার; জ্বরের পর অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর অনেক সময় এই ঔষধে আশু প্রশমিত হয়। জ্বরের সহিত পাকস্থলীর বিকৃতি থাকিলে ইহাতে আরও উপকার হয়। আমরা ইহা যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। প্রকৃত ম্যালেরিয়া জ্বরে যে শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম নিয়মিতরূপ দেখা যায়, ইহাতে তাহা দেখা যায় না। কখন বা আদৌ শীত থাকে না, আবার কখন বা ঘর্ম্ম হয় না। রোগ যত পুরাতন হয় ও রোগীর দুর্ব্বলতা যত বাড়ে, আর্সেনিকের কার্য্যকারিতা তত অধিক হইয়া থাকে।

অতিশয় পুরাতন রোগীর পক্ষে, এবং জ্বরের সহিত প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে নেট্রম মিউরিয়েটিকম্ উপকারী। ইহাতে শীত বহুক্ষণ থাকে, উত্তাপ অধিক থাকে না, কিন্তু ভয়ানক মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে। তৎপরে অতিশয় ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ও মাথাধরা ছাড়িয়া যায় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

আবার কখন কখন আদৌ ঘর্ম্ম হয় না। জ্বর প্রাতঃকালে ১০।১১ টার সময় আইসে এবং জ্বরের সহিত জ্বরঠুঁটা হইতে দেখা যায়।

অধিক হাড়ের বেদনা থাকিলে এবং জ্বর আসিবার সময় বমন হইলে ইউ-পেটোরিয়ম্ পারফোলিয়েটম্ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ইপিকাকের ন্যায় পাকস্থলীর বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; জ্বর একদিন সকালে আইসে, একদিন বৈকালে আইসে, জ্বরের পূর্ব্বে পিপাসা ও তিক্ত বমন হয়। জ্বর আসিবার পূর্ব্বেই রোগী তাহা বুঝিতে পারে, কারণ ঐ সময়ে ভয়ানক পিপাসা হয়। পৃষ্ঠদেশ হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং মস্তিষ্কের উপর ভয়ানক ভারবোধ হয়, ঘর্ম্ম অধিক হয় না।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জ্বর আসিলে এবং জ্বরের বেগ অধিক হইলে সিড্রন ব্যবহৃত হয়। ইহাতে মাথাধরা থাকে, বৈকালে প্রায় জ্বর অধিক হয়। শীত করিয়া ৩টার সময় জ্বর আসিলে এপিস্ উপকারী। পুরাতন রোগীর পক্ষে ও চর্ম্মরোগ থাকিলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ঘর্ম্মের সময় পিপাসা থাকে না।

একদিন অন্তর জ্বর আসিলে এবং উহার সহিত পাকস্থলীর পীড়া থাকিলে ইপিকাক্ উপকারী। অতিশয় শীত এবং জ্বরের সময় ভয়ানক বমন ইহার দুইটী প্রধান লক্ষণ। ছোট ছোট শিশুদিগের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। কখন কখন কাশিও বর্ত্তমান থাকে।

ছোট ছোট শিশুদিগের জ্বরে জেলসিমিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ। শীত পা হইতে আরম্ভ হয় এবং পীঠের দিক্ দিয়া উপরে উঠে ও শীতের সময় ভয়ানক কম্প হয়, এমন কি রোগীকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। নিদ্রালুতা ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জ্বর হইলে কখন কখন চাইনিনম্ সল্‌ফিউরিকম্ প্রয়োগে উপকার হইতে দেখা যায়।

মলদ্বার ফাটা।

(FISSURE OF ANUS.)

মলদ্বার ফাটিয়া গেলে ও অধিক টাটানি থাকিলে এবং তৎসঙ্গে আমসংযুক্ত মল নিঃসৃত হইলে গ্র্যাফাইটিস্ ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত কখন কখন মলদ্বারের জ্বালাও বর্ত্তমান থাকে। সূঁচ বিঁধা বা কাঠী ফুটার ন্যায় যন্ত্রণা থাকিলে নাইট্রিক এসিড্ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে মলদ্বার হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁযের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে।

মলদ্বার অধিক আঁটিয়া থাকিলে র‍্যাটানিয়া ব্যবহৃত হয়। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ মলদ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে। রোগী প্রায়ই খিট্‌খিটে স্বভাবের হয়। ছোট ছোট কৃমি নির্গত হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

মলদ্বার ফাটিয়া অধিক পূঁয নির্গত হইলে হিপারসল্‌ফার দেওয়া যায়। উহার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে পিওনিয়া ব্যবহৃত হয়।

রোগ বহুদিনের পুরাতন হইলে এবং মল কিয়ৎপরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় ঢুকিয়া গেলে সাইলিসিয়া দেওয়া যায়। মলদ্বার ফাটিয়া সুড় সুড় করিলে এবং সন্ধ্যার সময় অধিক চুলকাইলে প্লাটিনা দেওয়া উচিত। ইহাতে মানসিক অবস্থা প্রায়ই বিকৃত হইয়া থাকে।

ধ্বংস বা পচন।

(GANGRENE.)

যদি কোনও স্থানে ক্ষত হইয়া সহজে সারিয়া না যায় এবং শরীরের অবস্থা ভাল না হয় ও ক্ষতস্থানে ভালরূপ রক্তের চলাচল না থাকে, তাহা হইলেই পচন আরম্ভ হয়। ইহা একটী অতি কঠিন পীড়া এবং অতি সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বহুমূত্র, নিউমোনিয়া, বিকারজ্বর প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় অনেক সময় পচন উপস্থিত হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধাবস্থায় পচন হইলে প্রায়ই কঠিন আকার ধারণ করে।

বৃদ্ধ লোকের শুষ্ক পচন হইলে এবং উহার সহিত জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকিলে

আর্সেনিকে উপকার দর্শে। কখন কখন ফুস্ফুসের পচনেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, অধিক দুর্ব্বলতা ও অতিশয় শীত হইলে আর্সেনিক দেওয়া উচিত। ইহাতে উত্তাপ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত হয়, কিন্তু সিকেলিতে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আঘাতজনিত পচন হইলে ল্যাকেসিস্ উপকারী। এ সম্বন্ধে আর্ণিকাও মন্দ নহে।

বৃদ্ধ লোকদিগের পচন আরম্ভ হইলে এবং তাহার সহিত চিন্ চিন্ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে সিকেলি দেওয়া যায়। পায়ের অঙ্গুলিতে শুষ্ক পচন হইলেও সিকেলি ব্যবহৃত হয়। কালশিরা পড়িয়া ক্রমে পচন হইলে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। পচন হইয়া আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত ও নীলবর্ণ হইলে এবং উহার চতুর্দ্দিকে কাল কাল ফোস্কা হইয়া দুর্গন্ধ নির্গত হইলে ক্রোটেলস্ ব্যবহৃত হয়। ক্রোটেলসে উপকার না হইলে ল্যাকেসিস্ দেওয়া উচিত।

পৃষ্ঠব্রণ ও ক্ষত প্রভৃতিতে পচন আরম্ভ হইলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ দেওয়া যায়। আক্রান্ত স্থান লালবর্ণ ও অতিশয় শীতল হয়। রুগ্ন লোকের পক্ষে এবং পূঁয দুর্গন্ধযুক্ত হইলে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা অধিক। কাটিয়া অথবা ছিঁড়িয়া গিয়া পচন আরম্ভ হইলে আর্ণিকা উপকারী।

পাকস্থলীর পীড়া।

(GASTRIC DERANGEMENTS.)

সচরাচর আহারের অনিয়ম প্রযুক্ত পাকস্থলীর পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন জলবায়ুর দোষে অথবা অন্য কোন কঠিন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে ইহা হইতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র পীড়া না বলিয়া রোগের লক্ষণমাত্র বলিলেই ভাল হয়। পাকস্থলীর নানারূপ পীড়ায় নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, যথেচ্ছাচার, এবং অনিয়মিত ও অপরিমিত আহারাদি করিলে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই নক্সভমিকা উপকারী। ইহাতে ঠিক আহারের পরই রোগ উপস্থিত হয় না। আহারের পরই পীড়া হইলে লাইকোপোডিয়ম্ বা নক্সমস্কেটা ফলপ্রদ। বমনোদ্রেক, অধিক পরিমাণে উদ্গার উঠা এবং সময়ে সময়ে পিত্ত বমন ইহাদের লক্ষণ। প্রাতঃকালে রোগীর কষ্ট অধিক হয় ও ভয়ানক মাথা ধরে। মদ্যপায়ীদিগের অম্ল

রোগ হইলে অথবা অধিক পেট ফাঁপা থাকিলে প্রথমেই নক্সভমিকা দেওয়া উচিত; তাহার পর কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্, সল্‌ফর, কেলিবাইক্রোমিকম্ প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। উদ্গার উঠিলে রোগীর ভয়ানক কষ্ট হয় এবং আহারের পর অতিশয় গা বমি বমি করে। আহারের অব্যবহিত পরেই পেটে বেদনা হইলে নক্স ও এবিজ নাইগ্রা দেওয়া যায়। আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে বমন হইলে ক্রিয়োজোট ও নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয়।

পাকস্থলীর নিকট ভয়ানক অবসন্ন ভাব উপস্থিত হইলে মার্কিউরিয়স্ উপকারী। ঐ স্থানে হাত দিলে যদি বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ক্যাল্‌-কেরিয়া কার্ব্ব দেওয়া উচিত। যকৃতের উপর হাত দিলে বেদনা বোধ হইলে এবং পাকস্থলীর নিকটেও ব্যথা থাকিলে লাইকোপোডিয়ম্ উপকারী।

সিপিয়া, সল্‌ফর এবং নেট্রমকার্ব্বোনিকম্ এই কয়েকটি ঔষধে পেটের মধ্যে এক শূন্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পেটের ভিতর জ্বালা অধিক হইলে আর্সেনিক উত্তম। গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া যায়। ইহাতে অধিক বুকজ্বালা হয় ও অম্ল উদ্গার উঠে। এই সমস্ত লক্ষণের সহিত মুখ দিয়া অধিক জল উঠিলে নক্সভমিকা উত্তম। পুরাতন পেটের পীড়ায় সকালে মুখে অত্যন্ত বিস্বাদভাব ও আহারে অনিচ্ছা হইলে নক্সভমিকা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে উপকার না দর্শিলে কার্ব্বোভেজিটেবেলিস ব্যবহারে ফল দর্শে। ডাক্তার ডাইজ ব্রাউনের মতে পেটের পীড়ায় নক্সভমিকার নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু উহার সহিত অধিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহারে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। বহু কালের পুরাতন পীড়ায় কার্ব্বোভেজিটেবেলিসের কার্য্যকারিতা অধিক। অম্ল অধিক হইলে সল্‌ফিউরিক এসিড উত্তম। কার্ব্বোভেজিটেবেলিসে অধিক পেট ফাঁপা ও পেটের মধ্যে এক প্রকার জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। লাইকো-পোডিয়মেও পেট ফাঁপা দেখিতে পাওয়া যায়; তবে ইহাতে তলপেট বেশী ফাঁপে; কিন্তু কার্ব্বোভেজিটেবিলিসে সেরূপ হয় না, ইহাতে কেবল উপরের পেটই অধিক স্ফীত হয়। লাইকোপোডিয়মে এক প্রকার জ্বালাজনক উদ্গার উঠে, এবং সর্ব্বদাই পেট ভার হইয়া থাকে। ইহাতে আহারের পর ভয়ানক নিদ্রার আবেশ হয়, কিন্তু নক্সমস্কেটার ন্যায় অধিক নিদ্রালুতা হয় না।

অপরিপাক জন্য পেট ফাঁপিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইলে এবং হাঁপানির ন্যত সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে লাইকোপোডিয়ম উপকারী। ইহাতে অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। অধিক বৃদ্ধ বয়সে এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং ক্রমাগত পাখার বাতাস দিতে হইলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস উপযোগী।

উদরাময়ের সহিত যদি অধিক দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগ ম্যালেরিয়া-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে চায়না ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ অবস্থায় এল্‌ষ্টোনিয়া আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লাইকোপোডিয়ম ও কল্‌চিকমের ন্যায় ইহাতেও পেট ফাঁপিয়া থাকে। সময়ে সময়ে পেট ফাঁপা অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং উদ্গার উঠিলে রোগী কিছু ক্ষণের জন্য আরাম বোধ করে। ইহাতে নক্সমস্কেটার ন্যায় পরিপাক অতি বিলম্বে হয়। কখন কখন আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য গলার মধ্যে আটকাইয়া আছে, এইরূপ বোধ হয়।

মুখ অতিশয় শুষ্ক বোধ হইলে এবং প্রাতঃকালে মুখ হইতে পচা গন্ধ নির্গত হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া যায়। জিহ্বা অত্যধিক ময়লায় আবৃত এবং উহার উপরে একটি সাদা পর্দ্দার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমও ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতিরিক্ত অম্ল উদ্গার উঠা ও বুক জ্বালা করা, খাদ্য দ্রব্যাদি তিক্ত বা অম্ল বোধ হওয়া এবং ক্রমাগত মুখ দিয়া জল নির্গত হওয়া ইহার কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ। আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরেও মুখে আহারের আস্বাদ থাকে। আহারের এক কিম্বা দুই ঘণ্টা পরে পেটে অতিশয় ভার বোধ হয়, কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরেই রোগী বেশ আরাম বোধ করে। এই লক্ষণটী এনাকার্ডিয়মেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পেটের মধ্যে বায়ু জন্মিলে উহা এদিক ওদিক নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু উদ্গার উঠিলে কষ্টের লাঘব হয়। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত ঘৃতপক্ক দ্রব্য অথবা নানাপ্রকার খাদ্য খাইয়া যে সমস্ত পীড়া জন্মে, তাহাতে পল্‌সেটিলা উপযোগী। আর ঐ সকল লক্ষণের সহিত যদি বমনোদ্রেক ও বমন বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ইপিকাক প্রয়োগ করা উচিত। কুলপি বরফ প্রভৃতি খাইয়া বা পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে আর্সেনিক, কার্ব্বোভেজিটেবেলিস অথবা পল্‌সেটিলা ব্যবহার্য্য। পল্‌সেটিলায় মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে, রোগ সন্ধ্যার সময় অধিক হয় এবং বহির্ব্বায়ুতে রোগী সুস্থ বোধ

করে। ইহাতে মানসিক উত্তেজনা অধিক হয়, সেই জন্যই রোগী শয়ন করিবার পরও অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকে, কারণ নানারূপ দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত রোগে নক্‌সভমিকা ও পলসেটিলার প্রভেদ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পলসেটিলার মানসিক অবস্থা নক্সভমিকার মানসিক অবস্থার ঠিক বিপরীত; রোগী নম্র ও ধীর স্বভাবের হয় এবং সহজেই কাঁদিয়া ফেলে। নক্সে প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পলসেটিলায় সন্ধ্যার সময় রোগ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

পেটের পীড়ার সহিত যদি জিহ্বার উপরে দুধের সরের মত পড়িয়া থাকে এবং উহা অতিশয় ময়লা হয়, তাহা হইলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম্ ফলপ্রদ। পেটের পীড়ায় এনাকার্ডিয়ম আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ পেটের মধ্যে শূন্যভাব। উহা আহার করিবামাত্র কমিয়া যায়। ইহাতে সময়ে সময়ে পাকস্থলীর নিকটে ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ আরজেণ্টম্ নাইট্রিকমেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আরজেণ্টমে আহারের পর রোগের বৃদ্ধি হয়; ইহাতে সেরূপ হয় না। পেটের পীড়ায় সিপিয়া আর একটী উত্তম ঔষধ। ইহা সচরাচর স্ত্রীলোকদিগের পীড়াতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে মুখ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, নাসিকার উপরিভাগে কখন কখন অধিকতর হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়। খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্রেক হয়। এই লক্ষণটী ঠিক কলচিকমের লক্ষণের ন্যায়। ইহাতে প্রস্রাবের সঙ্গে একপ্রকার লালবর্ণের পদার্থ নির্গত হয় এবং উহা সেই প্রস্রাব যেখানে পড়ে সেখানে লাগিয়া যায়, সহজে ধুইয়া ফেলা যায় না। চাট্‌নি প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা প্রবল থাকে।

পেটের পীড়ায় সল্‌ফর আর একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। তিক্ত অথবা অম্ল উদ্গার উঠিলে, অম্ল বমন হইলে ও তাহার সহিত যকৃতের ব্যথা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, সল্‌ফর প্রয়োগ করা যায়। এই সম্বন্ধে ইহা নক্‌স-ভমিকার সমতুল্য ঔষধ। মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ভাত প্রভৃতি খাইলে রোগ বৃদ্ধি পায়, আর অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা হয়। এই শেষোক্ত লক্ষণ আরজেণ্টম্ নাইট্রিকমেও দেখিতে পাওয়া যায়। সলফরে দুগ্ধ ও মদ্য পান করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, মাংস

খাইবার ইচ্ছা থাকে না; সময়ে সময়ে ভয়ানক ক্ষুধা হয়। কখন কখন এই ক্ষুধা এত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে যে, রোগীকে মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া পুনরায় আহার করিতে হয় (ফস্ফরাস্)। সাল্‌ফরের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগী অল্প পরিমাণে আহার করিলেও অধিক পরিমাণে জল পান না করিলে তৃপ্তিবোধ করে না। খাদ্যদ্রব্য পেটের মধ্যে তুলাপাড়া করিলে ও উদ্গার উঠিলে ফস্ফরাস তাহার একটী প্রধান ঔষধ। রোগী অধিক শীতল দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু খাইলে উহা পেটের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া গরম হইয়া উঠে ও সমস্ত বমন হইয়া যায়। ফস্ফরাসেও সিপিয়া, সলফর এবং নেট্রম কার্ব্বোনিকের ন্যায় ১০টা। ১১টার সময় পেটের মধ্যে একটী শূন্যভাব উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত ঔষধের ন্যায় ইহার শূন্যভাব কেবল পাকস্থলীতেই হয় এমন নহে, অন্ত্রের মধ্যে পেটের নিম্নভাগেও এই শূন্যভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার সহিত সময় সময় ভয়ানক জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্রই উঠিয়া যায়। বিস্‌মুতেও এই লক্ষণ আছে এবং ইহার সহিত ভয়ানক জ্বালা ও বেদনা বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেয়ার প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন যে, ক্যান্‌সার প্রভৃতি কঠিন রোগে ফস্ফরাস একটী উত্তম ঔষধ।

উদরাময়, অম্ল ও অপাক প্রভৃতি রোগে নেট্রম কার্ব্বোনিকম্ সময়ে সময়ে নক্সভমিকা ও সিপিয়ার সমতুল্য। মানসিক অবসন্নতা ও আহারের পর শরীরে ভয়ানক অস্বচ্ছন্দ ভাব ইহার দুইটী বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে পেট অতিশয় কাঁপিয়া থাকে এবং টিপিয়া দেখিলে অতিশয় শক্ত বলিয়া বোধ হয়। ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার জুনা বলিয়াছেন, গ্রাফাইটিস্ অপাকের পক্ষে একটী উত্তম ঔষধ। তিনি নক্‌সভমিকা ও গ্রাফাইটিস পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতেন। আমরা আর এ প্রকার করিবার প্রয়োজন দেখি না; কারণ, এখন আমরা উভয়ের লক্ষণের প্রভেদ সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারি।

আর্সেনিক এই রোগের আর একটী ঔষধ। ইহাতে পাকস্থলীর প্রদাহ ও উহার মধ্যে অতিশয় জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। পাতলা মল নির্গমন, বমনোদ্রেক ও বমন এবং শরীরের অতিশয় দুর্ব্বলতা ইহার কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ।

পেটের পীড়ায় কোষ্ঠবদ্ধ অধিক হইলে এবং জিহ্বার মধ্যভাগে হরিদ্রা-

বর্ণের দাগ বর্ত্তমান থাকিলে হাইড্রাষ্টিস্ উপকারী। বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার ডাইস্ ব্রাউন ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্, কেলিকার্ব্বনিকম, ইগ্নেসিয়া ও ডাইস্কোরিয়াও এই রোগে সময়ে সময়ে ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

প্রমেহ বা গনোরিয়া।

(GONORRHŒA.)

জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহিত হইয়া সচরাচর প্রমেহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। সংসর্গদোষে ও কু-সহবাসে রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। সচরাচর স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের ইহা অধিক হইয়া থাকে। ভয়ানক জ্বালা, প্রস্রাব করিবার সময় অতিশয় কষ্ট, মূত্রনালী হইতে পূঁযের ন্যায় পদার্থ নির্গত হওয়া এবং সময়ে সময়ে মূত্রনালী ভয়ানক প্রদাহিত ও স্ফীত হওয়াই এই রোগের লক্ষণ।

গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় প্রদাহ অধিক হইলে একোনাইট উত্তম। অতিশয় জ্বালা এবং প্রস্রাব করিবার সময় কষ্ট ইহার লক্ষণ। কখন কখন তরুণাবস্থায় জেল্‌সিমিয়মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে পূঁয অল্প নির্গত হয়, কিন্তু মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ানক টাটানি ও জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। প্রদাহ জন্য জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠিলেও ইহাতে উপকার দর্শে। কেহ কেহ বলেন যে, গনোরিয়াতে মূত্রনালীর প্রদাহ অধিক হইলে এট্রোপিন ষষ্ঠ ক্রম ব্যবহারে উপকার দর্শে। পূঁয অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং উহার সহিত প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা ও বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা উপযোগী। জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ অত্যন্ত স্ফীত ও লালবর্ণ, কর্ডি এবং মূত্র-ত্যাগের সময় মূত্রস্থলীর আক্ষেপ, এই ঔষধের লক্ষণ। সচরাচর ইহার ৩য় অথবা ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকমের মত অধিক পরিমাণে পূঁয নির্গত হয় না।

হঠাৎ ভয়ানক প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হইলে, এবং জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে অতিশয় বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে পিট্রসিলাইনম ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া

থাকে। প্রস্রাবের যন্ত্রণার সহিত কর্ডি বর্ত্তমান থাকিলে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা উপকারী। রোগ পুরাতন ও পূঁয গাঢ় হলুদ বা সবুজ বর্ণ হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহৃত হয়।

পূঁয অতিশয় গাঢ় হইলে আর্জেণ্টম্ নাইট্রিকমে উপকার দর্শে। মূত্রনালীর মধ্যে অতিশয় টাটানি ও ফুলা বোধ হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে কখন কখন ভয়ানক কর্ডিও বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেইজ বলেন যে, গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস্ একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরাও ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার সহিত ফাইমোসিস্ থাকিলে এবং পূঁয সবুজবর্ণ হইলে মার্কিউরিয়সের কার্য্যকারিতা আরও অধিক দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে রোগীর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। এই সমস্ত লক্ষণে কখন কখন মার্কিউরিয়স করোসাইভস্‌ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গনোরিয়ার পর জননেন্দ্রিয় মুহুর্মুহু উত্তেজিত হইতে থাকিলে এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাবের অতিশয় কষ্ট ও ভয়ানক জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস্ প্রয়োগ করা উচিত। কখন কখন প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয়। মোটা ও থপ্‌থপে লোকের অর্থাৎ যাঁহারা আদৌ শারীরিক পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের গনোরিয়া হইলে ক্যাপ্সিকম্ ফলপ্রদ। ইহার সহিত লঙ্কাবাটার জ্বালার ন্যায় জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে, মূত্রস্থলীর নিকট জ্বালা অনুভূত হইলে এবং প্রস্রাবের অতিশয় কষ্ট বর্ত্তমান থাকিলে কোপেবা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহাতে রক্ত-প্রস্রাব হয় এবং কখন কখন মূত্রত্যাগের সময় মূত্র হইতে এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হইতে থাকে। পূঁয প্রায় দুগ্ধের ন্যায় সাদা হয়। কখন কখন গায়ে এক প্রকার আমবাতের ন্যায় নির্গত হইতে দেখা যায়।

বহুদিনের পুরাতন রোগীর পক্ষে থুজা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। যাহাদের বার বার গনোরিয়া হইয়াছে, এবং নানা প্রকার তেজী ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা উহা বলপূর্ব্বক বন্ধ করা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে থুজা অতিশয় উপকার-প্রদ। ইহার সহিত কোষবৃদ্ধি, গ্রন্থিবাত, আঁচিল প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। থুজাতে প্রস্রাব করিবার সময় ভয়ানক জ্বালা অনুভূত হয় এবং মুহুর্মুহু প্রস্রাবের বেগ হয়। পূঁয প্রায় অতিশয় সবুজবর্ণের হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে কখন কখন নেট্রম সলফিউরিকম ও ডিজিটেলিস ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ডাক্তার হিউজ বলেন যে, স্ত্রীলোকের গনোরিয়ার তরুণাবস্থা অতিবাহিত হইয়া গেলে, সিপিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

শুনা যায় টসিলাগো ব্যবহারে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার বিশেষ লক্ষণের বিষয় আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি।

পুরাতন পীড়ায় এবং জননেন্দ্রিয় একেবারে শিথিল হইয়া গেলে এগনাস্ ক্যাস্টস্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্যান্য ঔষধে বিশেষ ফললাভ না হইলে সল্ফর দেওয়া যায়। ডাক্তার কাফ্কা ইহার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

শিরঃপীড়া বা মাথাধরা।

(HEAD-ACHE).

মাথাধরা যে কি, তাহা সকলেই জানেন। ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রম করিলে, অধিকক্ষণ রৌদ্রে বেড়াইলে, ঠাণ্ডা লাগাইলে অথবা কোন প্রকারে মস্তিষ্কের স্নায়ু সকল উত্তেজিত হইলেই মাথাধরা উপস্থিত হয়। জ্বর এবং অন্যান্য কঠিন পীড়ার সঙ্গেও কথন কথন মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে।

বেলেডোনা ইহার একটি উত্তম ঔষধ। মাথার মধ্যে দপ্দপ্ করে, কখন বা ভয়ানক চিড়িক্ মারিয়া উঠে এবং এক এক সময়ে ঐ ভাব এত অধিক হয় যে, রোগীকে পাগলের মত করিয়া তুলে। মাথার সম্মুখভাগে যন্ত্রণা অধিক হয়, এবং মুখ রক্তবর্ণ ও চক্ষুর মণি বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। যদি রৌদ্রে থাকিয়া এইরূপ মাথাধরা হয়, তাহা হইলে গ্লনয়েন উত্তম ; ইহাতে মাথা একটী দড়ির দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে, এরূপ স্পষ্ট বোধ হয়।

রক্তাল্পতা বশতঃ মাথাধরা উপস্থিত হইলে চায়না ব্যবহার করা উচিত। অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগের, অথবা যাঁহারা অধিক পরিমাণে তামাক, চা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের মাথাধরায় নক্সভমিকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। বাত অথবা অর্শরোগাক্রান্ত লোকের মাথাধরায় ইহা আরও উপযোগী। প্রাতঃ-কালে উঠিয়াই মাথা ধরে এবং ইহার সঙ্গে বমনোদ্রেক ও মাথাঘুরা বর্ত্তমান থাকে ; অম্লোদ্গার ও কোষ্ঠবদ্ধ ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায় এবং প্রস্রাব অল্প ও রক্তবর্ণ হয়। আমরা সচরাচর ইহার ৬ষ্ঠ বা ৩০শ ক্রম

ব্যবহার করিয়া থাকি। মাথা নিচু করিলে অথবা কাশিলে মাথার যন্ত্রণা অধিক হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইলে অথবা নড়িলে চড়িলে মাথাধরা বৃদ্ধি পায়। কপালের দিকে মাথাধরা অধিক হইলে টিলিয়া টাইফোলিয়ম্ একটী চমৎকার ঔষধ। প্রাতঃকালে মাথার পশ্চাদ্‌ভাগে যন্ত্রণা অধিক হইলে এবং ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে সেঙ্গুনেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই অধিক এবং অবশেষে বমনোদ্রেক ও বমন উপস্থিত হয়। বমন হইলে রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়, আলো ও কোন প্রকার শব্দ অসহ্য বোধ হয়, নিদ্রা হইলে রোগী সুস্থ বোধ করে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় ও রজঃস্রাব অধিক হইয়া মাথা ধরিলে সেঙ্গুনেরিয়া উপকারী। অনেক সময়ে অধিক পরিমাণে জলের মত রজঃস্রাব হইয়া মাথাধরা কমিয়া যায়; এই লক্ষণে সেঙ্গুনেরিয়া বা জেলসিমিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিপাকশক্তি বিকৃত হইয়া অথবা পিত্তাধিক্য জন্য মাথাধরা হইলে ও মাথাধরার প্রারম্ভে সমস্ত অন্ধকারময় বোধ হইলে, আইরিসভার্সিকোলার উত্তম। ইহাতে কখন কখন ভয়ানক পিত্ত বমন হয়, এবং যন্ত্রণা প্রায়ই ডাইন দিকে অধিক হয়। অধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া মাথাধরা উপস্থিত হইলে ও উহার সহিত বমনোদ্রেক বা বমন হইলে পলিনিয়া ব্যবহার করা যায়। ক্রমাগত অধ্যয়ন করিয়া ও অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ মাথাধরা হইলে জেলসিমিয়ম ব্যবহার করা উচিত। ইহাতেও মাথাধরা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সমস্ত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়। মাথাভার হইয়া থাকিলে ও মাথার পশ্চাদ্‌ভাগে যন্ত্রণা অধিক হইলে, অনস্‌মোডিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেলসিমিয়মের মাথাধরা নিদ্রা হইলে কমিয়া যায়, এবং উহার সহিত কখন কখন ভয়ানক মাথাঘোরা থাকে। ককিউলসে জেলসিমিয়মের লক্ষণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ রেলগাড়ীতে চড়িয়া অথবা অন্য গাড়ী করিয়া বেড়াইবার পর মাথাঘোরা হইলে ককিউলস্ উত্তম। কখন বা রোগীর মনে হয় যে, মাথার খুলি ক্রমাগত খুলিয়া যাইতেছে ও আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এই শেষোক্ত লক্ষণ ক্যানাবিস্ স্যাটাইভাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ডাইন দিকের মাথাধরায় যেমন সেঙ্গুনেরিয়া উত্তম, বাম দিকের মাথাধরায় স্পাইজিলিয়াও তদ্রূপ। স্নায়বিক উত্তেজনাই ইহার কারণ। মাথাধরা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় এবং যতই

বেলা হইতে থাকে, ততই বাড়িতে থাকে ও সন্ধ্যার পর কমিয়া যায়। স্নায়বিক মাথাধরায় সিমসিফিউগা আর একটী উত্তম ঔষধ। অধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া অথবা অতিশয় পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িবার পর মাথা ধরিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কখন কখন মাথার মধ্যে ঢেউ খেলানর মত বোধ হয়। জরায়ুর পীড়াজনিত মাথাধরা হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

প্রদরের সহিত আধকপালি মাথাধরা থাকিলে সিপিয়া দেওয়া যায়। রুমাল দিয়া মাথা বাঁধিয়া রাখিলে যদি যন্ত্রণার উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে সাইলিসিয়া ও আর্জেণ্টম নাইট্রিকম ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মাথা জোরে বাঁধিয়া রাখিলে যদি আরাম বোধ হয়, তাহা হইলে আর্জেণ্টম নাইট্রিকম উপযোগী। আর যদি মাথা গরম রাখিবার জন্যই মাথা ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সাইলিসিয়াই উত্তম। মেনিয়ানথিসেও সাইলিসিয়ার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেই আরাম বোধ হয়। ইহাতে রোগী সাইলিসিয়ার রোগীর ন্যায় মাথা গরম করিয়া রাখিতে চাহে না। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় মাথার উপর যেন একটি চাপের মত কি রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে মাথাধরা কমিয়া যাওয়া সাইলিসিয়া, ইগ্নেসিয়া ও জেলসিমিয়মের লক্ষণ। মাথার অধিক টাটানি থাকিলে, এমন কি মাথায় হাত দিলেও ব্যথা অনুভূত হইলে সাইলিসিয়ায় উহা প্রশমিত হইতে পারে।

ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্বেও সাইলিসিয়ার মত মাথাধরা লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে অতিশয় অধিক হইয়া উঠে ও তৎপরে পুনরায় কমিয়া যায়।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে মাথা অতিশয় বড় হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়, মাথার বাম দিকের সম্মুখভাগে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়, এমন কি মনে হয় যে, যেন কে আঘাত করিয়া একটি গর্ত্ত করিয়া ফেলিতেছে। থুজাতেও কখন কখন এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যেন মাথায় পেরেক পুঁতিয়া দেওয়া হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে (ইগ্নেসিয়া ও কফিয়া)। আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমের যন্ত্রণা সময় সময় এত অধিক হয় যে, রোগী পাগলের

স্নত হইয়া পড়ে। কখন কখন খুব দৃঢ় করিয়া মাথা বাঁধিয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশতঃ মাথাধরা হইলে মেলিলোটস্ উপকারী। ইহাতে যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও প্রত্যহই বৈকালে নিয়মিতরূপে মাথা ধরিতে থাকে। কখন কখন মাথাধরার পর নাসিকা হইতে রক্তপাত হয় এবং উহাতে রোগী যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। সিমিসিফিউগার মত কখন কখন ইহাতে মাথার মধ্যে খুঁড়িয়া ফেলার মত ভাব অনুভূত হয়। মাথা ফাটিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হইলে ব্রাইওনিয়া উত্তম। বাতগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী। মাথার মধ্যে ক্রমাগত খট্ খট্ করিয়া আঘাত লাগিতেছে এইরূপ বোধ হইলে নেট্রম মিউরিয়াটিকম উত্তম। চক্ষু বা মাথা নাড়িলে যন্ত্রণা অধিক হয়। প্রায় প্রাতঃকালে মাথাধরা আরম্ভ হয় এবং তজ্জন্য রোগী সমস্ত অন্ধকারময় দেখে। আইরিস ও জেলসিমিয়মেও মাথাধরার পূর্ব্বে রোগী চারি দিক অন্ধকার-ময় দেখে। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের অধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া মাথাধরা উপস্থিত হইলে নেট্রম ও ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা ফলপ্রদ। ঋতুর সময় প্রায়ই মাথাধরা অধিক হয়। মানসিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি হইতে মাথাধরা হইলে ইগ্নে-সিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে স্নায়বিক উত্তেজনা অধিক হইতে দেখা যায়। হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের মাথাধরা হইলেও ইগ্নেসিয়ায় উপকার হইতে পারে। কাণের উপর হইতে আরম্ভ হইয়া যন্ত্রণা ক্রমে উপরের দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং ঐ সঙ্গে গলা টাটাইয়া উঠে ও রোগী গলা নাড়িতে পারে না। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে মাথাধরার উপশম হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

(HEART AFFECTION).

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর উপর ডিজিটেলিসের ক্রিয়া অতিশয় সুন্দর, কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল রকম হৃৎপিণ্ডের পীড়াতেই ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইবে, এরূপ নহে। ইহার লক্ষণসমূহ ভালরূপ বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

প্রথমতঃ নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতার হ্রাস এবং তৎপরে নাড়ীর গতি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া আইসে। অধিক পরিশ্রম করিলে নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত হয়, কিন্তু আবার ক্রমে ক্রমে উহা মৃদু হইয়া আইসে ও নাড়ী অনিয়মিতরূপে চলিতে থাকে; রোগীর মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালিত হইতেছে না। বাম হস্ত অসাড় হইয়া থাকে এবং মুখমণ্ডল ও সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। রোগী এত ভীত হয় যে নড়িতে চাহে না এবং বলে নড়িলেই রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যাইবে। জেলসিমিয়মে ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে—হঠাৎ রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় ও রোগীকে ক্রমাগত নড়িয়া বেড়াইতে হয়; বোধ হয় যেন থামিলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্বেই বাম হস্তের যে অসাড় ভাবের কথা বলিয়াছি, তাহা ডিজিটেলিস্ ব্যতীত একোনাইট, ক্যালমিয়া, রস্‌টক্স এবং পল্‌সেটিলায়ও লক্ষিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় অনেক সময় মনে হয় আর বুঝি একবারও নিঃশ্বাস পড়িবে না, এই লক্ষণে এপিস আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অনিদ্রা, সদা সর্ব্বদা অবসন্নতা, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ক্ষীণ এবং দম্‌কা কাশিও ডিজিটেলিসে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের পীড়া বশতঃ শোথ হইলে এবং প্রস্রাব অল্প হইয়া গেলেও ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইতে পারে। এই লক্ষণে এপোসাইনম্‌ও ফলপ্রদ। ডিজিটেলিসের পরেই ক্যাক্টস্ ঔষধটী আমাদের মনে আইসে। ইহার প্রধান লক্ষণ হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ, রোগীর মনে হয় যেন লৌহ-শিকলের দ্বারা হৃৎপিণ্ড জড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে, ইহাতে বক্ষঃস্থল অত্যন্ত টাটাইয়া থাকে এবং বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণায় বাম হস্তে পর্য্যন্ত চিড়িক্ মারিয়া উঠে। বক্ষঃশূলের ন্যায় কঠিন পীড়াতেও ক্যাক্টস্ ব্যবহারে উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অল্পবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি হইলে ক্যাক্টস ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অধিক বুক ধড়ফড়ানি হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের ঋতু হইবার সময় এইরূপ হইতে দেখা যায়।

বাত জন্য হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি হইলে ও উহার সহিত বাম হস্তের অবসন্ন ভাব থাকিলে ক্যাল্‌মিয়া ল্যাটিফোলিয়া দেওয়া উচিত। ভয়ানক বক্ষোবেদনা,

অতিশয় অস্থিরতা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, বুক ধড়ফড় করা এবং বাহির হইতে পেটের উপর চাপ বোধ হওয়া, এই কয়েকটী ক্যাল্মিয়ার প্রধান লক্ষণ। ইহাতে নাড়ী ডিজিটেলিসের মত দুর্ব্বল হয় না। মহাত্মা হেরিং বলিয়াছেন যে, নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত হইলে এই ঔষধ ব্যবহারে তাহা কমিয়া যাইবে। বক্ষোবেদনা অধিক হইলে স্পাইজিলিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ জন্য বেদনা হইলে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক। চিড়িক-মারা বেদনা, ঐ বেদনা বাম হস্ত ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে; নাড়ীর গতি অনিয়মিত, বুকের উপর হাত দিলে এক প্রকার ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয় এবং হাত নাড়িলে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে। স্নায়ুশূলের সহিত বক্ষোবেদনা উপস্থিত হইলেও স্পাইজিলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের পীড়া অতিশয় অধিক হইলে এবং বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা থাকিলেও স্পাইজিলিয়া দেওয়া যায়। এই শেষোক্ত লক্ষণটী কখন কখন আর্সেনিকেও লক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় একোনাইটের পরেই প্রায় স্পাইজিলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই পীড়ায় একোনাইটের ক্রিয়া অতি সুন্দর। বাম হস্ত অসাড় হইয়া যাওয়া এবং অঙ্গুলী সকল ঝিম্ ঝিম্ করা ইহার লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে গ্লনয়েন একটী উত্তম ঔষধ। ভয়ানক বুক ধড়ফড়ানি ইহার লক্ষণ। কখন কখন একোনাইটম্ র‍্যাডিকস্ ব্যবহারে অধিক উপকার হইতে দেখা যায়। হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থলের উপর ভার বোধ হইলে এমিল নাইট্রাইট্ ব্যবহৃত হইতে পারে। বক্ষঃশূল হইলে এমিল নাইট্রাইট ও গ্লনয়েন ব্যবহারে আশু উপকার হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ খাইতে অসমর্থ হইলে উহার আঘ্রাণেও উপকার দর্শে। অধিক জ্বর হইয়া নাড়ীর গতি বিকৃত হইলে ভেরেট্রম ভিরিডি ব্যবহার করা উচিত। হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ বশতঃ নাড়ীর গতি দ্রুত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। বাত জন্য অথবা অধিক পরিশ্রম করিয়া হৃৎপিণ্ডের পেশী বৃদ্ধি হইলে রস্টক্স ব্যবহার করা উচিত। বাম স্কন্ধ ও বাম হস্ত অসাড় হইয়া যাওয়া ইহার লক্ষণ। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা বৃষ্টিতে ভিজিয়া এইরূপ অবস্থা হইলে এবং অতিশয় হাত কামড়াইলেও রস্টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহারা কলে কার্য্য করে,

অথবা যাহারা অধিক ব্যায়াম করে, তাহাদের পক্ষে রসটক্সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্ণিকা এবং ব্রোমিনও এইরূপ লক্ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্রাইওনিয়ার পর রস্‌টক্সের কার্য্যকারিতা অধিক। হৃৎপিণ্ডের প্রদাহের প্রথমাবস্থাতে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নড়িলে চড়িলে, এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সময় রোগীর ভয়ানক কষ্ট হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জ্বর, অতিশয় মাথাবেদনা ও খোঁচাবিঁধার ন্যায় ব্যথা বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন আবার প্লুরেসী দেখিতে পাওয়া যায়। সিপিয়াতেও ব্রাইওনিয়ার অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে জ্বর অধিক হয় না এবং বাম পৃষ্ঠের দিকে বেদনা অধিক হয় ও ঘন ঘন দম্‌কা কাশি হইতে থাকে। যদি হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ব বিকৃত হইয়া রোগ উপস্থিত হয় এবং উহার সহিত অল্প প্রস্রাব, শোথ ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে কন্‌ভেলেরিয়া উপকারী। ইহাতে অতিশয় বক্ষোবেদনা ও বুক ধড়ফড়ানি বর্ত্তমান থাকে। অধিক তামাক ব্যবহার করিয়া যদি হৃৎপিণ্ড বিকৃত হয়, তাহা হইলেও কন্‌ভেলেরিয়া উত্তম। এডোনিস্ এই রোগের আর একটী নূতন ঔষধ। ইহা ব্যবহারে অনেক সময়ে আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়া থাকে। ইহাতে শিরাসমূহে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিতরূপ হইতে থাকে। ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবের বেগ কমিয়া যায় এবং রোগী শীঘ্রই যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। অধিক পরিমাণে গরম ঔষধ ব্যবহার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী বৃদ্ধি হইলে লাইকোপাস্ ভার্জ্জেনিকম্ উপযোগী। হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে হাঁপানি হইলেও ইহা ব্যবহার করা যায়। অর্শ রোগের সহিত যদি হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি দেখা যায়, তাহা হইলে কলিন্‌সোনিয়া দেওয়া উচিত। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মূত্রস্থলীর রোগ হইলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইলে এবং নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত হইলে ক্রেটিগস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিশয় বুক ধড়ফড় করিলে ও বুকের মধ্যে ভারবোধ হইলে ল্যাকেসিস্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ও ঘুমের পর রোগের বৃদ্ধি, এবং নাড়ীর গতি অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র, এইগুলি এই ঔষধের লক্ষণ।

যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রোগী

বিছানা হইতে উঠিয়া অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেলি হাইড্রিয়-ডিকম দেওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের স্থানে অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হইলে গ্রেফাইটিস, পিট্রোলিয়ম্ ও নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌বের বিকৃতি হইলে ও উহার সহিত ঘন ঘন শুষ্ক কাশি বর্ত্তমান থাকিলে নেজা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সমস্ত শরীরে স্পন্দন হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি প্রযুক্ত যদি বুকের মধ্যে অধিক কষ্ট হয়, তাহা হইলে ল্যাকেসিস্ ও নেজা উপকারী।

লিলিয়ম্ টিগ্রিনম্ এই রোগের আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরার মত ভাব বর্ত্তমান থাকে, বুক ধড়ফড় করে এবং মূর্চ্ছার ন্যায় ভাব উপস্থিত হয়। নড়িলে চড়িলে রোগের বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকদিগের পীড়াতেই এই ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে সালফর ব্যবহার করা যায়। রোগ পুরাতন হইলে ও অধিক দুর্ব্বলতা থাকিলে আর্সেনিক প্রযোজ্য। অতিশয় অস্থিরতা, হাত পা ও মুখ ফুলা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অধিক গাত্রদাহ ইহার বিশেষ লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডে অধিক চর্ব্বি হইয়া ফ্যাটিডিজেনেরেশন উপস্থিত হইলে ফস্‌ফরাস ব্যবহার করা যায়। এই লক্ষণে কুপ্রম এসিটিকম এবং ফাইটোলেক্কাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রক্তস্রাব।

(HEMORRHAGE.)

নানা কারণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আঘাত বশতঃ অথবা কোন কঠিন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। ফলতঃ ইহা অতিশয় কঠিন ব্যাপার, কারণ স্রাব বন্ধ না হইলে রোগী শীঘ্রই রক্তহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। রক্তস্রাব দুই প্রকার। ১—একৃটিভ্ বা আর্‌টিরিয়েল্ অর্থাৎ যেখানে কোন ধমনী ছিঁড়িয়া বেগে রক্তপাত হয়। ইহা অতিশয় গুরুতর ব্যাপার বটে, কিন্তু প্রায়ই এইরূপ রক্তস্রাব সহজেই বন্ধ

করা যায়। ২—প্যাসিভ বা ভিনাস্। ইহাতে প্রায়ই শিরা হইতে অতি ধীরে ধীরে রক্ত নির্গত হয়; এমন কি অনেক সময় রোগী উহা জানিতেও পারে না। এইরূপে অজ্ঞাতসারে রক্তপাত হইয়া অনেক সময় রোগীর প্রাণনাশ হইতে দেখা গিয়াছে। পেটের মধ্যে অথবা শরীরাভ্যন্তরে কখন কখন এইরূপ রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

কখন কখন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অন্যান্য উপায়েও রক্তস্রাব বন্ধ করা যায়। কয়েকটী ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগে রক্তস্রাব অতি শীঘ্রই একবারে বন্ধ হইয়া যায়। সেই ঔষধগুলিও আমরা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। যদি রক্ত কালবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অসাড়ে ও ধীরে ধীরে নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে সিকেলি প্রয়োগ করা উচিত। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ও দুর্ব্বলতা অধিক হইলে ইহার কার্য্যকারিতা উত্তম। ক্রমাগত ধীরে ধীরে রক্তস্রাব হইয়া রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও নীলবর্ণ হইয়া গেলে, নাড়ীর গতি দ্রুত ও ক্ষীণ হইলে এবং ক্রমাগত পাখার বাতাসের আবশ্যক হইলে কার্ব্বোভেজিটেবিলিস দেওয়া যায়।

ঘন ঘন রক্তস্রাব হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও উহার সহিত অতিশয় গাত্রদাহ ও অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিক উপকারী।

সকল প্রকার রক্তস্রাবে ট্রিলিয়ম উপকারী। ডাক্তার হেল বলেন যে, ইহার ফল সময়ে সময়ে সেবাইনা, সিকেলি এবং হেমেমিলিস অপেক্ষাও উত্তম। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ হওয়া ইহার লক্ষণ। প্রসবের পর অধিক রক্তস্রাব হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহাতে হস্ত পদ অতিশয় শীতল ও পেটের মধ্যে একটী শূন্যভাব লক্ষিত হয়। আব প্রভৃতি হইতে অথবা অধিক পরিশ্রম করিয়া রক্তস্রাব হইলেও ট্রিলিয়ম ব্যবহার করা যায়। কখন কখন এই ঔষধের অমিশ্র আরকে তুলা ভিজাইয়া আহত স্থানে লাগাইয়া দিলে রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

সামান্য কারণে ঘন ঘন রক্তপাত হইলে সিনেমোনাম্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ু হইতে চাপ চাপ রক্ত নির্গত হইলে এবং তলপেটে ও জঙ্ঘায় অধিক বেদনা অনুভূত হইলে সেবাইনা উত্তম। সময় সময় রোগী প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা অনুভব করে। এই সমস্ত লক্ষণের সহিত যদি ঘন ঘন মল মূত্রের বেগ

হয়, তাহা হইলে ইরিজিরণ দেওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, সকল প্রকার রক্তস্রাবে ইরিজিরণ উত্তম। ক্রোকাস রক্তস্রাবের আর একটি ঔষধ। বায়ুগ্রস্ত এবং মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহাতে রক্ত ঠিক আলকাতরার ন্যায় কাল এবং ঘন হয়। নড়িলে চড়িলে রক্তপাত অধিক হইয়া থাকে।

ক্ষয়কাশ রোগের প্রথম অবস্থায় রক্ত উঠিলে ইপিকাক দেওয়া উচিত। এই অবস্থাতে ইহার নিম্ন ক্রমই প্রায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষয়কাশ রোগে অধিক রক্ত উঠিলে এবং উহার সহিত জ্বর না থাকিলে একালিফা ইণ্ডিকা প্রয়োগ করা যায়। শুষ্ক কাশি, এবং কাশিতে কাশিতে অধিক পরিমাণে বেগে রক্ত নির্গমন এই ঔষধের লক্ষণ।

অধিক বয়সে যখন স্ত্রীলোকদিগের ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সময় আইসে, তখন ঘন ঘন রক্তস্রাব হইলে সেঙ্গুইনেরিয়া দেওয়া যায়। এই অবস্থাতে কখন কখন ভিন্‌কা মাইনরও ব্যবহৃত হয়।

আমাদের মতে সকল প্রকার রক্তস্রাবে হেমেমেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা আমরা অনেক ব্যবহার করিয়াছি, এবং অধিকাংশ স্থলে বিশেষ ফলও পাইয়াছি। জরায়ু, ফুস্‌ফুস্‌ এবং অন্যান্য স্থানের শিরা হইতে রক্ত নির্গত হইলেও ইহা ব্যবহার করা যায়। আক্রান্ত স্থান অতিশয় টাটাইয়া থাকাও হেমেমেলিসের একটী লক্ষণ। রক্ত প্রস্রাব হইলেও সময় সময় ইহাতে উপকার দর্শে। কিন্তু আমরা সচরাচর একোনাইট ও মার্কিউরিয়স কর সেবন করিতে দিয়া থাকি। ইকুইসিটম রক্ত প্রস্রাবের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঋতুর সময়ে রজঃস্রাব না হইয়া যদি নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে পল্‌সেটিলা প্রয়োগ করা উচিত। নাসিকা হইতে রক্ত পড়িবামাত্র যদি জমিয়া যায়, তাহা হইলে মার্কিউরিয়স্‌ সল্‌ দেওয়া যায়। ছেলেদের নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে আর্ণিকা উপযোগী।

সকল প্রকার রক্তপাতে সিঙ্কোনা অথবা চায়না উপকারপ্রদ। ইহাতে রক্ত কালবর্ণ ও চাপ চাপ হয়, এবং মুখ নাক প্রভৃতি হইতে উহা নির্গত হইতে থাকে। সময় সময় রক্ত এত অধিক নির্গত হয় যে, রোগী একেবারে রক্তহীন হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মাথা ঘুরিতে থাকে এবং

কাণের মধ্যে ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। প্রসবের পূর্ব্বে অথবা পরে রক্তপাত হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। রক্তাল্পতাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ফেরম মেটালিকম্ উপকারী। ইহাতেও রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। ফলতঃ ইহাকে চায়না এবং ইপিকাকের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিলেই হয়। শরীরে রক্ত না থাকিলেও ইহাতে প্রায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়।

যদি তরুণ রক্তস্রাবের সহিত জ্বর ও শারীরিক অস্থিরতা থাকে, তাহা হইলে একোনাইট প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহাতে রক্ত পরিষ্কার ও ঘোর লাল বর্ণের হয়। এই শেষোক্ত লক্ষণে মিলিফোলিয়ম্ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু এই ঔষধে জ্বর অথবা শারীরিক অস্থিরতা কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় ইহার ক্রিয়া হেমেমেলিসের ক্রিয়া অপেক্ষাও অধিক। বিকার জ্বরের সহিত যদি পেট ফাঁপা থাকে ও ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলেও মিলিফোলিয়ম ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তস্রাবের সহিত যদি বুক ধড়্ফড়্ করা থাকে, তবে কেক্টস্ প্রয়োগ করা উচিত। অতিরিক্ত-মদ্যপায়ীদিগের রক্তস্রাব হইলে লিডম্ ও ওপিয়ম দেওয়া কর্ত্তব্য।

বালকদিগের নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে ব্রাইওনিয়ায় ফল পাওয়া যায়। সমস্ত ধমনীআবরণ শিথিল হইয়া আসিলে বোভিষ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাসিকা অথবা জরায়ুতে রক্তাধিক্য হইয়া যদি রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও বোভিষ্টা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

যদি সহজেই রক্তস্রাব হয় এবং রক্তের কিয়দংশ চাপ চাপ ও কিয়দংশ তরল ভাবে নির্গত হয়, তাহা হইলে অষ্টিলেগো ব্যবহারে উপকার দর্শে। রক্ত কালবর্ণ ও চাপ চাপ হইলে প্লেটিনম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে হয় যেন তাহার শরীর বড় হইয়া উঠিতেছে।

অর্শ।

HEMORRHOIDS (PILES.)

সময়ে সময়ে মলদ্বারের মধ্যে এবং বাহিরে ছোট ছোট গুটি গুটি জন্মে, এবং উহা হইতে ভয়ানক রক্তপাত হয়। কখন বা রক্তপাত আদৌ হয় না, অথচ

অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে। অসময়ে অথবা অনিয়মিতরূপ আহার করিয়া অধিক কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। ইহা একেবারে মারাত্মক না হইলেও কখন কখন অধিক রক্তপাত হইয়া রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এলোপ্যাথিক মতে অস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করা ভিন্ন ইহার আর চিকিৎসা নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ প্রয়োগে রক্ত অতি সহজেই বন্ধ করা যায় এবং অধিক দিন ঔষধ ব্যবহার করিলে এমন কি অর্শের বলি পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া যায়। এই রোগে নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপ আহার করা কর্ত্তব্য এবং মদ্যপান বা মাংসাদি ভক্ষণ করা উচিত নহে।

মলদ্বারে রক্তাধিক্য হইয়া যদি অর্শ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এস্কিউলাস তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শের বলি হইতে রক্তস্রাব হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু সর্ব্বদাই মলদ্বারের মধ্যে যেন কি ফুটিতেছে এইরূপ বোধ হয়। কখন কখনও ইহার সহিত অধিক পৃষ্ঠবেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ বলিতেন, এই রোগে নক্সভমিকা এবং সল্‌ফর এস্কিউলাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা এস্কিউলাস অনেক ব্যবহার করিয়াছি, এবং ইহা সেবনে অনেক রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি। কোষ্ঠবদ্ধজনিত অর্শের পক্ষে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ইহার পর পল্‌সেটিলার কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয়। কলিন্সোনিয়া এই রোগের আর একটী ঔষধ। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। আমরা দুই একটী কঠিন-রোগগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছি।

অর্শ হইতে অধিক রক্তপাত হইলে এবং টাটানি অধিক থাকিলে হেমেমেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ। সময়ে সময়ে হেমেমেলিসের আরক বাহ্যিক প্রয়োগে বেদনা ও রক্তপাত আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধের সহিত মলদ্বারে অধিক চুলকানি থাকিলে সল্‌ফর প্রয়োগ করা যায়। এলোজ অর্শরোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলত্যাগের সময় বেগ দিলে যদি অনেকগুলি বলি নির্গত হয় এবং তৎসমস্ত হইতে রক্তপাত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় শীতল জলের বাহ্যিক প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব হয়। ইহার সহিত কখন কখন উদরাময় প্রভৃতি রোগও ঃতে দেখা যায়।

অতিশয় কঠিন মল নির্গমনের সহিত যদি বলি বাহির হইয়া পড়ে এবং জ্বালা অধিক থাকে, তাহা হইলে রেটেনিয়া দেওয়া বিধেয়। ইহাতে কখন কখন মলদ্বার ফাটিয়া গিয়া অধিক যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। বলি হইতে যদি রক্তপাত হইতে থাকে এবং মলদ্বারে লঙ্কাবাটার ন্যায় জ্বালা অনুভূত হয়, তাহা হইলে কেপ্সিকম্ ব্যবহার করা যায়। যদি বলি অধিক বড় হয় এবং উহা হইতে রক্তপাত না হইয়া অধিক জ্বালা যন্ত্রণা ও পৃষ্ঠবেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা উচিত। ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়াও ইহার লক্ষণ। জ্বালা যন্ত্রণা ও দুর্ব্বলতা অত্যধিক হইলে আর্সেনিক ব্যবহার করা যায়। বৃদ্ধ লোকের অর্শ হইলে এবং উহাতে টাটানি বর্ত্তমান থাকিলে মিউরিয়েটিক এসিড্ উপযোগী। কখন কখন জলসৌচ করা পর্য্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে। এমন কি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেও যন্ত্রণা হইতে থাকে।

গ্রেফাইটিস্, সাল্‌ফিউরিক এসিড্, লাইকোপোডিয়ম্ ও সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধও এই রোগে ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

বলি প্রদাহিত হইয়া যন্ত্রণা অধিক হইলে এবং ভালরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ভার্ব্বেস্কাম দেওয়া যায়। অধিক পরিমাণে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া ইহার আর একটি বিশেষ লক্ষণ। সাল্‌ফরের চুলকানি অপেক্ষা অধিক চুলকানি হইলে পিট্রোসিলিনম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা।

(HYSTERIA.)

সচরাচর স্ত্রীলোকদিগেরই এই পীড়া হইয়া থাকে। কখন কখন পুরুষদিগেরও ইহা হইতে দেখা যায়। মানসিক উদ্বেগ অথবা জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা ও মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতে থাকে। ফলতঃ রোগীর মনোমধ্যে নানারূপ ভাবের উদয় হয় এবং ঐ সমস্ত চিন্তা হইতে শরীরে নানা প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইগ্নেসিয়া এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোনরূপ ভয় পাইয়া অথবা কোন

মানসিক কষ্ট বশতঃ হিষ্টিরিয়া উপস্থিত হইলে ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করা উচিত। রোগিণী অতি সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়; সে কখন কখন পাগলের মত একবার কাঁদে, একবার হাসে; বুকের মধ্যে যেন একটা ডেলার মত ঠেলিয়া উঠে এরূপ বোধ হয় এবং নানা প্রকার যন্ত্রণা হইতে থাকে। মাথার মধ্যে নানারূপ যন্ত্রণা, যেন পেরেক বিঁধাইয়া দিতেছে এরূপ মনে হয় (থুজা এবং কফিয়া)। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া গেলে মাথাধরা কমিয়া যায়; এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়া মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যায়।

মানসিক কষ্ট হইতে যদি রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এসাফেটিডা ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইহাতে গলার মধ্যে পুটলির ন্যায় কি একটি ঠেলিয়া উঠে, পরে সময় সময় ভয়ানক মাথা ধরে ও মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকে। কখন কখন আবার কুপ্রমের ন্যায় মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতে থাকে। অবশেষে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িলে রোগীর জ্ঞান হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাথা নীচু করিলে মাথাধরা কমে, আহার করিলে দাঁতের ব্যথার লাঘব হয়, এবং কোনও দ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে গলার বেদনা কমিয়া যায়। জ্বরে জলপিপাসা থাকে না এবং শীত করিলেও গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। কাশি যতই অধিক হয়, রোগী ততই আরাম বোধ করে।

কোনও প্রকার স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া যদি রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এসাফেটিডা উপকারী। পেটের মধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু জমে। কখন কখন বায়ু উপরের দিকে উঠিলে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়। কখন কখন রোগীর মনে হয় যেন একটি গোলার ন্যায় কোন পদার্থ পেটের মধ্য হইতে বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। কখন কখন বায়ু এত অধিক হয় যে, খাদ্য দ্রব্য সমস্ত মুখ দিয়া নির্গত হইয়া যাইবে, এইরূপ মনে হয়। ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকায় এসাফেটিডার অনেকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গলার মধ্যে অধিক কষ্ট অনুভূত হইলে এসাফেটিডাই ব্যবহার করা উচিত। মূর্চ্ছা অধিক হইলে মস্কস্ তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে এসাফেটিডা, ককিউলস্, ইগ্নেসিয়া অথবা নক্স মস্কেটাও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু মূর্চ্ছার সময় মস্কস্

ব্যবহারে যেরূপ আশু উপকার পাওয়া যায়, সেরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। ডাক্তার স্মিথ ও হিউজ বলেন, হিষ্টিরিয়া রোগে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। মাংসপেশীসমূহের স্পন্দন ও বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ ইহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন কখন আবার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়, মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয় এবং শীত বোধ হইতে থাকে। ইহাতেও অধিক পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে উদ্গার উঠিলে রোগের উপশম হয়। কখন কখন রোগী বিনা কারণে অধিক হাসিতে থাকে; কখন আবার হয়ত একবার হাসে, একবার কাঁদে। ইহাতে জননেন্দ্রিয়ও ভয়ানক উত্তেজিত হয় এবং রমণেচ্ছাও প্রবল হইয়া উঠে। ঘন ঘন হিক্কা উঠিলেও রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। ক্রমাগত কলহ করিবার ইচ্ছাও এই সময় প্রবল হইয়া উঠে। এই শেষোক্ত লক্ষণে পেলাডিয়ম্ ব্যবহৃত হইতে পারে। ক্যান্থোরিয়মে মস্কসের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় হিষ্টিরিয়া রোগ একেবারে নিবারিত হইয়া যায়।

টেরান্টিউলা মূর্চ্ছার আর একটি ঔষধ। অনেক সময় রোগী মূর্চ্ছার ভান করিয়া পড়িয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। অস্থিরতা এবং অধিক কম্প এই দুইটি এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা, মেরুদণ্ডের উপর বেদনা—এমন কি জরায়ু প্রভৃতিতেও বেদনা লক্ষিত হয়। মৃগী রোগের সহিত যদি হিষ্টিরিয়া রোগ থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা আরও অধিক দৃষ্ট হয়। কোনও প্রকার শব্দ যদি অসহ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে থেরিডিয়ন ব্যবহার্য্য। কোরিয়ার ন্যায় যদি কোনও কোনও মাংশপেশীর স্পন্দন অধিক হয়, তবে মাইগ্যালে ব্যবহার করা যায়। পায়ের অধিক অস্থিরতা লক্ষিত হইলে জিন্কম্ প্রদান করা বিধেয়।

কাল্পনিক মানসিক উন্নত ভাব অধিক লক্ষিত হইলে প্লাটিনা দেওয়া যায়। রোগী আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করে। এই অবস্থা সময় সময় এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সকলে তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করে। জননেন্দ্রিয়ও সময় সময় অধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। গলা কেহ যেন চাপিয়া ধরিয়াছে, এরূপ বোধ হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকে। কখন কখন ভয়ানক মানসিক অবসন্নতাও লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং এই নিমিত্ত অনেক সময়

অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। হাইয়োসায়েমসের সহিতও ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু হাইয়োসায়েমসে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এত অধিক হয় যে, রোগীর বিবেচনাশক্তি লোপ পায় এবং সে ক্রমাগত পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া দিতে চাহে। হিষ্টিরিয়া রোগে যখন রোগিণীর মনে হয় যে, ক্রমাগত সকলে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তখন পেলাডিয়ম্ ব্যবহার করা উচিত।

নক্সমস্কেটা ব্যবহারেও আমরা সময় সময় বিশেষ উপকার পাইয়াছি। অধিক নিদ্রালুতা, পেটফাঁপা ও মুখ অত্যধিক শুষ্ক হওয়া, এই তিনটি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আহারের পর উদর অধিক স্ফীত হইলে লাইকোপোডিয়ম্ ও কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্ দেওয়া উচিত। ডাঃ বেইজ বলেন, এই রোগে নক্স-মস্কেটার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। কখন কখন দুই চারি ফোঁটা রুবিণির ক্যাম্ফর ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপকার স্থায়ী হয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। হিষ্টিরিয়ার সহিত যদি গলার মধ্যে আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে জেলসিমিয়ম্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ভয়ানক মানসিক উদ্বেগ উপস্থিত হয় এবং রোগী আচ্ছন্নভাবাপন্ন হইয়া থাকে। গলার মধ্যে একটি গোলার ন্যায় পদার্থ অনুভূত হয় এবং উহা এক স্থানেই থাকে, কিছুতেই নড়ে চড়ে না। জরায়ুর মুখ অতিশয় কঠিন হইয়া যদি হিষ্টিরিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও জেলসিমিয়ম উপকারী। ইহাতে হাত পা অবসন্ন বলিয়া বোধ হয় এবং মনের মধ্যে নানা প্রকার ভয়ের উদয় হইয়া থাকে। ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হইলেও জেল্‌সিমিয়ম্ উপযোগী।

পলসেটিলায় এই রোগের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গলার মধ্যে চাপ বোধ হয় এবং কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারা যায় না। মনের মধ্যে নানারূপ ভয়ের উদয় হয় এবং কখন কখন অধিক পরিমাণে প্রস্রাবও হইয়া থাকে। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় ইহাতেও রোগিণী সময় সময় অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কখন কখন ক্রন্দন পর্য্যন্তও করিতে থাকে। বহির্বায়ুতে অধিক আরাম বোধ হয়। রজঃস্রাব অল্প পরিমাণে হয় এবং ক্রমাগত শীতবোধ হইতে থাকে। ঋতুর প্রারম্ভেই যদি হিষ্টিরিয়া রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এই ঔষধে উপকার দর্শিয়া থাকে। ঘন ঘন মূর্চ্ছার ভাব লক্ষিত হয় এবং প্রায়ই ঋতু বন্ধ হইয়া রোগ আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

ঋতু অনিয়মিত হইয়া যদি হিষ্টিরিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সিপিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথম ঋতুর সময় অনিয়মিত রজঃস্রাব হইয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে এপিস দেওয়া কর্ত্তব্য। হিষ্টিরিয়া হইয়া যদি মুখ রক্তবর্ণ হইতে দেখা যায়, এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও অধিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে বেলেডনায় উপকার দর্শে। পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা, অশ্লীল হাস্য প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে হাইয়োসায়েমস দেওয়া বিধেয়। অধিক বাচালতা, ভয়ানক অস্থির ভাব, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং বিকারের অন্যান্য প্রবল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ ব্যবহার্য্য। হঠাৎ অধিক মানসিক উদ্বেগ জন্য যদি মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কখন কখন কেলিক্লোরিকম্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতেও গলার মধ্যে পুটলি রহিয়াছে, এইরূপ ভাব লক্ষিত হয়। পেট ফাঁপে এবং পেটের উপর হাত দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। মনের মধ্যে অকারণ নানারূপ ভয়ের উদয় হয় এবং নৈরাশ্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়। অতিশয় ইন্দ্রিয় পরিচালনা হেতু রোগ উপস্থিত হইলে এগ্‌নাস্ ক্যাস্‌টস্ ফলপ্রদ। শেষোক্ত অবস্থায় এনাকার্ডিয়ম্ আর একটি উত্তম ঔষধ।

ক্যাক্টসও কখন কখন এই রোগে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উহার সহিত প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা এবং ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইলে ককিউলস্ উপযোগী।

হাঁপানির ভাব লক্ষিত হইলে, আর্সেনিক প্রযোজ্য। ষ্টিক্‌টা এবং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকাও কখন কখন এই রোগে ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইতে দেখা গিয়াছে।

ক্ষত বা আঘাত।

(INJURIES.)

কোনও প্রকার আঘাত লাগিয়া যে ক্ষত উপস্থিত হয়, তাহা আরোগ্যকরণার্থ যে কয়টি ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই গুলিই এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। আমরা ইতিপূর্ব্বে রক্তস্রাব সম্বন্ধে লিখিবার সময় বাহ্যিক প্রয়োগের যে ঔষধগুলির কথা লিখিয়াছি, সে গুলিও এই স্থলে লিখিত হইল।

মাংসপেশী প্রভৃতি আহত হইলে প্রায়ই আর্ণিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ আর্ণিকা আঘাতজনিত ক্ষতসমূহের একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহার অমিশ্র আরক কিয়ৎ পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে রক্তপাত তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইয়া যায়। আমরা ইহা অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। প্রসবের পর দুই তিন বার আর্ণিকা ৩× রোগিণীকে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন প্রকার আঘাত পাইবা-মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষত সহজেই ভাল হইয়া যায় এবং পাকিয়া উঠিবার অথবা পূঁয হইবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষত দূষিত হইলেও আর্ণিকা ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ক্ষত পাকিলেও আর্ণিকা উপকারী। কোনও প্রকার আঘাত লাগিয়া যদি মাংস ছিঁড়িয়া যায় এবং কালশিরা হয়, তাহা হইলে ক্যালেন্‌ডিউলা ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইহা ব্যবহারে প্রদাহ কমিয়া যায় এবং ঘা শীঘ্র পুরিয়া আইসে। আমরা সকল প্রকার পুরাতন ক্ষতে ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। বিশুদ্ধ ঘৃত অথবা অন্য কোনও দ্রব্যের সহিত মলম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। জরায়ু প্রভৃতিতে ক্ষত হইলে ইহার কার্য্য-কারিতা উত্তম। ক্ষত অধিক-স্থানব্যাপী হইলে এক ভাগ অমিশ্র আরকের সহিত ৪।৫ ভাগ জল মিশাইয়া উহার বাহ্যিক প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

অধিক পরিশ্রম করিয়া অথবা কোনও প্রকার চাড় লাগিয়া যদি মাংসপেশী আহত হয়, তাহা হইলে রসটক্স উপকারী।

গ্রন্থিসমূহ আহত হইয়া স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে কোনায়ম্ ব্যবহারে উপকার দর্শে।

দুর্ব্বল শরীরে আঘাত লাগিয়া কালশিরা পড়িয়া যদি বহুদিন থাকে, তাহা হইলে সলফিউরিক এসিডে উপকার দর্শে। বন্দুকের গুলি লাগিয়া ক্রমাগত রক্তপাত হইলে এরাণিয়া ডায়াডেমা উত্তম। অধিকক্ষণ গান অথবা চীৎকার করিয়া যদি গলা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও রসটক্সে উপকার দর্শে। আঘাত যদি স্নায়ুর উপর অধিক লাগে, তাহা হইলে আর্ণিকা অপেক্ষা হাইপারিকম্ উপকারী। ক্ষতসমূহে অধিক বেদনা উপস্থিত হইলে, হাইপারিকমের

কার্য্যকারিতা অতি উত্তম। কোনও প্রকার ক্ষত হইলে যদি স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক হয়, তাহা হইলেও হাইপারিকম্ ব্যবহার করা উচিত। হাত পায়ে চোঁচ ফুটিয়া গেলে, অথবা কোনও প্রকার ভারী জিনিস পড়িয়া যদি হাত পায়ের আঙ্গুল থেঁৎলাইয়া যায়, তাহা হইলেও হাইপারিকম্ বিশেষ উপকারী। যে স্থলে এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা বেদনা কমাইতে অপারক হইয়া মরফিয়া বা অহিফেণ ব্যবহার করেন, তথায় ইহার কার্য্যকারিতা অতি উত্তম।

মশা, বোলতা প্রভৃতি কামড়াইলে অথবা কোনও প্রকার ছিদ্রযুক্ত ক্ষত হইলে লিডম্ ব্যবহার করা উচিত। পায়ে পেরেক ফুটিয়া অথবা হাতে ছুঁচ ফুটিয়া যদি অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে, তাহা হইলে লিডম্ বিশেষ উপকারী। এমন কি এই প্রকার ক্ষত হইতে যদি টিটেনস্ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও লিডমে উপকার হয়। ডাক্তার ন্যাস্ বলেন, যদি ঘুসা লাগিয়া চোকে কালশিরা পড়ে, তাহা হইলে লিডম্ ২০০ সেবন করিতে দিবে। হাত পা মচ্‌কাইয়া গেলে, অথবা অস্থি কিম্বা অস্থিগ্রন্থিতে অধিক বেদনা হইলে রুটা উপকারী। হাত পা মচ্‌কাইয়া গিয়া যদি ফুলিয়া উঠে এবং কিছুতেই যন্ত্রণা না কমে, তাহা হইলে রুটা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

অস্থিসমূহ আহত হইলে সিমফাইটম্ তাহার ঔষধ। কোনও প্রকার আঘাত লাগিয়া হাত ভাঙ্গিয়া গেলে আহত স্থান নিয়মিতরূপ বাঁধিয়া দিয়া যদি সিম্‌ফাইটম্ দু এক মাত্রা খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র উপকার দর্শে। হাত পা কাটিয়া ফেলার পর যদি ক্ষত শীঘ্র না সারে এবং উহার সহিত যন্ত্রণা হইতে থাকে, তাহা হইলে সিমফাইটম্ প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। চক্ষুতে কোনও প্রকার আঘাত লাগিয়া যদি চক্ষুকোটর টাটাইয়া উঠে, তাহা হইলে সিমফাইটম্ ব্যবহার করা যায়।

যদি ছুরিকা প্রভৃতি ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত হয়, তাহা হইলে কখন কখন ষ্টেফাইসেগ্রিয়া ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হয়। যদি কাঁচে কাটিয়া গিয়া যন্ত্রণা অধিক হয়, তাহা হইলেও ষ্টেফাইসেগ্রিয়ায় উপকার দর্শে।

কিড্‌নি অথবা মূত্রগ্রন্থির পীড়া।

(AFFECTIONS OF THE KIDNEY)

কিড্‌নির নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রস্রাবের সহিত এলবিউমেন বা অণ্ডলালার ন্যায় পদার্থ নির্গত হওয়া (albuminuria) প্রভৃতি দুই চারিটি কঠিন পীড়ার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। হোমিওপ্যাথিক মতে এই সমস্ত রোগের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। আর্সেনিকম্ তন্মধ্যে প্রধান। শোথ, রক্তাল্পতা, উদরাময় প্রভৃতি যে সকল কঠিন লক্ষণ এই রোগের শেষে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, তৎসমস্তই আর্সেনিক সেবনে প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রস্রাব গাঢ় লালবর্ণ হয় এবং অধিক পরিমাণে অণ্ডলালা নির্গত হয়। ডাক্তার পোপ বলেন, অনেক সময় এল্‌বুমিনুরিয়ার তরুণ অবস্থাতে আর্সেনিক ৩× ব্যবহারে উপকার দর্শে। কখন কখন প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অধিক কষ্ট হইলেও এই ঔষধে উপকার হইতে দেখা যায়। কেল্‌কেরিয়া আর্সেনিকাও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা কখন কখন ইহা ব্যবহার করিয়া উপকার হইতে দেখিয়াছি।

কিড্‌নি-রোগের তরুণ অবস্থাতে এপিস ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে। হাত পা প্রভৃতি ফুলিয়া উঠা এবং প্রস্রাব অল্প হওয়া ও উহার সহিত অতিশয় জ্বালা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। কখন কখন পিঠের নিম্নভাগে মূত্রগ্রন্থির স্থানেও কন্ কন্ করিতে দেখা যায়। প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে অণ্ডলালা নির্গত হয় এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে ইহার সঙ্গে ভয়ানক শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টও লক্ষিত হয় এবং মনে হয় আর বুঝি নিঃশ্বাস পড়িবে না।

মার্কিউরিয়স্ করোসাইভসও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রস্রাব অণ্ডলালাযুক্ত, অল্প এবং ঘোর লাল বর্ণের হয়। পৃষ্ঠবেদনা ও প্রস্রাবের কষ্টও লক্ষিত হইয়া থাকে। ডাক্তার লড্‌লাম বলেন, প্রসবের সময় শোথ হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। কিড্‌নি প্রদাহিত হইয়া উহাতে পূঁয পর্য্যন্ত হইলে ইহাতে উপকার দর্শে।

কোনও কঠিন পীড়ার পর শোথ হইলে হিপার সল্‌ফর বিশেষ উপযোগী।

প্রস্রাব অল্প এবং গাঢ় ও অণ্ডলালাযুক্ত হইলে কখন কখন কেলি ক্লোরিকম্ ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মূত্রগ্রন্থির প্রদাহনিবারণ বিষয়ে টেরিবিন্থ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রস্রাব ঘোলাটে এবং উহার সহিত অত্যধিক পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হয়। শোথ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রস্রাব রক্তমিশ্রিত দৃষ্ট হয়। কখন কখন অতিশয় দুর্ব্বলতাও হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই ঔষধে আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে না।

এল্‌বুমিনুরিয়ার সহিত যদি হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ডিজিটেলিসের ক্রিয়া উত্তম। কিডনির প্রদাহে রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব হইলে কখন কখন গ্লনয়েন ব্যবহারে উপকার দর্শিয়া থাকে। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ হইয়া যদি আক্ষেপের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্লম্বম উপকারী। মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শোথ, শরীর শুষ্ক প্রভৃতিও ইহার লক্ষণ। মূত্রগ্রন্থির পীড়া হইয়া যদি উহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলেও এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ইউরিমিয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, কুপ্রম আর্সেনিকমেও বিশেষ উপকার হয়। আমরা কলেরা চিকিৎসায় ইহার কার্য্যকারিতা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই অবস্থায় কন্‌ভল্‌সন্ পর্য্যন্ত হইলে কুপ্রমে বিশেষ ফল দর্শে।

বাত, উপদংশ প্রভৃতি রোগ হইতে যদি প্রস্রাবের পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অরম মিউরিয়াটিকম্ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

কিডনির রোগে ফস্‌ফরাস্ একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীরের অবসন্ন ভাব, হস্ত পদ ভয়ানক শীতল, এবং অতিশয় নিদ্রালুতা, এই কয়টি ইহার প্রধান লক্ষণ। প্রাতঃকালে দুর্ব্বলতা অধিক হয় এবং সমস্ত শরীরে অতিশয় জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, কায কর্ম্মে মন লাগে না এবং শরীর অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত আবার যদি বক্ষোবেদনা ও কাশি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ফস্‌ফরসের কার্য্যকারিতা আরও অধিক।

এল্‌বুমিনুরিয়ার তরুণ অবস্থাতে বেলেডনা আর্সেনিক ও একোনাইটের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ।

অতিশয় পৃষ্ঠবেদনা এবং প্রস্রাব অল্প ও রক্তমিশ্রিত হইলে একোনাইট ব্যবহার করা বিধেয়।

প্রস্রাব অল্প হইলে এবং উহার সহিত শোথ লক্ষিত হইলে এপোসাইনম্ দেওয়া যায়।

প্রসববেদনা।

(LABOUR PAINS).

প্রসববেদনা অধিক হইলে এবং উহার সহিত মূর্চ্ছার ভাব অধিক থাকিলে সিমিসিফিউগা ব্যবহার করা উচিত। অসময়ে গর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে এবং বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে চলিয়া বেড়াইলেও সিমিসিফিউগা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অস রীতিমত বিস্তৃত হয় না। পেটের উপর অধিক বেদনা অনুভূত হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রসবের পূর্ব্বে সিমিসিফিউগা ব্যবহার করিলে প্রসবের সময় কষ্টের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। প্রসবের পর ভেদাল-ব্যথা অধিক হইলেও ইহাতে উপকার হইতে দেখা যায়। পেটের উপর হেমিমেলিসের অমিশ্র আরক বাহিক প্রয়োগ করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

বেদনা অসহ্য হইলে ও উহার সহিত অধিক অস্থিরতা ও যন্ত্রণা থাকিলে এবং মৃত্যুর সময় আসন্ন মনে হইলে একোনাইটের কার্য্যকারিতা উত্তম। জরায়ুর মুখ অতিশয় শুষ্ক এবং ছোট হইয়া গেলেও ইহা সেবনে উপকার হইতে দেখা যায়।

ব্যথা নিয়মিতরূপ হইলে এবং চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলে কলোফাইলম্ ব্যবহার করা যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় এবং বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে, তাহাদের ইহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া যদি ব্যথা হইতে থাকে, তাহা হইলেও ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ব্যথা থাকিলেও যদি প্রসব হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে

জেল্‌সিমিয়ম্‌ ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর মাংসপেশীর শিথিল ভাব হইতেই এই অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোকের প্রত্যেক বার প্রসবের সময় অধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী। জরায়ুর মুখে আক্ষেপের ভাব লক্ষিত হইলে বেলেডনা উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। জরায়ুর ব্যথা হঠাৎ উপস্থিত হইলে ও হঠাৎ থামিয়া গেলেও বেলেডনা ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইহাতে মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া উঠে, সর্ব্বশরীরে স্পন্দন অনুভূত হয়, এবং কোনও প্রকার শব্দ অথবা গোলমাল হইলে রোগী বিরক্ত হইয়া উঠে।

যদি বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া জঙ্ঘার উপর নামিয়া পড়ে এবং উহার সহিত অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেল্‌মিয়া প্রয়োগ করা যায়। রোগী অতিশয় খিট্‌খিটে স্বভাবের হয়, প্রসবের পর অতিশয় ব্যথা বর্ত্তমান থাকে এবং স্রাব অতিশয় কাল বর্ণের হইতে দেখা যায়। আবার কখন কখন স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়াও যায়।

স্নায়বিক স্ত্রীলোকের পক্ষে কফিয়া উত্তম। ঘন ঘন মল মূত্রের বেগ হইলে এবং ব্যথা নিয়মিতরূপ না হইলে নক্সভমিকা ব্যবহার করা উচিত। কখন কখন বেদনায় রোগীর মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়, এবং ইহার সহিত কখন কখন বমনোদ্রেকও লক্ষিত হয়। ব্যথা সামান্যরূপ হইলে এবং সহজেই মূর্চ্ছার ভাব লক্ষিত হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহার করা যায়। সহজেই রোগীর অতিশয় কষ্ট হইলে এবং ঘরের মধ্যে অবস্থান অসহ্য বোধ হইলে পলসেটিলা উত্তম।

ব্যথার সহিত যদি হাত পায়ের খিলধরা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে কুপ্রম দেওয়া যায়।

ব্যথা বহুক্ষণ থাকিলে এবং রোগীর অধিক অযথা কষ্টানুভব হইলে সিকেলি দেওয়া উচিত।

প্রসবের পরই দুই এক মাত্রা আর্ণিকা প্রয়োগ করা আমাদের নিয়ম; ইহাতে বিশেষ ফললাভও হইয়া থাকে।

শ্বেত প্রদর।

(LEUCORRHŒA).

কখন কখন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর পরিবর্ত্তে অথবা অন্যান্য সময় এক প্রকার স্রাব হইতে দেখা যায়। ইহাকেই প্রদর বলে। ইহা কখন অতি স্বচ্ছ জলের মত সাদা, কখন হরিদ্রাবর্ণ এবং কখন বা অণ্ডলালার ন্যায় হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রজঃকৃচ্ছ্র প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার সময়ে সময়ে পৃষ্ঠবেদনা, রক্তাল্পতা প্রভৃতিও হইতে দেখা যায়। ইহা যদিও অতি সামান্য রোগ বলিয়া মনে হয়, তথাপি সময়ে সময়ে ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। এই রোগে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করা এবং নিয়মিতরূপ আহার নিদ্রা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কখন কখন ছোট ছোট বালিকাদিগের কৃমিজনিত এই পীড়া হইতে দেখা যায়। সে অবস্থাতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মিত আহারাদি করা বিশেষ আবশ্যক।

ক্যাল্‌কেরিয়া এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; তবে প্রয়োগকালে ইহার অন্যান্য লক্ষণ সকল বর্ত্তমান আছে কি না, দেখা বিশেষ আবশ্যক। গণ্ডমালা ধাতুর লোকের ইহা একটি মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে প্রদর-স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং উহার সহিত জ্বালা ও চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। ঋতু হইবার পূর্ব্বেই যদি ছোট ছোট বালিকাদিগের এই রোগ হয়, তাহা হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া বিশেষ উপকারী। ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকাও সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি প্রদরের সহিত অধিক টাটানি থাকে, তাহা হইলে সল্‌ফর ব্যবহার্য্য।

ছোট ছোট বালিকাদিগের যদি প্রদর জন্য দুর্ব্বলতা অধিক হয়, তাহা হইলে কলোফাইলম দেওয়া উচিত। যদি প্রদর অতি গাঢ় হয় এবং প্রথমে জননেন্দ্রিয়ের মধ্য হইতে বাহির হইতে না পারে ও পরে জলবৎ হইয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে পল্‌সেটিলায় উপকার দর্শে। ইহার সহিত অতিশয় শীতবোধ, অবসন্নভাব এবং ক্রমাগত কাঁদিবার ইচ্ছাও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রদরস্রাব অতিশয় হরিদ্রাবর্ণ এবং গাঢ় হইলে ও উহার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে হেলোনিয়স ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া

যায়। ইহার সহিত রক্তাল্পতা এবং অধিক দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধের ক্রিয়া আরও অধিক।

প্রদরস্রাব হরিদ্রা অথবা সবুজ বর্ণের হইলে এবং উহার সহিত জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়া প্রয়োগ করা যায়। সিপিয়াতে প্রায়ই অতিশয় দুর্গন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে অত্যধিক পৃষ্ঠবেদনা এবং অন্যান্য যন্ত্রণাও দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বালিকাদিগের পীড়াতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মার্কিউরিয়স প্রটো-আওডাইডও বালিকাদিগের পক্ষে মন্দ নহে।

পৃষ্ঠবেদনা, কাযকর্ম্মে অনিচ্ছা এবং প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা যদি প্রদরের সহিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে লিলিয়ম টাইগ্রিনম্ দেওয়া বিধেয়।

যদি জরায়ুর মুখে ক্ষত থাকে এবং উহার সহিত চট্‌চটে ঘন প্রদরস্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হাইড্রাষ্টিসের ক্রিয়া উত্তম। যদি মোটা স্ত্রীলোকের এই প্রকার প্রদরস্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কেলিবাইক্রমিকম্ উত্তম।

ক্রিয়াজোট প্রদরের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক পরিমাণে জলের মত হরিদ্রাবর্ণের স্রাব হইলে, ইহা ব্যবহৃত হয়। এই স্রাব প্রায়ই অতিশয় ক্ষত-জনক এবং যে যে স্থানে ইহা লাগে, ঐ সমস্ত স্থানেই ক্ষত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্ষত অত্যন্ত চুলকায় এবং রোগীকে অতিশয় দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। ঋতুর পূর্ব্বে প্রদরস্রাব প্রায়ই অধিক হয়, এবং এই সময়ে জননেন্দ্রিয় ক্ষতযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও ভয়ানক চুলকায়। জারের মতে ক্ষতজনক লিউকোরিয়াতে নাইট্রিক এসিড্ অতিশয় উত্তম। ইহাতে প্রদরস্রাব সবুজবর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যদি আঁচিল প্রভৃতি ঐ সঙ্গে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা আরও অধিক।

যদি সময়ে সময়ে জলের মত তরল প্রদরস্রাব হইতে থাকে এবং উহার সহিত জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অধিক হয়, তাহা হইলে প্লাটিনা ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে দিনের বেলায় অণ্ডলালার ন্যায় প্রদরস্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

যদি দক্ষিণ দিকের ওভেরির প্রদাহের সহিত জ্বালাকর ও ক্ষতজনক প্রদর-স্রাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আইওডিয়ম ব্যবহারে উপকার দর্শে। যদি পরিষ্কার জলের ন্যায় স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং উহার সহিত

উত্তপ্ত ভাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে বোরাক্স উপকারী। প্রায়ই ঋতুর ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বেই প্রদরস্রাব অধিক হয়, কিন্তু উহার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না।

রক্তাল্পতা-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের প্রদর হইলে এবং উহার সহিত পৃষ্ঠবেদনা বর্ত্তমান থাকিলে গ্রেফাইটিস বিধেয়। এই সকল স্ত্রীলোকের ঋতু বিলম্বে হয় এবং রজঃস্রাব অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণে কখন কখন এলুমিনাও ব্যবহৃত হয়। প্রদরস্রাব রাত্রে অধিক হইলে কষ্টিকম উপকারী।

ক্ষতজনক প্রদরস্রাবের সহিত যদি জ্বালা বর্ত্তমান থাকে এবং জননেন্দ্রিয় অতিশয় স্ফীত হয়, তাহা হইলে মার্কিউরিয়স উপকারী। গণ্ডমালা ধাতুর লোকের পক্ষে অথবা যাহারা উপদংশরোগাক্রান্ত তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

জরায়ু অথবা জননেন্দ্রিয়ের তরুণ প্রদাহ হইতে যদি প্রদর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বেলেডোনায় উপকার দর্শে। ইহাতে জরায়ুর মুখ অতিশয় টাটাইয়া থাকে এবং প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং পৃষ্ঠবেদনার সহিত যদি অধিক পরিমাণে স্রাব হয়, তাহা হইলে ষ্টান্ম উপকারী।

যদি কোন কঠিন পীড়া হইতে প্রদর উৎপন্ন হয় এবং তাহা অতিশয় জ্বালাজনক ও দুর্ব্বলকারী হয়, তাহা হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়। হানিমান ডিক্‌টাম্‌নম্‌-নামক একটি ঔষধ ব্যবহার করিতেন। ইহাতে প্রদরস্রাব অতিশয় চট্‌চটে হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর ক্ষত লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বল ও কৃশ স্ত্রীলোকের প্রদর হইলে সিকেলি উপকারী। এইরূপ স্ত্রীলোক্‌দিগের ঋতু অতি শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং কখন কখন জরায়ুর প্রল্যাপ্সস্‌ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

যকৃতের পীড়া।

(LIVER AFFECTIONS).

আমাদের দেশে নানা প্রকার যকৃতের পীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। যকৃতের সামান্ত টাটানি অথবা বেদনা হইতে আরম্ভ করিয়া যকৃৎ পাকিয়া উঠা এবং উহার ক্ষয় পর্য্যন্ত সকল প্রকার পীড়াই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দুই তিন মাসের শিশুর পেটের মধ্যে যকৃতের বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অনেক শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বেই যকৃৎ বর্দ্ধিত হয় ও উহারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন মদ্যপায়ীদিগের এবং অনিয়মিত-ভোজনকারীদেরও যকৃৎ অনেক সময় পাকিয়া উঠিতে দেখা যায়। যকৃতের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু এবং হস্তপদ সমস্তই পাণ্ডুবর্ণ হইতে দেখা যায়। ফলতঃ পিত্ত সহজভাবে নির্গত না হইলে উহা রক্তমধ্যে প্রবেশ করে এবং সমস্ত শরীর অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে। এই জন্য আমরা পাণ্ডুরোগ অথবা কামলাকে একটি স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণ্য না করিয়া যকৃতের পীড়ার মধ্যেই উহার চিকিৎসা সন্নিবিষ্ট করিলাম। যকৃতের পীড়া ব্যতিরেকে পাণ্ডুরোগ হওয়া অসম্ভব। অনেক সময় কামলার সহিত যকৃতের বৃদ্ধি দৃষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু উহার সহিত যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে।

দক্ষিণ দিকে যকৃতের স্থানে খোঁচাবিঁধার ন্যায় বেদনা হইলে ব্রাইওনিয়া সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের মনে আইসে। এতদ্ভিন্ন কেলিকার্ব্ব এবং চেলিডোনিয়মও এই অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে। যকৃৎ স্ফীত ও উহার প্রদাহ অধিক হইলে এবং নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি হইলে ব্রাইওনিয়ার কার্য্যকারিতা অধিক। রাগবশতঃ শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে ইহাতে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। কেমোমিলাও এই সকল লক্ষণে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেমোমিলার রোগীর শরীর অতিশয় গরম হইয়া উঠে এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে, আর ব্রাইওনিয়ার রোগী শীতবোধ করে, কিন্তু উহার শরীর উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যকৃতের স্থান হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত ব্যথা অনুভূত হইলে বার্ব্বেরিস্ উপকারী; যকৃতের পীড়ায় ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ হইলেও উহা যকৃতের প্রদাহে

ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে ডাক্তার হিউজ অনেক সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমরা ব্রাইওনিয়ায় দুই একটি প্রকৃত সিরোসিস্ (Cirrhosis) রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

যকৃতের স্থান টাটাইয়া উঠিলে এবং তথায় হাত দিলে বেদনা অনুভূত হইলে মার্কিউরিয়স প্রযোজ্য। যকৃৎ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, রোগী দক্ষিণ দিকে শয়ন করিতে পারে না, তাহার গাত্র ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হয়, এবং মল সাদা অথবা সবুজ রংএর ও আমমিশ্রিত হয়। জিহ্বা ময়লা হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদে আবৃত, এবং উহার চারি দিকে দাঁতের দাগ লক্ষিত হইয়া থাকে। মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ লক্ষিত হয় এবং রোগী বিমর্ষ হইয়া থাকে। লেপ্‌টানড্রাতেও মার্কিউরিয়সের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে মল কাল আলকাতরার ন্যায় হইয়া থাকে। ছোট ছোট শিশুদিগের যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে ম্যাগ্‌নেসিয়া মিউরিয়াটিকা উত্তম। শিশুদের পীড়ায় ক্যাল্‌কেরিয়া আর্সেনিকা একটি আশ্চর্য্য ঔষধ। আমরা এই রোগগ্রস্ত অনেক শিশুকে ঐ ঔষধ ব্যবহারে অতি কঠিন অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি।

অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহারে শরীর এবং চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইলে মার্কিউরিয়স উপকারী। এইরূপ অবস্থায় জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক।

যকৃতের বৃদ্ধির সহিত যদি উদরাময় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পডোফাইলম বিশেষ উপকারী। যকৃতের বৃদ্ধি হয় ও উহা অতিশয় টাটাইয়া থাকে, শরীর হরিদ্রাবর্ণ ও মুখের আস্বাদ অতিশয় মন্দ হয়, জলের ন্যায় মলত্যাগ হইতে থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মল কাদার ন্যায় হইতে দেখা যায়। মার্কিউরিয়স, রসটক্স, পডোফাইলম, ষ্ট্রামোনিয়ম এবং আর্সেনিক এই কয়টি ঔষধেই জিহ্বার উপর দাঁতের দাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চেলিডোনিয়ম যকৃতের পীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে যকৃতের স্থান টাটাইয়া থাকে এবং অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। অতিশয় শীতবোধ, জ্বর, শরীর পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা ময়লায় আবৃত, প্রভৃতি লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার প্রধান লক্ষণ পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণ দিকের ডানার নীচে একটি ভয়ানক বেদনা।

প্রায়ই যেখানে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করা যায়, সেইখানেই এই লক্ষণটি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে যখন চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয়, তখনও এই লক্ষণটি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। পিত্তস্থলীতে পাথরি হইলেও চেলিডোনিয়ম উপকারী। অনেক সময়ে ইহা প্রয়োগ করিলে উহা অনায়াসে নির্গত হইয়া যায়। পাণ্ডুরোগের তরুণ অবস্থায় ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক। যকৃতের বাম দিক আক্রান্ত হইলে কার্ড্রুয়স্‌মেরিয়ানস্‌ চেলিডোনিয়ম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইতে পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলে ডিজিটেলিস উপকারী। ইহার সহিত নিদ্রালুতা, মুখে তিক্ত আস্বাদ এবং যকৃতের স্থানে বেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগের সহিত অধিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে এবং নাড়ি অনিয়মিত ও ক্ষুদ্রগতি হইলে ডিজিটেলিস বিশেষ উপকারী।

মাইরিকার ক্রিয়া লিভারের উপর উত্তম বটে, কিন্তু আমরা ইহার বহুল প্রয়োগ করি নাই। ইহাতে মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে এবং চক্ষু ও জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ হয়, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল বোধ করে, সমস্ত মাংসপেশীতে বেদনা অনুভূত হয়, এবং প্রস্রাব প্রায়ই অতিশয় ঘন হইয়া থাকে। গলা এবং মুখের মধ্যে এক প্রকার চট্‌চটে শ্লেষ্মা দৃষ্ট হয়, নিদ্রাও ভালরূপ হয় না।

অধিক মদ্যপায়ীদিগের যকৃতের পীড়া হইলে নক্সভমিকার ক্রিয়া উত্তম। আমরা ইহার কার্য্যকারিতা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। আহারাদির অনিয়ম হইয়া অথবা অধিক কঠিন ঔষধ ব্যবহার করিয়া যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইলে নক্স উত্তম। যকৃতের স্থান স্ফীত, প্রদাহিত এবং অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, কাপড় টানিয়া পরিতে পারা যায় না, ইহার সহিত শূলবেদনাও উপস্থিত হইতে পারে। অতিশয় ক্রোধ বশতঃ পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলেও নক্স প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ক্রোধজনিত পাণ্ডুরোগের ক্যামোমিলা আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মদ্যপায়ীদিগের যকৃতের বৃদ্ধি হইলে সল্‌ফর, ল্যাকেসিস, ফ্লুরিক এসিড, আর্সেনিক এবং এমোনিয়ম মিউরিটিকামও ব্যবহৃত হইতে পারে। যকৃতের স্থানে এবং পৃষ্ঠের দক্ষিণ দিকের ডানার নীচে খোঁচাবিঁধার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইলে জ্যাগ্‌ল্যান্স সাইনীরিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতেও নক্সভমিকার

ন্যায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয়। কখন কখন আবার পশ্চাৎ দিকের মাথাধরাও হইতে দেখা যায়। যকৃতের পীড়ায় নক্সের ক্রিয়া চায়না, আয়রিস্ ও পল্‌সেটিলার ক্রিয়ার সদৃশ। পিত্তাধিক্য বশতঃ যকৃৎ স্ফীত হইলে, মুখে তিক্ত আস্বাদ অনুভূত হইলে এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে এলোজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃতের উপর লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া অতিশয় উত্তম। লিভার টাটাইয়া থাকে এবং হাত দিলে অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। কখন কখন যকৃতের স্থান চড়্‌চড়্ করিতে থাকে এবং মনে হয় যেন কোমরটী একটি দড়ি দিয়া বাঁধা রহিয়াছে (সিরোশিস)। যকৃতের স্থান টন্ টন্ করিতে থাকে এবং উহাতে বেদনা অনুভূত হয়। অতি অল্প আহার করিলেই পেট ফুলিয়া উঠে এবং অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। ইহাতে প্রকৃত পাণ্ডুরোগ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু রক্তাল্পতা বশতঃ মুখমণ্ডল অতিশয় বিকৃত হইতে দেখা যায়। মুখের মধ্যে পিত্তাধিক্যজনিত মন্দ আস্বাদ অনুভূত হইলে নেট্রম সল্‌ফিউরিকম্ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যকৃতের স্থানে অতিশয় ভার এবং বেদনা বোধ। ডান দিকে শুইতে গেলেই লিভারের স্থানে টান পড়ে এবং অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। যকৃতের পুরাতন প্রদাহে লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। পৃষ্ঠবেদনা এবং যকৃতের স্থানে বেদনা এই দুইয়েরই এই ঔষধে আশু উপকার হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে মাথাধরা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, ময়লা জিহ্বা, বমনোদ্রেক ও বমন বর্ত্তমান থাকিলে কার্ডুয়াস মেরিয়ানস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যকৃতের স্থানে ভার বোধ, পিত্তযুক্ত বমন, এবং প্রস্রাব গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের হইলে ইহাতে উপকার দর্শে। পেটে, বিশেষতঃ যকৃতের স্থানে অধিক বেদনা হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার বরনেট বলেন, যকৃতের পীড়ার সহিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে কার্ডুয়াস্ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর অতিশয় পিত্তাধিক্য হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। যকৃৎ বিকৃত হইয়া যদি অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে হাইড্রাস্‌টিস অতিশয় ফলপ্রদ। ডাক্তার হেল বলেন, কার্ডুয়াস এলোস এবং হেমিমেলিসের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ। যকৃতের পুরাতন পীড়ায়

সল্ফরের ক্রিয়া উত্তম। ইহাতে লিভারের বেদনা প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং পিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। যে স্থলে নক্সভমিকায় প্রথমে উপকার দর্শিয়া পরে আর কিছু ফল না হয়, সেখানে প্রায়ই সলফর ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। পারদসেবন জন্য যদি যকৃতের পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও সলফর উপকারী। মল সাদা অথবা অধিক পাণ্ডুবর্ণ হইলে কিম্বা সোথ লক্ষিত হইলে সল্ফর প্রয়োগ করা উচিত নহে। ল্যাকেসিসে সময়ে সময়ে পাণ্ডুরোগে উপকার হইতে দেখা যায়। মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা হেতু পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলে চায়না উত্তম। ডাক্তার বেয়ার বলেন, পিত্তজনিত পাথুরি হইলে চায়না বিশেষ উপকারী। আবার কেহ কেহ বলেন, এই রোগে ইপিকাক প্রয়োগ করিলে অতিশয় উপকার হইয়া থাকে। আমরা নক্সভমিকা, এবং ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিয়া এই রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। হাইড্রাষ্টিস্ ও বার-বেরিসও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিভারের প্রদাহ হইয়া উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে (cirrhosis) ফস্ফরসে বিশেষ উপকার হয়। ছোট ছোট শিশুদের লিভার কঠিন হইয়া ক্ষয় হইতে থাকিলে এবং সমস্ত শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলেও এই ঔষধে উপকার হইতে পারে। শিশুদিগের এই প্রকার অবস্থা হইলে রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। শিশুদিগের যকৃতের পীড়ায় ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিক প্রয়োগে সময়ে সময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। লিভারের পীড়ার সহিত যদি হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ডিজিটেলিস্ প্রয়োগ করা উচিত। নিউমোনিয়া-গ্রস্ত রোগী যদি পাণ্ডুবর্ণ হয়, তাহা হইলে ফস্ফরস্ ও চেলিডোনিয়ম্ প্রয়োগ করা বিধেয়। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া যদি মুখে তিক্ত আস্বাদ অনুভূত হয় ও জিহ্বার উপর সাদা সাদা দাগ পড়ে, তাহা হইলে ট্যারাক্সেকম্ প্রয়োগ করা উচিত। আহারের পর শীতবোধ, লিভারের স্থানে বেদনা এবং পীতবর্ণ তরল মল ইহার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ লক্ষণ। "কেলিবাই-ক্রমিকমেও জিহ্বার সাদা সাদা দাগ লক্ষিত হইয়া থাকে।

যকৃতের উপর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত হইলে এবং মুখের আস্বাদ বিকৃত হইলে ইউকা ফিলাম্যান্টোসা দেওয়া যায়। ইহাতে মল হরিদ্রাবর্ণ ও তরল দৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে। মুখমণ্ডল

বিকৃত ও হরিদ্রাবর্ণ এবং জিহ্বার চারি ধারে দাঁতের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তাধিক্য বশতঃ মাথা ধরিলে চিওনান্থাস্ দেওয়া যায়। পেটের দক্ষিণ দিকে অধিক বেদনা হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কখন কখন টিলিয়া প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

স্তনের পীড়া।

(AFFECTIONS OF THE MAMMARY GLAND.)

প্রসবের পর অধিক দুগ্ধ জমিয়া অথবা কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া সচরাচর এই গ্রন্থি স্ফীত ও প্রদাহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উপদংশ, পারদ-সেবন প্রভৃতি নানা কারণ হইতে ইহার কঠিন কঠিন পীড়াও হইতে দেখা যায়। এলোপ্যাথিক মতে অস্ত্রোপচার ভিন্ন এই রোগশান্তির আর কোন উপায় নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এই রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আমরা ইহা অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্তন স্ফীত ও কঠিন হইলে প্রায়ই ব্রাইওনিয়ায় উপকার হয়। স্তন প্রদাহিত হইয়া যদি শীত করিয়া জ্বর আইসে এবং অতিশয় বেদনা হয় ও উহার সহিত মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও ব্রাইওনিয়ায় উপকার দর্শে।

স্তন অতিশয় কঠিন হইয়া থাকিলে এবং উহা পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইলে ফাইটোল্যাক্কা বিশেষ উপকারী। বেদনা স্তন হইতে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়া এই ঔষধের লক্ষণ।

স্তনের মধ্যে আবের মত হইলে কোনায়ম্ দেওয়া উচিত। ইহাতে আমরা অতি কঠিন দুঃসাধ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। সচরাচর ইহার ৩০শ ক্রমই ব্যবহৃত হয়। স্তনের মধ্যে বেদনা আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ক্রোটন টিক্লিয়মে উপকার দর্শে। ডাক্তার জুসে বলেন, যদি দোষজনিত আব হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে মিউরেক্স বিশেষ ফলপ্রদ। এই বেদনা প্রায়ই ঋতুকালে অধিক হইয়া থাকে। স্তনের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইলে ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরিকা দেওয়া যায়। পুরাতন প্রদাহ হইতে যদি ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শোষ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, তাহা হইলে সাইলিসিয়া

বিশেষ ফলপ্রদ। প্রদাহের তরুণাবস্থার লক্ষণ অনুসারে কথন কথন একোনাইট ও বেলেডোনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইলে এবং অতিশয় দপ্ দপ্ করিতে থাকিলে কথন কথন মারকিউরিয়সও ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধে উপকার হইতে বিলম্ব হইলে দুই এক মাত্রা সল্ফার দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনও কারণ বশতঃ ছোট ছোট বালিকাদিগের স্তন ফুলিয়া উঠিলে এবং উহাতে দুগ্ধের সঞ্চার হইলে পলসেটিলা দেওয়া উচিত।

প্রসবের পর যদি স্তনে ভালরূপ দুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে আর্টিকাইউরেন্স প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

হাম।

(MEASLES.)

এই রোগের বিষয় বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তবে ইহা সচরাচর শিশুদিগকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। প্রবল জ্বর হইয়া সমস্ত শরীরে ছোট ছোট লাল্ দাগ দৃষ্ট হয় এবং দুই চারি দিনের মধ্যেই উহা শুকাইয়া যায়। ফলতঃ এই রোগে জীবননাশের আশঙ্কা কিছুই নাই। তবে কথন কথন ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ—কাশি, পেটের পীড়া প্রভৃতি—প্রবল হইলে ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় একোনাইট উত্তম। অতিশয় জ্বর, অস্থিরতা, সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি ইহার সহিত বর্ত্তমান থাকে। ফেরম ফস্ফরিকম্ একোনাইটের সমতুল্য ঔষধ। কিন্তু ইহাতে জ্বর তত অধিক হয় না এবং অস্থিরতাও থাকে না। জ্বরের সহিত শীতবোধ এবং নিদ্রালুতা বর্ত্তমান থাকিলে জেল্সিমিয়মে বিশেষ উপকার হয়। নাসিকা হইতে জলের মত সর্দ্দি নির্গত হয় এবং কাশি, বক্ষোবেদনা ও স্বররোধ হইয়া থাকে। হাম অধিক নির্গত হইয়া সমস্ত শরীর লালবর্ণ হইলে এবং অধিক চুলকানি থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শে। সর্দ্দি অধিক হইলে কথন কথন ডালকামারা ব্যবহৃত হয়। গলায় ব্যথা ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে বেলেডনায় উপকার দর্শে। সর্দ্দি হইয়া হাঁচি হইলে এবং চক্ষু হইতে জলনিঃসরণ হইতে থাকিলে ইউফ্রেসিয়া দেওয়া যায়। যদি নাসিকা হইতে অধিক সর্দ্দি নির্গত হইয়া নাসিকায় ক্ষত হয়,

তাহা হইলে এলিয়ম্ সিপা উপযোগী। সর্দ্দি গাঢ় হইলে এবং উহার সহিত পেটের পীড়া থাকিলে পলসেটিলা দেওয়া যায়। সর্দ্দি গাঢ় ও চট্‌চটে হইলে কেলিবাইক্রমিকম উপকারী। এই রোগে কখন কখন সল্‌ফরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাম হইবার পর বিকারের উপক্রম হইয়া রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে এবং ক্রমাগত রক্তপাত হইতে থাকিলে আর্সেনিক্ উত্তম। ইহাতে প্রায়ই অতিশয় গাত্রদাহ এবং ভয়ানক জলপিপাসা বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ অবস্থায় সময় সময় ক্রোটেলাস ও ল্যাকেসিস প্রয়োগেও উপকার দর্শে।

হাম লাট খাইয়া গেলে ও রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম উত্তম। শিশু অতিশয় অস্থির হয় এবং ঘুমাইবামাত্র ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। কখনও কখনও এই অবস্থাতে আক্ষেপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণে কুপ্রম ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে সময় সময় অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলতা বশতঃ হাম ভালরূপ নির্গত না হইলে এবং সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকিলে জিঙ্কম্ দেওয়া যায়। কাশি অধিক হইলে এবং হাম ভালরূপ বাহির না হইলে ব্রাইওনিয়া উত্তম। অধিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট এবং গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করা এন্টিমোনিয়ম্ টার্টারের লক্ষণ। হামের সহিত কাশি, বক্ষোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্রাইওনিয়া উত্তম। এই অবস্থায় আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, ষ্টিক্টা, ফস্‌ফরস্, রিউমেক্স, ড্রসিরা ইত্যাদি।

সর্দ্দিজনিত অধিক হাঁচি এবং মাথাধরা বর্ত্তমান থাকিলে স্যাবাডিলা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শেষোক্ত ঔষধটি আমাদের মনে রাখা উচিত। ইহাতে সময় সময় উপকার দর্শিয়া থাকে।

গর্ভস্রাব।

(MISCARRIAGE.)

নানা কারণে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। আঘাত লাগিয়া, পড়িয়া গিয়া, কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিয়া অথবা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ নষ্ট হইতে দেখা যায়। কোন কোন

স্ত্রীলোকের আবার প্রত্যেক বারে ৪র্থ, ৫ম, বা ৭ম মাসে নিয়মিতরূপে গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ইহার কারণ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়। তিন মাসের সময় যদি হঠাৎ রক্তস্রাব হইয়া গর্ভপাতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্যাবাইনা প্রয়োগ করা উচিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই প্রসববেদনার মত ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়। যদি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া অথবা কোন প্রকার চাড় লাগিয়া রক্তপাত এবং গর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে সিনেমোনাম্ উত্তম। আঘাতজনিত গর্ভস্রাবে আর্নিকাই প্রধান ঔষধ। শরীরের দুর্ব্বলতা বশতঃ যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় মাসেই গর্ভ নষ্ট হইবার লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সিকেলি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের পুনঃ পুনঃ গর্ভ নষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। যদি পিঠ হইতে কোমর ও তলপেট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটী ভয়ানক টাটাইয়া উঠে এবং সেই বেদনা পা পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে, তাহা হইলে ভাইবার্ণাম্ দেওয়া উচিত। অধিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ অথবা জরায়ুর মাংসপেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত গর্ভপাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সিপিয়া প্রয়োগ করা বিধেয়। উপরি-উক্ত লক্ষণটীর সহিত যদি পৃষ্ঠবেদনা, মাথাধরা এবং গরম রক্তপাত প্রভৃতি হইতে থাকে, তাহা হইলে বেলেডোনা দেওয়া যায়। এই অবস্থাতে সিমিসিফিউগা একটি প্রধান উপকারী ঔষধ।

প্রসবের অনেক পূর্ব্বে অপ্রকৃত প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে অথবা গর্ভ নষ্ট হইবে এরূপ বোধ হইলে কলোফাইলম্ বিশেষ উপকারী। এই অবস্থায় ভয়ানক পৃষ্ঠবেদনা এবং অল্প অল্প রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

মুখের পীড়া।

(AFFECTIONS OF THE MOUTH).

সচরাচর মুখে নানা প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়। ছোট ছোট শিশুদের অনেক সময় সহজেই মুখে ক্ষত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আবার

উহা প্রশমিত হয়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ক্ষত হইলে বা ক্ষত পুরাতন হইলে তাহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। শরীরে পারার দোষ অথবা অন্য কোন দোষ থাকিলে ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না। ফলতঃ যেখানকারই হউক না কেন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত হইলে এই রোগের চিকিৎসা অতি সাবধানে করা আবশ্যক।

মুখের সাধারণ ক্ষতের পক্ষে বোরাক্স একটি প্রধান ঔষধ। মুখের অভ্যন্তর-ভাগ অতিশয় শুষ্ক ও গরম এবং অতি সহজেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফাটিয়া রক্তপাত হয়। রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকিলে শিশু চম্‌কিয়া চম্‌কিয়া উঠে, এবং উহার চেহারা অতি বিকৃত হইয়া যায়। মুখের মধ্য হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং জিহ্বার চারি পাশে দাঁতের দাগ পড়ে। সচরাচর ছোট ছোট শিশুদের মুখে ক্ষত হইলে বোরাক্সে অতিশয় উপকার দর্শে। সোহাগার খৈয়ের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। যে সকল শিশু স্তন্য পান করে, তাহাদের মুখে ক্ষত হইলে ব্রাইওনিয়ায় অতিশয় উপকার দর্শে। ইহাতে মুখের শুষ্কতা অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। মুখে ক্ষত হইয়া উহা হইতে অধিক লালা নিঃসৃত হইলে এবং অতিশয় যন্ত্রণা থাকিলে মারকিউরিয়স্ অধিক উপকারী। উদরাময় ইহার একটী আনুষঙ্গিক লক্ষণ। ইহাতে মাড়ি সাদা, ক্ষতযুক্ত এবং স্ফীত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গলার গ্রন্থি-সমূহও স্ফীত হইয়া থাকে। মুখে সর্দ্দিজনিত প্রদাহ অধিক হইলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে এরম্ ট্রাইফিলম্ প্রয়োগ করা যায়। মুখে পেটের পীড়াজনিত ক্ষত হইলে কেলিক্লোরেটমে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার দর্শে। মুখে অধিক দুর্গন্ধ ও অধিক পরিমাণে লালা-নিঃসরণ হইলে এবং উহার সহিত যদি মাড়ি পচিয়া কাল কাল রক্ত নির্গত হয় তাহা হইলে ব্যাপ্‌টিসিয়ায় উপকার দর্শে। পারদ-দোষ-বিশিষ্ট অথবা পুরাতন-রোগাক্রান্ত লোকের মুখে ক্ষত হইলে এই ঔষধ উপকারী। মুখে দুর্গন্ধ যতই হয়, ইহার কার্য্যকারিতা ততই অধিক হইয়া থাকে। ছোট ছোট শিশুদিগের মুখে ক্ষত হইলে সময়ে সময়ে হাইড্রাষ্টিস প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। আমরা ইহার অমিশ্র আরক জলের সহিত মিশাইয়া মুখ ধুইতে দিয়া থাকি। পচন আরম্ভ হইলেও ইহাতে উপকার হয়। ক্ষত জ্বালাজনক হইলে ক্রিয়জোট

ফলপ্রদ। সূচবিঁধার ন্যায় যন্ত্রণা এবং অধিক পরিমাণে জ্বালাজনক পূঁয-নিঃসরণ হইলে নাইট্রিক্ এসিড ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার অধিকাংশ লক্ষণই মার্কিউরিয়সের সদৃশ। ক্ষত গাঢ় নীলবর্ণ হইলে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। ইহার সহিত লালা-নিঃসারক গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে মিউরিয়েটিক্ এসিড প্রয়োগ করা যায়। মুখের মধ্যে পচন আরম্ভ হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে মুখের মধ্যে অতিশয় উত্তাপ এবং কালবর্ণ ক্ষতসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় জ্বালা, দুর্ব্বলতা, এবং অস্থিরতা ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। এই কয়েকটি ঔষধ ভিন্ন স্যালিসিলিক্ এসিড্, লাইকোপোডিয়ম্, ল্যাকেসিস্, নাইট্রিক এসিড, ফাইটোল্যাক্কা, হেলেবোরাস, ক্লোরিন, সলফিউরিক এসিড এবং আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকমও ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

গলাফুলা।

(MUMPS.)

প্যারটিড্ গ্রন্থি স্ফীত হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকেই গলাফুলার জ্বর কহে। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুর লোকের ঠাণ্ডা লাগিয়াই এই পীড়া উপস্থিত হয়। প্রদাহ অধিক না হইলে জ্বর অল্প হয় এবং রোগীও শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু প্রদাহ অধিক হইলে প্রায়ই উহা পাকিয়া উঠে এবং জ্বরও অধিক প্রবলাকার ধারণ করে। এইরূপ রোগী বহু দিন ধরিয়া ভুগিতে থাকে। আজকাল অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক গলা ফুলিয়া জ্বর হইতে দেখিলেই উহাকে প্লেগ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, প্লেগ ভিন্ন অন্য রোগেও গলা ফুলিয়া জ্বর হইতে পারে। গ্রন্থিতে রক্তাধিক্য জন্য জ্বর ও স্নায়বিক উত্তেজনা অধিক হইলে বেলেডনায় উপকার দর্শে। প্রায়ই দক্ষিণ দিক অধিক আক্রান্ত হওয়া এই ঔষধের লক্ষণ। ইহাতে গ্রন্থির মধ্যে অতিশয় দপ্ দপ্ করে এবং ভয়ানক মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে। আক্রান্ত স্থানটী গাঢ় লালবর্ণ ও অতিশয় স্ফীত হইলে এবং জ্বরের সহিত বিকারের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রস্টক্স বিশেষ উপকারী। এই অবস্থায় সমস্ত শরীরে বেদনা এবং

অস্থিরতাও লক্ষিত হয়, এবং ইহাতে প্রায়ই রাত্রিকালে যন্ত্রণা অধিক হয়। ফুলা বাম দিকে অধিক হইলে এবং নিদ্রার পর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

এই রোগে মার্কিউরিয়স আমাদের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, কারণ লালা-নিঃসারক গ্রন্থিসমূহের উপর ইহার ক্রিয়া অতি সুন্দর। অধিক টাটানি, অতিশয় লালানিঃসরণ, মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ, এবং পাকিয়া উঠিবার উপক্রম হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। বৈকালে যন্ত্রণা অধিক হইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে কখন কখন পল্‌সেটিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন হইলে কোনায়ম্ উপকারী।

স্নায়ুশূল।

(NEURALGIA.)

শরীরে সচরাচর নানা প্রকার বেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ যে বেদনা হইতে দেখা যায়, তাহাকেই স্নায়ুশূল বলে। স্নায়ুশূল নানা প্রকার। ইহা শরীরের সকল স্থানেই হইতে দেখা যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার নানা প্রকার ঔষধ আছে। তন্মধ্যে একোনাইট একটী প্রধান ঔষধ। প্রদাহ-জনিত মুখের স্নায়ুশূল হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অতি উত্তম। ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রথমেই একোনাইট্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অল্পবয়স্ক লোকের পক্ষে এবং রোগের তরুণ অবস্থায় ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহাতে বেদনা ক্রমাগতই থাকে, মুখমণ্ডল লাল ও স্ফীত হয়, এবং আক্রান্ত স্থান ভয়ানক টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকে ও রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে।

দন্তের বেদনা হইলে প্ল্যাণ্টেগো তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা এই ঔষধ বহুল প্রয়োগ করিয়াছি এবং অধিকাংশ স্থলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বেদনার সহিত স্নায়বিক উত্তেজনা অধিক হইলে ক্যামোমিলা দেওয়া যায়। গরমে ও রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি এবং রোগী অতিশয় খিট্‌খিটে হওয়া

এই ঔষধের লক্ষণ। কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ হইতে রোগ উপস্থিত হইলে এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইলে কলোসিন্থ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ব্যথা বাম দিকে অধিক হয় এবং একবার বাড়ে ও একবার কমে। পেটের মধ্যে এইরূপ বেদনা হইলে অথবা স্ত্রীলোকের ওভেরিতে এইরূপ বেদনা হইলে কলোসিন্থ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে এই রোগের উপশম হয়। ডাক্তার জুসো বলেন, নক্সভমিকা উচ্চ ক্রম ব্যবহার করিলে এই রোগে নিশ্চয়ই ফল দর্শে। যদি বেদনা ধীরে ধীরে কমিয়া যায়, তাহা হইলে ষ্ট্যানম্ ব্যবহার্য্য। জ্বরের পর ও অধিক পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিবার পর যদি এইরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা হইলেও ষ্ট্যানম্ ব্যবহারে উপকার হয়। অধিক আহার করিয়া নিউর‍্যাল্জিয়া উপস্থিত হইলে রসটক্স দেওয়া উচিত। ডাক্তার বেয়ার বলেন, মুখমণ্ডলের স্নায়ু বিকৃত হইলে তাহার পক্ষে স্পাইজিলিয়ার মত ঔষধ আর নাই। বাতজনিত ব্যথা হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা কোন প্রকার অনিয়ম বশতঃ যন্ত্রণা অধিক হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। মস্তিষ্ক, চক্ষুকোটর ও দন্তেই যন্ত্রণা অধিক হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগীর মনে হয় যেন চক্ষু চক্ষুকোটর অপেক্ষা বড় এবং উহা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। বাম দিকে বেদনা অধিক হইলে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা অধিক। রোগ পুরাতন হইলে ইহাতে আর উপকার দর্শে না।

বেদনা অধিক হইয়া আক্রান্ত স্থানটী ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িলে কল্চিকম্ দেওয়া যায়। ইহাতে বেদনা স্পাইজিলিয়ার মত অধিক হয় না।

স্ত্রীলোকদিগের স্নায়ুশূল হইলে সিমিসিফিউগা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সহিত প্রায়ই জরায়ুর পীড়া লক্ষিত হয়। ইহাতে বেদনা রাত্রিতে অধিক হইতে দেখা যায়; কখন কখন বক্ষঃস্থলের বাম দিকেও বেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে।

ডাক্তার হার্টম্যান্ বলেন, মস্তিষ্কে স্নায়ুশূল হইলে বেলেডনা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ধ্যার সময় ভয়ানক দমকা বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাতে প্রায়ই মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অধিক হইতে দেখা যায় ও ভয়ানক মাথাধরা বর্ত্তমান থাকে এবং কোনও প্রকার শব্দ হইলে অথবা কথা কহিলে কিম্বা

কিছু লাগিলে বেদনা অধিক হয়। সময় সময় মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হইতে দেখা যায়। বেলেডনায় উপকার না হইলে এই সমস্ত লক্ষণে এট্রোপিন সল্ফ কখন কখন ব্যবহৃত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অধিক হইলে কখন কখন চায়না ব্যবহারে অধিক উপকার দর্শে।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক হইলে এই রোগে আর্সেনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ব্যথা জ্বালাজনক হইলে এবং অতিশয় অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। মেলেরিয়া বশতঃ রোগ হইলেও ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহাতে সময়ে সময়ে অত্যধিক বেদনা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রের নিকট বাস জন্য অথবা জল হাওয়া লাগিয়া বেদনা উপস্থিত হইলে নেট্রম মিউরিয়েটিকম্ উত্তম। প্রত্যহ ৩।৪টার সময় নিয়মিতরূপে বেদনা হইতে আরম্ভ হইলে সিড্রন তাহার অব্যর্থ ঔষধ। মেলেরিয়া বশতঃ শূলবেদনা হইলে সল্ফর, চায়না এবং চায়নিনম্ সল্ফিউরিকম্ আমাদের মনে আইসে। ডাইন দিকে চক্ষুর নীচে জ্বালাজনক বেদনা উপস্থিত হইলে ক্যাপ্সিকম্ ব্যবহার্য্য। চক্ষু হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গত হইলে এবং ঐ স্থান ভারযুক্ত হইয়া থাকিলে সময়ে সময়ে প্লাটিনা ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ইহাতে নাসিকার অগ্রভাগ যেন টাটাইয়া রহিয়াছে এরূপ মনে হয়। দন্তে পোকা হইয়া বেদনা উপস্থিত হইলে মারকিউরিয়স উপকারী। বৃদ্ধদিগের দাঁতে পোকা হইয়া বেদনা হইলে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া উত্তম।

ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অধিক হইলে এবং উহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে মিজিরিয়ম্ উপকারী। পারদদূষিত অথবা উপদংশরোগাক্রান্ত লোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অতিশয় বক্ষোবেদনা হইলে সময় সময় রেনানকিউলস্ বিশেষ উপকারী। গল্থেরিয়া, আর্ণিকা, রস রেডিকেনস্ ও স্নেনেগা ও, বক্ষোবেদনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদনা টানিয়া ধরার ন্যায় হইলে ভার্বেস্কম ব্যবহৃত হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা উপস্থিত হইলে কখন কখন ক্যাল্মিয়া ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইহাতে বেদনা ডাইন দিকে অধিক হয় এবং কোন প্রকার মানসিক উদ্বেগ অথবা দুশ্চিন্তা হইলে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বেদনা অসহ্য বোধ হইলে মেগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্নায়ুশূলের এ প্রকার ঔষধ আর নাই। মাথা হইতে গলা পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত হইলে এবং উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার লাঘব হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। বেদনা বাতজনিত হইলে উহার তরুণ অবস্থায় পল্‌সেটিলার কার্য্যকারিতা উত্তম। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুর লোকের পক্ষে ক্যাল্‌-কেরিয়া একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে প্রস্রাব অধিক হয় এবং সহজেই রোগীর ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি উপস্থিত হইয়া থাকে।

কোষ-প্রদাহ।

(ORCHITIS.)

যদি কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া অথবা কোনও প্রকার দোষজনিত পীড়া হইতে কোষ প্রদাহিত ও স্ফীত হয়, তাহা হইলে উহাকে অর্কাইটিস বা কোষপ্রদাহ কহে।

কোনও প্রকার বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে যদি প্রমেহের পূঁয নির্গমন বন্ধ হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পল্‌সেটিলায় বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহাতে কোষ অতিশয় স্ফীত হয় এবং উপরের দিকে টানিয়া থাকে। টাটানি অধিক হইলে হেমিমেলিস উত্তম। ইহাতে আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক ভার বোধ হয়। কোষমধ্যে স্নায়ুশূল হইলে অক্‌জালিক এসিড প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। বেদনা অসহ্য হইলে, এবং আক্রান্ত স্থান দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকিলে ও অতিশয় লালবর্ণ হইলে বেলেডনা বিশেষ উপকারী।

প্রমেহ হইতে এই রোগ উপস্থিত হইলে অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া কোষ অতিশয় টাটাইয়া উঠিলে এবং রোগ ভয়ানক কঠিন আকার ধারণ করিলে ক্লিমেটিস উত্তম। ইহাতে দক্ষিণ কোষে অধিক বেদনা হইতে দেখা যায়, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ আইসে এবং রাত্রিকালে বেদনা অধিক হয়।

ডাক্তার হেলমত বলিতেন হঠাৎ প্রমেহের স্রাব বন্ধ হইয়া অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ উপস্থিত হইলে জেল্‌সিমিয়ম্ প্রয়োগ করা উচিত। রোগ পুরাতন হইলে এবং পেষণ করার মত বেদনা অনুভূত হইলে রডোডেনড্রন

উপযোগী। ডাইন দিকের পুরাতন পীড়ায় অরম মেটালিকমের ক্রিয়া অতি উত্তম।

পলসেটিলা ও হেমিমেলিস প্রয়োগে উপকার না হইলে স্পন্‌জিয়া ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

পক্ষাঘাত।

(PARALYSIS.)

নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ছোট ছোট শিশুদিগের এবং বৃদ্ধ লোকদিগেরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। ইহা শরীরের সকল স্থানেই হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সমস্ত শরীরই আক্রান্ত হয়। যে অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তাহা নাড়িবার অথবা তাহা দ্বারা কোনও প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। সমস্ত শরীর আক্রান্ত হইলে কখন কখন মল-মূত্রত্যাগ অসাড়ে হইতে থাকে, আবার কখন কখন উহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ মস্তিষ্কের অথবা মেরুদণ্ডের স্নায়ুর বিকৃতি ঘটিয়া এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান: বলিয়া গিয়াছেন, শরীরের নিম্ন দেশে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে রস্‌টক্স তাহার একটি উত্তম ঔষধ। আমরা এই ঔষধ অনেক বার প্রয়োগ করিয়াছি এবং বিশেষ ফলও পাইয়াছি। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা বাতজনিত পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। বিকার জ্বর অথবা কোনও কঠিন পীড়া আরোগ্য হইবার পর যদি এই রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও রসটক্সে অত্যধিক উপকার দর্শে। বৃদ্ধদিগের পুরাতন পীড়াতেই ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, তবে কখন কখন শিশুদিগের পীড়াতেও ইহা ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শিশুদিগের পীড়ায় সল্‌ফর বিশেষ উপকারী। ঠাণ্ডা লাগিয়া মুখ অথবা চক্ষু প্রভৃতির মাংসপেশীসমূহ আক্রান্ত হইলে কষ্টিকম ও রসটক্সে উপকার দর্শে। ডল্‌কামারা অনেক বিষয়ে রস্‌টক্সের সমতুল্য। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ঠাণ্ডা স্থানে বাস জন্য রোগ উপস্থিত হইলে ইহাতে উপকার হয়; কিন্তু তরুণ পীড়াতেই

ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। পুরাতন পীড়ায় প্রায়ই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। ঠাণ্ডা লাগিয়া পায়ের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে ককিউলস্ উত্তম। ইহাও প্রায়ই তরুণ পীড়াতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া বশতঃ রোগ উপস্থিত হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। কখন কখন নেট্রম মিউরিয়াটিকমও এই রোগে ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শীতকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ উপস্থিত হইলে কষ্টিকম উত্তম। মুখে পক্ষাঘাত হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। কোনও একটী মাংসপেশী—যথা, মুখ, জিহ্বা, গলদেশ প্রভৃতি—আক্রান্ত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার কাউপারথোয়েট অনেক রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছেন। আমি সম্প্রতি একটি অতি কঠিন রোগ এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি। রোগী কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেন না। তিনি একটি অতি সুশিক্ষিত লোক, কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইংরাজি অথবা বাঙ্গলা অক্ষর পর্য্যন্ত পড়িতে পারিতেন না। এখন ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আবার পুনরায় পূর্ব্বের মত কায কর্ম্ম করিতেছেন। অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ এবং স্বর বদ্ধ হইলে ইহাতে উপকার হয়। বাতপ্রযুক্ত যদি চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও ইহাতে ফল দর্শে। ইহাতে দক্ষিণ দিকই অধিক আক্রান্ত হয়। ক্যাল্‌মিয়া ও সিপিয়াতেও চক্ষুর পাতা পড়িয়া যাইতে দেখা যায়, কিন্তু সিপিয়াতে প্রায়ই উহার সহিত জরায়ুর পীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে বেরাইটা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। জিহ্বা আক্রান্ত হইলে ইহাতে অধিক উপকার হয়। সন্ন্যাসের (apoplexy) পর পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহাতে রোগী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। হঠাৎ নড়িবার ক্ষমতার হানি হইলে জেল্‌সিমিয়ম উপকারী। অধিক মানসিক উদ্বেগ হইতে রোগ উপস্থিত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। যদি নিম্নদেশ হইতে রোগ ক্রমে শরীরের উপরের দিকে উঠিতে থাকে ও অতিশয় কঠিন অবস্থা ধারণ করে, তাহা হইলে কোনায়ম্ ব্যবহার করা উচিত।

কোনও কঠিন রোগের পর শিশুদিগের এই রোগ উপস্থিত হইলে আর্জেণ্টম

নাইট্রিকম উপকারী। বৃদ্ধদিগের নানা প্রকার দোষ হইতে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে নক্সভমিকা উত্তম।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অথবা অতিশয় ঠাণ্ডা জন্য রোগ উপস্থিত হইলে একোনাইট প্রয়োগে উপকার দর্শে। হেম্পেল এই ঔষধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তরুণ অবস্থাতে ইহার কার্য্যকারিতা উত্তম। ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ উপস্থিত হইলে রসটক্স, সল্‌ফর এবং কষ্টিকম প্রযুক্ত হইতে পারে। ঝনঝনানি অধিক হইলে কেনাবিস ইণ্ডিকা এবং ষ্টেফাইসেগ্রিয়া ব্যবহার্য্য।

পক্ষাঘাতের সহিত যদি ক্ষয় লক্ষিত হয়, তবে প্লম্বম তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে শরীরের নিম্নদেশ অপেক্ষা উপরিভাগ অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায়ই অধিক কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হয়। কম্পনের সহিত যদি পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মার্কিউরিয়স, প্লম্বম ও হাইওসায়েমস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্লম্বমের পীড়া প্রায়ই মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। কুপ্রমে প্লম্বমের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে আক্ষেপ অধিক হইতে দেখা যায়। ফস্‌ফরস ও এলুমিনমও এই রোগে প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ বা নিউমোনিয়া।

(PNEUMONIA.)

সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়া এবং শ্লেষ্মা বসিয়া গিয়া এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে ফুস্ফুস প্রদাহিত হয় এবং বক্ষঃস্থলে ভয়ানক সর্দ্দি জমিয়া বসিয়া যায়। অনেক সময় এই রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। কিন্তু রীতিমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে প্রায়ই ইহা কঠিন আকার ধারণ করিতে পারে না এবং সহজেই আরোগ্য হইয়া যায়। শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুর লোকদিগেরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। ফুস্ফুসের প্রদাহে একোনাইট একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আশু প্রশমিত হয় এবং জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ সহজেই কমিয়া

আইসে। ইহাতে ভয়ানক অস্থিরতা লক্ষিত হয় এবং নাড়ী কঠিন ও উহার গতি অতিশয় দ্রুত হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। আমরা ইহার বহুল প্রয়োগ করিয়াছি এবং অধিকাংশ স্থলে ফললাভও করিয়াছি। ইহাতে প্রায়ই শীত করিয়া জ্বর আইসে, ঘর্ম্ম আদৌ হয় না এবং কাশি অতিশয় শুষ্ক ও কঠিন হয়। সর্দ্দি অধিক নির্গত হইতে থাকিলে আর একোনাইট প্রয়োগ করা উচিত নহে। ভেরেট্রম ভাইরিডিতে একোনাইটের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে রক্তাধিক্য অধিক লক্ষিত হয় এবং জ্বরও অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে।

একোনাইটে জ্বর যেরূপ হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠে, জেলসিমিয়মে সেরূপ হইতে দেখা যায় না। ইহাতে অলস ভাব অধিক দৃষ্ট হয় এবং জ্বরও ধীরে ধীরে প্রবল ভাব ধারণ করে।

একোনাইট যেরূপ অল্পবয়স্ক এবং রক্তাধিক্য ধাতুর লোকের পক্ষে উপকারী, বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল লোকদিগের নিউমোনিয়া হইলে তাহাদিগের পক্ষে ফেরম ফস্ফরিকম্ তদ্রূপ। ইহাতে একোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একোনাইটের ন্যায় যন্ত্রণা ও অস্থিরতা তত অধিক লক্ষিত হয় না।

ডাক্তার সুচলার বলিতেন, ফেরম ফস্ফরিকম্ ও কেলি মিউরিয়াটিকম্ ভিন্ন এ রোগের আর ঔষধ নাই। রোগ ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকিলে এবং শ্লেষ্মা অধিক লক্ষিত হইলে কখন কখন আইওডিয়ম ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। ইহাতে সর্দ্দির সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। কাশি অতিশয় প্রবল হয় এবং ভয়ানক শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন ফুস্ফুসের পচন আরম্ভ হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। বিখ্যাত ডাক্তার টি, এফ্, এলেন এবং কাফ্কা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রাইওনিয়া একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। একোনাইট এবং ফেরম ফসের পরেই এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, যখন একোনাইট ব্যবহার করা যায় তখন নিউমোনিয়ার সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; প্রকৃত পক্ষে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেই ব্রাইওনিয়া প্রযোজ্য।

ব্রাইওনিয়াতে শ্লেষ্মা একোনাইট অপেক্ষা তরল হয় এবং ভয়ানক বক্ষোবেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন কখন আবার কাশি এত কঠিন হয় যে, রোগী নড়িতে পারে না। ইহাতে প্রায়ই রোগ ডাইন দিকে অধিক হয়। অনেক সময় বেদনার জন্য রোগী কাশিতে পর্য্যন্ত ভয় পায় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কাশিতে কাশিতে পেট পর্য্যন্ত টাটাইয়া উঠিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। ব্রাইওনিয়ার পর কেলিকার্ব্বের কার্য্যকারিতা অধিক।

চট্‌চটে সাদা সর্দ্দি নির্গত হইলে এবং জিহ্বা সাদা ময়লায় আবৃত থাকিলে সময় সময় কেলি মিউরিয়েটিকম ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। ইহাতে উপকার না হইলে কেলি ফস্‌ফরিকম্ ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ফস্‌ফরস সেবনে যত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, বোধ হয় আর কোনও ঔষধ সেবনেই তত রোগী রোগমুক্ত হয় নাই। কাশির সহিত বুকের মধ্যস্থলে বেদনা, গলার মধ্যে আঁটিয়া ধরার ভাব, অতিশয় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, রক্তমিশ্রিত সর্দ্দি নির্গমন ও রোগী বাম দিকে শয়ন করিতে অপারক, প্রভৃতি লক্ষণে ফস্ফরস প্রয়োগ করা যায়; এমন কি বিকার প্রভৃতি মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য ঘটিলেও বেলেডনা অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। আজ-কাল অনেকে বলেন, টিউবারকিউলাইনম্ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিউমোনিয়ার সহিত বিকারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসায়েমস আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের সহিত জ্বালা এবং বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে ভার বোধ হইলে, শুষ্ক কাশি এবং বক্ষোমধ্যে ডাইন দিকে খোঁচাবেঁধার ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে সেঙ্গুইনেরিয়া ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়ার সহিত যকৃতের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। ডাইন দিকে ডানার নীচে একপ্রকার অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে।

অতিশয় বুক ঘড় ঘড় করিলে অথচ সর্দ্দি ভালরূপ নির্গত না হইলে এনটিমোনিয়ম টার্ট ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কখন কখন অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় এবং ভয়ানক ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সময় সময় ভয়ানক শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টও লক্ষিত হয়, এমন কি নাসিকা টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়। এইরূপ লক্ষণে কখন কখন লাইকোপোডিয়মও ব্যবহৃত হয়।

কখন কখন মারকিউরিয়সও এই রোগে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

কাশি শুষ্ক হইলে এবং কাশিতে কাশিতে বমনোদ্রেক ও বমন পর্য্যন্ত হইতে থাকিলে ইপিকাক প্রয়োগ করা উচিত। এন্টিমোনিয়ম টার্ট ও ইপিকাক প্রয়োগে ফল না দর্শিলে এবং কাশিতে কাশিতে বুকে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইলে কেলিকার্ব্ব উপকারী। ইহাতে শেষ রাত্রিতে প্রায়ই রোগের বৃদ্ধি হয়। আমি দুইটি রোগীকে এই ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়াছি। এই সমস্ত লক্ষণের সহিত যদি সর্দ্দি অতিশয় চট্‌চটে হয়, তাহা হইলে কেলি বাইক্রোমিকম উপকারী।

অন্যান্য ঔষধে ভালরূপ উপকার না দর্শিলে আমরা দুই এক মাত্রা সলফর ব্যবহার করিয়া থাকি। এই ঔষধ অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং ইহার উচ্চ ক্রম ব্যবহার করা ভাল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

রোগ আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে এবং পূঁযের ন্যায় সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে সেঙ্গুইনেরিয়া ও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রসবকালীন পীড়া।

(AFFECTIONS OF PREGNANCY.)

গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের সময়ে যে সমস্ত পীড়া উপস্থিত হয়, অতি সাবধানে তাহাদের চিকিৎসা করিতে হয়; কারণ উহারা আশু প্রশমিত না হইলে প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং প্রসবকালীন কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আবার সতর্কভাবে ঔষধ প্রয়োগ না করিলে সন্তানের অনিষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে।

পলসেটিলা গর্ভাবস্থার নানা প্রকার পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অসময়ে গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইলে এবং বেদনা ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া বেড়াইলে ইহাতে উপকার দর্শে। ইহাতে সময়ে সময়ে শ্বাস-

প্রশ্বাসের কষ্ট ও মূর্চ্ছার ভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসবের পর যদি ফুল পড়িতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সময়ে সময়ে যদি গর্ভাবস্থায় সন্তানের অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় পেট অতিশয় ভারযুক্ত বোধ হইলে হেমেমেলিসের ন্যায় এই ঔষধেও উপকার দর্শে। প্রসবের পর স্তনে অধিক বেদনা হইলে এবং ভালরূপ দুগ্ধ নির্গত না হইলে পলসেটিলায় উপকার হইতে দেখা যায়।

প্রসবের পর স্তন প্রদাহিত হইয়া জ্বর হইলে ব্রাইওনিয়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে স্তন ভয়ানক কঠিন হইয়া থাকে এবং হাত দিলেও ভয়ানক বেদনা বোধ হয়; শীত করিয়া জ্বর আইসে, ভয়ানক মাথাধরা থাকে, জিহ্বা ময়লায় আবৃত এবং মুখে তিক্ত আস্বাদন অনুভূত হইতে থাকে।

মানসিক উদ্বেগ অধিক হইলে, সর্ব্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মিলে, এবং অনিদ্রা ও স্বভাব অতিশয় উদ্ধত হইলে একোনাইটে উপকার দর্শে।

গর্ভাবস্থায় অতিশয় দন্তবেদনা হইলে মেগ্‌নেসিয়ম্ কার্ব্বনিকা প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। দন্তবেদনার সহিত খিটখিটে মেজাজ দৃষ্ট হইলে নক্স ভমিকায় উপকার দর্শে।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে সিপিয়া উত্তম। সিপিয়ায় উপকার না হইলে ওপিয়ম প্রয়োগ করা উচিত। এই সমস্ত ঔষধের উচ্চ ক্রম ব্যবহার করা উচিত। গর্ভাবস্থায় পা ফুলিয়া উঠিলে এবং শীরাসমূহ স্ফীত হইলে হেমিমেলিস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। এই অবস্থায় অধিক বমন হইলে নক্সভমিকা উত্তম। প্রাতঃকালে বমন অধিক হইলে এবং সর্ব্বদা বমনোদ্রেক বর্ত্তমান থাকিলে, এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। এই সকল লক্ষণে এনাকার্ডিয়মও কখন কখন ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থার প্রথম হইতে যদি বমনোদ্রেক প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নেট্রম কার্ব্বনিকম ব্যবহারে উপকার দর্শে। বমনের সহিত ভয়ানক মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্ব্বলিক এসিড ব্যবহার্য্য।

বাত।

(RHEUMATISM)

সচরাচর ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা সর্দ্দি জন্য এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের দোষ হইতে অথবা প্রমেহ পীড়া হইতেও এই রোগ হইতে পারে। যদি প্রমেহ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অতি সতর্কভাবে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে রোগ মারাত্মক হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এই রোগ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়, সমস্ত গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং সময় সময় বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে।

রসটক্স এবং ব্রাইওনিয়া, এই দুইটি ইহার প্রধান ঔষধ। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রসটক্সে রোগী বেদনায় ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশম বোধ হয়। ইহাতে মাংসপেশীতে বেদনা অধিক দৃষ্ট হয় এবং ঠাণ্ডা লাগিয়াই প্রায় রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ব্রাইওনিয়ার রোগী সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকে ; কারণ নড়িলে চড়িলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহার ক্রিয়া অস্থি প্রভৃতির উপর অধিক এবং অধিকাংশ সময়ে রোগের কারণ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে।

জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি হইলে রডোডেনড্রন একটী উত্তম ঔষধ। অধিক পরিশ্রম করিয়া অথবা কোনও রূপ আঘাত লাগিয়া রোগ হইলেও রস্‌টক্স উপকারী। এই লক্ষণে ইহা আর্ণিকার সমতুল্য।

বেদনা নড়িয়া বেড়াইলে পল্‌সেটিলা ও কালমিয়ায় উপকার দর্শে। গ্রন্থি-সমূহ প্রদাহিত হইলে লিডমে ব্রাইওনিয়ার মত কার্য্য হয়, কিন্তু ইহাতে ব্রাইওনিয়ার মত ফুলা তত অধিক লক্ষিত হয় না। খোঁচাবেঁধার মত বেদনা হইলে কেলিকার্ব্ব উপকারী। নড়িলে চড়িলে যদি বেদনা অধিক হয়, তাহা হইলে ব্রাইওনিয়া, লিডম্, নক্সভমিকা ও কলচিকম্ তাহার প্রধান ঔষধ। পায়ের তলায় অধিক বেদনা হইলে এন্‌টিমোনিয়ম ক্রুডম উপযোগী।

কষ্টিকমে রসটক্সের লক্ষণের মত অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে অস্থিরতা রাত্রিকালে অধিক হয়, ঠাণ্ডা শুষ্ক বাতাসে রোগ বৃদ্ধি পায় ; ক্রমাগত

নড়িতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহাতে কিছু উপশম বোধ হয় না। গ্রন্থিসমূহ কঠিন হইয়া থাকে, এবং টানিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ও উত্তাপ প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হইতে দেখা যায়। গ্রন্থিসমূহ কঠিন হইয়া থাকিলে কলোসিন্থেও উপকার দর্শে। কষ্টিকম্, গুয়েকম এবং লিডমে গ্রন্থিসমূহের মধ্যে গুটি গুটি এক প্রকার পদার্থ অনুভব করা যায়।

গ্রন্থি-বাতে লিডম একটী প্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে রোগ নীচের দিক হইতে ক্রমে উপরে উঠে এবং প্রায়ই ইহাতে ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি অধিক আক্রান্ত হয়। যে অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তাহা অবসন্ন বলিয়া বোধ হয়। অধিক পরিমাণে কলচিকম প্রয়োগে রোগ অধিক হইলেও লিডমে উপকার দর্শে। কল্‌চিকম্ ও কলোফাইলমে লিডমের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদনা ক্রমাগত নড়িয়া বেড়াইলে পলসেটিলা উহার প্রধান ঔষধ ; কিন্তু এই লক্ষণটী কাল্‌মিয়া, ব্রাইওনিয়া কল্‌চিকম ও সলফারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেলিবাইক্রমিকম্ ও কেলিসলফিউরিকমেও এই লক্ষণ লক্ষিত হয়। পলসেটিলার রোগীর সন্ধ্যার পর রোগের বৃদ্ধি হয় এবং শীতল বাতাস লাগিলে উপশম বোধ হয় ; তাহার ক্রমাগত নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা হয় এবং ধীরে ধীরে নড়িলে উপকার দর্শে। প্রমেহযুক্ত বাত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে মনে হয় যেন চর্ম্মের ভিতর সমস্ত পাকিয়া উঠিয়াছে। কেলিবাইক্রমিকমেও প্রমেহোৎপন্ন বাত দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে ঘরের মধ্যে থাকিলে উত্তাপে আরাম বোধ হয়। পলসেটিলায় ঠিক বিপরীত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রমেহজনিত বাতে থুজা আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্রন্থি-বাতে কালমিয়া আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতেও বেদনা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় এবং সময় সময় ভয়ানক বক্ষোবেদনা লক্ষিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবার লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। এই রোগে বেদনা উপর দিক হইতে নীচের দিকে বিস্তৃত হইতে থাকিলে কালমিয়ায় উপকার দর্শে। এই লক্ষণটী ঠিক লিডমের লক্ষণের বিপরীত। গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উহার মধ্যে গুটি গুটি হইলে কাল্‌মিয়া ও লিডিয়ম কার্ব্বনিকম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছোট ছোট গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হইলে

রডোডেনড্রনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া বাত বৃদ্ধি হইলে ডল্‌কামারায় উপকার দর্শে।

রেনেন্‌কিউলস্‌-জাতীয় আর একটী ঔষধ সিমিসিফিউগা। ইহাতে বাতের অনেক উপকার হইতে দেখা যায়। বাতের প্রথম অবস্থায় জ্বর থাকিলে একোনাইটে যথেষ্ট উপকার হয়। পলসেটিলায়ও বাতের উপকার হয়। রেনেন্‌কিউলাস বালবোসাসে বক্ষঃস্থল ও ঊর্দ্ধশাখার মাংসপেশীসমূহের বাতের বেদনায় বিশেষ উপকার হয়। শরীরে অত্যন্ত বেদনা, ঋতু পরিবর্ত্তনের পর শীতল বায়ু সেবনে পীড়ার বৃদ্ধি হয়।

সিমিসিফিউগায় বাতরোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে মাংসপেশীসমূহে ভয়ানক বেদনা বর্ত্তমান থাকে। রসটক্‌সে যেমন সমস্ত লিগামেণ্ট ও টেন্‌ডনে বেদনা অধিক হয়, ইহাতে তদ্রূপ হয় না। ইহাতে মাংসের মধ্যেই বেদনা অনুভূত হয়। হস্তপদের ছোট ছোট গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং বেড়াইবার পর ঐ ভাব অধিক হইলে একটিয়া স্পাইকাটায় বিশেষ উপকার হয়।

হাতের আঙ্গুলের গ্রন্থিসমূহ বাতগ্রস্ত হইলে কলোফাইলম প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কল্‌চিকম গ্রন্থি-বাতের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও ইহার ক্রিয়া মাংসপেশীর উপরও মন্দ নহে। ইহাতে কাল্‌মিয়া এবং পল্‌সেটিলার ন্যায় বেদনা নড়িয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে এবং নড়িলে চড়িলে বেদনা অধিক হয়। সময় সময় বেদনা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। বক্ষো-বেদনা হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে। কখন কখন যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগীর মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত জোরে চাপিয়া ধরা হইয়াছে। দুর্ব্বলতা অধিক হইলে ইহার কার্য্যকারিতা উত্তম। ছোট ছোট গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হইলে বেন্‌জয়িক এসিড তাহার আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রস্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ ইহার একটী লক্ষণ। ইহাতে এবং এমোনিয়ম ফস্ফরিকমে গ্রন্থিসমূহে ছোট ছোট গুটি গুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হইবার পর যদি হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে লিথিয়ম কার্ব্ব উহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সম্বন্ধে ইহা লিডম, কাল্‌মিয়া এবং বেনজয়িক এসিডের সমতুল্য। হাতের কব্জিতে বেদনা হইলে রুটা এবং ভাওলা ওডোরেটা ফলপ্রদ।

ঘাড়ে এবং হাতের উপরিভাগে বেদনা হইলে সেঙ্গুইনেরিয়া প্রয়োগে সময় সময় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায়ই প্রদাহযুক্ত বেদনা হইতে দেখা যায়। দক্ষিণ স্কন্ধের উপর বেদনা হইলে ও উত্তাপ প্রয়োগে উহা প্রশমিত হইলে এবং রাত্রিকালে বেদনা অধিক হইলে মেগনিসিয়ম কার্ব্ব উপকারী। ফেরম, নক্স মস্‌কেটা ও ফেরম ফস ব্যবহারে হাতের বেদনা অনেক সময়েই কমিয়া যায়।

শরীরে পারার দোষ থাকিলে এবং বেদনা হাঁটুর ও ফুলার নীচে হইলে ফাইটোলেক্কায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হাত পা অতিশয় টাটাইয়া থাকে এবং নাড়িবার ক্ষমতা থাকে না। রাত্রিকালে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে।

হাঁটুর গ্রন্থি প্রদাহিত ও স্ফীত হইলে কেলি হাইড্রিয়ডিকম্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায়ই রাত্রিকালে বেদনা অধিক হয় এবং রোগীর শরীরে উপদংশ বা পারার দোষ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

মার্কিউরিয়স সময়ে সময়ে বাত রোগে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই অতিশয় ঘর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা হইতে যদি পুত্রের রোগ জন্মে এবং অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় যদি রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

বহুকাল বাতে আক্রান্ত হইয়া যদি হস্ত পদ ও অঙ্গুলি প্রভৃতি বক্র হইয়া যায়, তাহা হইলে গুয়েকম্ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টিকমের পর ইহার ক্রিয়া অতিশয় উত্তম। ইহাতে হস্ত পদ সমস্ত টানিয়া ধরে। শরীরে পারার দোষ থাকিলে এবং রোগের সহিত প্রমেহ থাকিলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

অধিক ক্ষণ জলে কার্য্য করিয়া বাত উপস্থিত হইলে এবং রস্‌টক্সে বিশেষ উপকার না হইলে কেল্‌কেরিয়া প্রয়োগ করা উচিত। কোমরে ও কটিদেশে বেদনা হইলে কেল্‌কেরিয়া ফ্লুওরিকা উপযোগী। ইহার অনেক লক্ষণ রস্‌টকসের লক্ষণের সদৃশ। অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ও পেশীসমূহ আহত হইয়া রোগ উপস্থিত হইলে আর্ণিকা প্রযোজ্য। আহত স্থান অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় ও টাটাইয়া থাকে। মাথা জলে ভিজিয়া বেদনা উপস্থিত হইলে বেলেডনায় উপকার দর্শে। ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য

বেদনা উপস্থিত হইলে কেল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

সায়েটিকা।

SCIATICA.

কটিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত হইয়া একপ্রকার স্নায়ুশূল হয়, তাহাকেই সায়টিকা বলা যায়। কারণ ইহা সায়েটিক স্নায়ু আক্রমণ করিয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং সময়ে সময়ে রোগীকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে। হোমিওপেথিক মতে ইহার অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। সেই সকল ঔষধে বেদনা আশু প্রশমিত হয় এবং রোগ সহজে আরোগ্য হইয়া যায়।

এই রোগে কলোসিন্থ একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে বেদনা হাঁটু অথবা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা নড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। ইহাতে ডাইন পদই অধিক আক্রান্ত হয় এবং পা অতিশয় টানিয়া ধরে এবং খোঁচাবেঁধার ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকে। কোটিদেশে এবং জঙ্ঘায় সমস্ত চাপিয়া ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বেদনা তড়িদ্বেগে আইসে এবং ক্ষণকালস্থায়ী হয়, কিন্তু রাত্রিকালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে কলোসিন্থের ক্রিয়া স্নায়ুর উপরেই অধিক, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষিত হয় না। এই সম্বন্ধে ইহার ক্রিয়া অনেকটা আর্সেনিক, কেমোমিলা জেল্‌সিমিয়ম্ এবং নিকোলিয়মের সমতুল্য। সচরাচর ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিকোলিয়ম ইহার আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার লক্ষণও অনেকটা কলোসিন্থের লক্ষণের সদৃশ। কেহ কেহ বলেন, এই রোগের ইহা একমাত্র ঔষধ। ইহাতে স্নায়ুর আশ্চর্য্য বেদনা লক্ষিত হয় এবং সময় সময় অসাড়তা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

টেরিবিন্থে পদদেশের অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয় এবং সমস্ত মাংসে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকে।

আর্সেনিক ব্যবহারে এই রোগে সময় সময় আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা যায়। আর্সেনিকে প্রত্যহ রাত্রিকালে ঠিক এক সময়েই বেদনা আরম্ভ হয় এবং উহা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠে; জোরে টিপিয়া ধরিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আস্তে আস্তে টিপিলে আরাম বোধ হয়; দিনের বেলায় বা অন্যান্য সময়ে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না। ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপ লাগিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম বোধ হয়।

কেমোমিলা সায়েটিকার আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বেদনা অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে এবং রোগী অতিশয় কোপনস্বভাব হইয়া পড়ে। রস্‌টক্‌সের ক্রিয়া মাংসপেশী প্রভৃতির উপর লক্ষিত হয়। রোগ যত পুরাতন হয়, ইহার কার্য্যকারিতা তত অধিক হইয়া থাকে। ইহাতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকে এবং নড়িলে চড়িলে বেদনার লাঘব হয়। সময় সময় বেদনা বিদ্যুদ্গতিতে আইসে এবং ইহার সহিত অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হয়। জলে ভিজিয়া অথবা কোনও মাংসপেশী আহত হইয়া রোগ উপস্থিত হইলে এই ঔষধের ক্রিয়া উত্তম। আঘাতজনিত রোগ হইলে আর্ণিকা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে আইসে।

রুটা রসটক্‌সের সমতুল্য ঔষধ। ইহাতে বেদনার সময় রোগী ক্রমাগত ছট্‌ফট্ করে এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি হয়।

যদি নড়িলে চড়িলে বেদনা অধিক হয় এবং জোরে চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ হয়, তাহা হইলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাতজনিত রোগ হইলে ইহার ক্রিয়া অতিশয় উত্তম। এইরূপ অবস্থাতে লিডম ইহার আর একটি ঔষধ।

কেলি আইয়োডেটম এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি এবং নড়িলে চড়িলে আরাম বোধ ইহার লক্ষণ। উপদংশ ও পারার দোষ হইতে রোগ উৎপন্ন হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অতিশয় উত্তম। আমরা একটি কঠিনপীড়াগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছি।

কেলি বাইক্রমিকম্, ফাইটোলক্কা, কল্‌চিকম, এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকমও এই রোগে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রদ হইতে পারে।

পল্‌সেটিলাও ইহার একটী ঔষধ; কিন্তু ইহাতে বেদনা তত প্রবল হয় না, তবে সর্ব্বদাই যেন ভার বোধ হয়; ইহার সহিত প্রায়ই জরায়ুর পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ইহার ক্রিয়া বেলেডনা, সিপিয়া, ফেরম, সল্‌ফর, গ্রেফাইটিস ও মার্কিউরিয়সের সদৃশ। লাইকোপোডিয়ম, বেলেডনা ও একোনাইটও সময় সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া রোগ উৎপন্ন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা উপযোগী।

প্লম্বমে বিদ্যুতবৎ বেদনা হইতে দেখা যায় এবং ইহার সহিত মাংসপেশীর ক্ষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কফিয়া, ফস্ফরস, সাইলিসিয়া, নেট্রম মিউরিয়েটিকম, মেগ্‌নিসিয়া ফস এবং কেলি ফস্ফরিকমও সময় সময় ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ।

(DISEASES OF THE SKIN.)

চর্ম্মরোগ নানাপ্রকার। মনুষ্যমাত্রেই কোনও না কোন সময় কোন প্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। শ্লেষ্মা বশতঃ, এবং শরীরে পারার দোষ, রক্তাল্পতা, রক্তাধিক্য, অত্যধিক গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা কারণ হইতে চর্ম্মরোগ জন্মিয়া থাকে। মহাত্মা হানিমানের মতে সোরিক (Psoric Constitution) ধাতুর লোকের চর্ম্মরোগ অধিক হইয়া থাকে। ইংরাজি পুস্তকে চর্ম্মরোগ অনেক ভাগে বিভক্ত এবং ইহার নানাপ্রকার নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে; যথা,—একজিমা, সোরায়েসিস্, ইম্পেটিগো, প্রুরাইগো, ইত্যাদি।

গ্রাফাইটিস্ সকল প্রকার চর্ম্মরোগের একটী অমোঘ ঔষধ। ইহাতে মাথায়, মুখে, গ্রন্থিসমূহে, আঙ্গুলের মধ্যে মধ্যে এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ক্ষত লক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই ক্ষতের মধ্য হইতে চট্‌চটে পূঁয্ নির্গত হয়। ইহার সহিত ভয়ানক চুলকানিও বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন চুল পর্য্যন্তও উঠিয়া যায়।

শরীরে চর্ম্মরোগ হইয়া যদি চর্ম্ম শুখাইয়া উঠিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম্ ব্যবহৃত হইতে পারে। ছোট ছোট শিশুদিগের মস্তকের উপর চুলকানি হইয়া যদি মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে কেল্‌কেরিয়া ফলপ্রদ। সাদা সাদা মামড়ি পড়ে এবং প্রাতঃকালে উঠিয়াই শিশু মাথা চুলকাইতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে এবং চর্ম্ম মোটা হইয়া গেলে আর্সেনিক প্রযোজ্য। ইহাতে গুটি গুটি নানাপ্রকার ফুস্কুড়ি বর্ত্তমান থাকে এবং উহার সহিত প্রায়ই অতিশয় জ্বালা ও চুলকানি দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত চর্ম্মরোগ হইতে যদি ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ক্ষতকারী জ্বালাজনক পূঁয নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে আর্সেনিকের ক্রিয়া উত্তম। হাতের উপর চুলকানি হইলে বোভিষ্টা উপযোগী। দাদ হইলে সিপিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে রোগ আরোগ্য হইতে কিছু বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ি হইয়া থাকে।

ছোট ছোট ফোস্কা হইলে এবং উহার সহিত আক্রান্ত স্থান অধিক স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে রসটক্সের ক্রিয়া উত্তম।

চর্ম্ম অধিক টাটাইয়া থাকিলে এবং ধৌত করিলে যদি রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সল্‌ফরের কার্য্যকারিতা উত্তম। ইহাতে চর্ম্ম শুষ্ক এবং খস্‌খসে হইয়া থাকে। বগল প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে চর্ম্ম কুঁচকাইয়া থাকে, ঐ সকল স্থান টাটাইয়া থাকে। কখন কখন ছোট ছোট পূঁযযুক্ত ফুস্কুড়ি হইতেও দেখা যায়। মস্তকের উপরে ভয়ানক উত্তাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতা ও চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ সকল প্রকার চর্ম্মরোগেই সল্‌ফর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হাঁটু অতিশয় চুলকাইলে এবং তথাকার চর্ম্ম উঠিয়া গেলে সিলিনিয়ম উত্তম। চর্ম্মরোগের সহিত যদি ক্রমাগত চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলেও সিলিনিয়ম প্রয়োগে উপকার দর্শে।

চর্ম্ম কঠিন হইয়া কড়া পড়িয়া গেলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম উত্তম। ছোট ছোট শিশুদিগের মাথায় ক্ষত হইলে এবং উহা হইতে মধুর মত পূঁয নির্গত হইলে এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম উপকারী।

বসন্ত হইলে যে সমস্ত গুটি নির্গত হয়, উহাতে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম উপযোগী। কোষের উপর চুলকানি হইলেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

টিকা দেওয়ার পর যদি আঁচিল এবং চুলকানি বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে থুজা বিশেষ উপকারী। গ্রন্থিসমূহের নিকট যদি চুলকানি অথবা জরঠুঁটা হয়, তাহা হইলে নেট্রম মিউরিয়েটিকম বিশেষ উপযোগী। দদ্রু প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে নেট্রেম মিউরিয়েটিকমের ক্রিয়া অতিশয় উত্তম। জ্বরের পর অথবা জ্বরের সঙ্গে যদি চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

চর্ম্মরোগ অতিশয় ক্ষতজনক, এবং গ্রন্থিসমূহের নিকটে হইলে ক্রিয়োজোট ব্যবহৃত হয়। চর্ম্ম অতিশয় শুষ্ক হইলে এবং উঠিয়া যাইতে থাকিলে হাইড্রোকোটাইল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোরায়েসিস প্রভৃতি রোগে থাইরয়েডিন ও বোরাক্স উৎকৃষ্ট ঔষধ। চর্ম্মরোগ হইয়া যদি মোটা মোটা মামড়ি পড়ে, তাহা হইলে পিট্রোলিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে যদি ক্ষত হয়, তাহা হইলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ হইতে পারে।

ছোট ছোট শিশুদিগের মাথায় সচরাচর যে ক্ষত হইতে দেখা যায়, উহাতে মিজিরিয়ম্ উপকারী। মাথা ভয়ানক চুলকায় এবং রস নির্গত হইয়া সমস্ত মাথায় মামড়ি পড়ে; কোমর প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার ফোস্কার মত হইতে দেখা যায় (Hüpes Loster)। উহাতে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। উহার পক্ষেও মিজিরিয়ম উত্তম। এই রোগে রেনানকিউলস্ আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফোস্কাযুক্ত যে সমস্ত চর্ম্মরোগ হয়, তাহাতে রসটক্স উপযোগী। উহার সহিত বাতজনিত বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক। ইহাতে রাত্রিকালে এবং বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা লাগিলেও যাতনা অধিক হয়। জ্বালা অধিক হইলে এবং অতিশয় ফুলা থাকিলে এপিস প্রযোজ্য।

বড় বড় ফোস্কা হইয়া অতিশয় জ্বালা করিতে থাকিলে কেন্থারিসে ফল দর্শে। আগুনে পুড়িয়া গেলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যথা-সময়ে ব্যবহৃত হইলে ইহাতে অনেক সময় ফোস্কা পর্য্যন্ত নিবারিত হয়। ছোট ছোট ফোস্কার সহিত যদি অত্যধিক চুলকানি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্রোটন টিগ্লিয়ম দেওয়া কর্ত্তব্য। ছোট ছোট ফোস্কা হইয়া যদি উহার মধ্যভাগ বসিয়া যায়, তাহা হইলে এনাকার্ডিয়ম ফলপ্রদ। এই ফোস্কাগুলি

ভয়ানক চুলকায় ও পরে অতিশয় জ্বালা করিতে থাকে। যদি কোনওরূপ চর্ম্মরোগ না থাকে, অথচ গাত্র ভয়ানক চুলকায়, তাহা হইলে ডলিকস্ উত্তম। বহুমূত্র রোগেও ইহা ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ হইয়া যদি অতিশয় দুর্গন্ধ পূঁয নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে সোরাইনম উপকারী। আমরা এই ঔষধ অনেক ব্যবহার করিয়াছি এবং ইহাতে বিশেষ উপকারও হইতে দেখিয়াছি।

পেটের পীড়ার সহিত যদি চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ওলিয়েণ্ডার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোনও প্রকার ঘর্ষণ লাগিলে চর্ম্ম ফাটিয়া যায় এবং লাল হইয়া ক্ষত উপস্থিত হয়, এবং সেই সঙ্গে চুলকানিও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

ছোট ছোট শিশুদিগের মাথায় চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার হিউজের মতে, ভাওলা ট্রাইকলর তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অতিশয় পূঁয নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে প্রস্রাবও দুর্গন্ধযুক্ত হইতে দেখা যায়।

চর্ম্মরোগ হইয়া যদি উহা ক্রমে আঁচিলের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া প্রযোজ্য। ছোট ছোট শিশুদিগের পারার দোষ হইতে যে সমস্ত ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাতে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া বিশেষ উপকারী।

পারার দোষ হইতে যে সমস্ত ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাদের আকার অনিয়মিত প্রকারের হইলে, এবং সেই সমস্ত ক্ষতে অধিক মাংস হইলে এবং সহজেই রক্তপাত হইতে থাকিলে নাইট্রিক এসিড উপকারী। ঐ সকল ক্ষতে প্রায়ই খোঁচাবেঁধার ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকে। পেটের অথবা জরায়ুর পীড়া হইতে চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইলে এবং উহার সহিত উদরাময়, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবহারে উপকার দর্শে। গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে এবং ঋতু অল্প এবং অনিয়মিত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। ঋতু বন্ধ হইয়া গাত্রে চুলকানি হইলেও ইহা উপকারপ্রদ। ইহার সহিত রজঃস্রাব অত্যধিক হইলে বেলেডনা উপকারী।

পেটের পীড়া হইতে আমবাত হইলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম প্রযোজ্য। ঠাণ্ডা হইতে গরম পড়িলে অথবা গরম হইতে ঠাণ্ডা পড়িলে যদি ভয়ানক গাত্র-

চুলকানি হয়, তাহা হইলে আর্টিকা ইউরেন্স উপযোগী। চুলকাইতে চুলকাইতে যদি আঙ্গুল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

আমবাত বসিয়া গিয়া যদি সর্দ্দি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ডল্‌কামারা উপকারী। চর্ম্মরোগ ঠাণ্ডা লাগিলে এবং শীতের প্রারম্ভে অধিক হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। বাত অথবা জ্বরের সহিত আমবাত নির্গত হইলে রস্‌টক্‌স বিশেষ উপযোগী।

আমবাতের সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে বোভিষ্টা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমবাত বহুদিনের হইলে এবং দুগ্ধ পানে বৃদ্ধি পাইলে কেল্‌কেরিয়া অষ্ট্রিয়ারম উত্তম।

আমবাত প্রভৃতি চর্ম্মরোগের সহিত যদি অতিশয় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেলি ব্রোমেটম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সর্দ্দি অথবা জ্বরের সহিত আমবাত নির্গত হইলে এপিস উপকারী। ইহাতে অতিশয় চুলকানি বর্ত্তমান থাকে এবং সময় সময় জ্বালা অনুভূত হয়।

সমস্ত গাত্র চুলকানিতে পরিপূর্ণ হইলে সল্‌ফর উপকারী।

মুখে মেচেতা পড়িলে সিপিয়া ব্যবহার করা যায়। মুখে এবং গাত্রে হরিদ্রা-বর্ণের দাগ অথবা দদ্রু প্রভৃতি হইলে সিপিয়া উত্তম।

ছোট ছোট শিশুদিগের দদ্রু হইলে টেলুরিয়ম ফলপ্রদ। হস্তের পৃষ্ঠদেশে চুলকানি হইলে বেরাইটা কার্ব্ব উত্তম। ক্ষত ঘায়ের আকার ধারণ করিলে এবং উহা হইতে পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে হিপার সল্‌ফর উপকারী। পারার দোষ থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। গ্রেফাইটিসে হিপারের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে বেদনা থাকে না।

আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি রোগ এবং পূঁয অধিক হইলে সাইলিসিয়া উত্তম।

ফ্লুরিক এসিড ও কেলিমিউরিয়েটিকমও এই সমস্ত রোগে কখন কখন ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

অনিদ্রা।

(INSOMNIA OR SLEEPLESSNESS.)

নানা কারণে অনিদ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। দুশ্চিন্তা, পরিপাকশক্তির হ্রাস, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা অথবা উত্তাপ, স্নায়বিক উত্তেজনা অথবা দুর্ব্বলতা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ কারণ। এই রোগ বহুদিন স্থায়ী হইলে অনেক সময় বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ অনিদ্রা হইলে শিশুদিগের পক্ষে, এবং ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিলে বেলেডনার কার্য্যকারিতা উত্তম।

অতিশয় অস্থিরতা ও মৃত্যুভয় লক্ষিত হইলে একোনাইট উপযোগী।

ভয় পাইয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কুপ্রম, ষ্ট্রেমোনিয়ম, ও জিঙ্কম উত্তম।

দিনের বেলায় নিদ্রা হইয়া রাত্রিকালে অনিদ্রা উপস্থিত হইলে লাইকোপোডিয়মে উপকার দর্শে।

সন্ধ্যার সময় নিদ্রা হয়, জাগিয়া উঠিলে আর নিদ্রা হয় না, নানারূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইতে থাকে এবং প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়। ইহাতে পরিপাক ভালরূপ হয় না, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হয়। যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে নক্সভমিকা বিশেষ উপকারী।

অতিরিক্ত কুইনাইন, চা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া অনিদ্রা উপস্থিত হইলে পল্‌সেটিলা উত্তম।

যদি একবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া আর সহজে ঘুম না হয়, তাহা হইলে কেল্‌কেরিকা অষ্ট্রীয়ারম ফলপ্রদ।

ছোট্ট ছোট শিশুদিগের অনিদ্রায় কেল্‌কেরিয়া ব্রোমেটা আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে অনিদ্রা উপস্থিত হইলে এবং মনের মধ্যে নানারূপ ভাবের উদয় হইলে হাইওসায়েমস দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেও হাইওসায়েমসে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

যেখানে অত্যধিক মানসিক এবং শারীরিক উদ্বেগ বশতঃ অনিদ্রা উপস্থিত হয় এবং মনের মধ্যে নানারূপ ভাবের উদয় হয়, তথায় কফিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার উচ্চ ক্রম ব্যবহার করাই বিধেয়। কোনও প্রকার আহ্লাদের সংবাদ পাইয়া যদি অনিদ্রা হয়, তাহা হইলেও কফিয়া ফলপ্রদ।

স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা হইলে প্লাটিনা সেবনে বিশেষ ফল দর্শে।

কোনও প্রকার বেদনা বশতঃ শিশুদিগের অনিদ্রা হইলে কেমমিলায় উপকার দর্শে। ঘুমের মধ্যে গোঁ গোঁ করা এবং কষ্ট অনুভব করা। মন্দ সংবাদ অথবা অমঙ্গল ঘটনার পর এইরূপ হইলে ইগ্‌নেসিয়া ব্যবহার্য্য।

নিদ্রালু অথচ নিদ্রা যাইতে অক্ষম, এইরূপ অবস্থা হইলে ওপিয়ম উপকারী। দূরে যে সমস্ত শব্দ হইতেছে, তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা হেতু এইরূপ অবস্থা হইলে জেল্‌সেমিয়ম ব্যবহৃত হয়।

দিনের বেলায় যে সমস্ত ঘটনা হয়, সেই সমস্ত ঘটনা নিদ্রাবস্থায় মনে হইলে ব্রাইওনিয়া প্রযোজ্য। এইরূপ অবস্থাতে কখন কখন এম্বাগ্রিসিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শরীরে রক্তাল্পতা ও দুর্ব্বলতা হেতু অনিদ্রা হইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্রদাহ ও অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিক ব্যবহার করা বিধেয়।

এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণে অনিদ্রা হইলে কেনেবিস সেটাইভা প্রয়োগে নিশ্চয়ই সুনিদ্রা হয়।

পেসিফ্লোরা ইনকারনেটা, কেম্ফোরা মনোব্রোমেটা, কোকা, এবং এভিনা সেটাইভাও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বসন্ত।

(SMALL POX.)

প্রকৃত বসন্ত অতি কঠিন রোগ। ইহা একবার হইলে চিরকালের জন্য ইহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। রোগের যন্ত্রণাও অতি ভয়ঙ্কর। অনেক রোগী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রথমে

জ্বর হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। ৪।৫ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে গুটি নির্গত হইতে দেখা যায়। ঐ গুটি প্রথমে জলপূর্ণ দৃষ্ট হয় এবং উহা ক্রমশঃ পাকিয়া পূঁযে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। উহার মধ্যস্থান বসিয়া কালবর্ণ হইয়া যায়। অনেকে বলেন, টীকা দিলে বসন্তের বিষ নষ্ট হয়। ভারতবর্ষে এই রোগ অধিক হয় বলিয়া যাহাতে জনসাধারণের টীকা দিবার সুবিধা হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই রোগ আরোগ্য হইবার পরও কখন কখন শরীরের নানা স্থানে ক্ষত থাকিয়া যায় এবং ঐ ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না। ইহা মুখের মধ্যে, চক্ষুর মধ্যে, সকল স্থানেই হইতে পারে। অনেক সময়ে রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু চক্ষুটী চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার চিকিৎসা অতি সুন্দর। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় বসন্তের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমরা অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

একোনাইট, জেল্‌সেমিয়ম ও বেলেডনা রোগের প্রথমেই ব্যবহৃত হয়। জ্বর অধিক হইয়া অস্থিরতা ও জলপিপাসা অধিক হইলে একোনাইট বিশেষ উপকারী। মাথাধরা, মুখ লালবর্ণ ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে বেলেডনা ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভূত হইলে এবং আচ্ছন্ন ভাব বর্ত্তমান থাকিলে জেল্‌সেমিয়ম প্রয়োগ করা উচিত।

যদি জ্বর অতিশয় প্রবল ও মাথা গরম হয় এবং হস্ত পদ শীতল ও নীলবর্ণ হয়, তাহা হইলে ভেরেট্রম ভাইরিডি উপকারী।

বমন, বমনোদ্রেক, গাত্রদাহ, মাথাধরা, কাশি ও প্রবল জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়। অধিক পৃষ্ঠবেদনা ও বাতের মত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সিমিসিফিউগা প্রয়োগ করা উচিত। এই সমস্ত লক্ষণে রসটক্সও ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে গুটিগুলি ছোট ছোট ও কাল হয় এবং উহার সহিত প্রায়ই উদরাময় লক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে রক্তযুক্ত মলও নির্গত হইয়া থাকে।

ফুলা এবং চুলকানী অধিক হইলে এপিস উপকারী। বসন্ত রোগে যে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা ইহা ব্যবহার করিয়াছি এবং ফলও পাইয়াছি। হিউজ প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকেরা বলিয়াছেন যে, এণ্টিমোনিয়ম্ ইহার একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। রোগের সকল অবস্থাতেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ আর আক্রমণ করিতে পারে না। গুটি ভালরূপ বাহির না হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

থুজা এবং সল্ফর ব্যবহারে সময় সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমরা এক সময়ে ভেরিওলাইনম্ ব্যবহার করিয়া কয়েকটী রোগীকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহার ৩০শ ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুটি সমস্ত ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এবং উহার সহিত যদি ভয়ানক অস্থিরতা, গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর্সেনিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সময়ে সময়ে পেটের পীড়াও লক্ষিত হইয়া থাকে।

বিকারের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে লেকেসিস্, ক্রোটেলস্, ব্যাপ্টিসিয়া প্রভৃতি ঔষধ আমাদের মনে আইসে। অধিক রক্তপাত হইলে হেমিমেলিস উপকারী।

গলায় বেদনা।

(SORE THROAT.)

গলায় বেদনা প্রায় সকল লোকের হইয়া থাকে। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র রোগ না বলিয়া রোগের লক্ষণ বলিলেই হয়। ইহাতে সময় সময় বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে। আহার করিতে, এবং শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে, সকল সময়েই কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে।

গলার বেদনায় বেলেডনা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলার মধ্যে শুষ্ক ভাব, টন্‌সিল প্রদাহিত হওয়া, গলার মধ্যে চক্ চক্ করা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহা প্রায়ই দক্ষিণ দিক আক্রমণ করিয়া থাকে।

গলা একেবারে শুখাইয়া গেলে সিস্টস্ কেনেডেন্‌সিস্ তাহার ঔষধ।

ইহাতে রোগীর মনে হয় যেন গলার মধ্যে বালি রহিয়াছে এবং ক্রমাগত তাহার জলপান করিবার ইচ্ছা হয়।

গলার মধ্যে শুষ্কভাব, ক্রমাগত গলাধঃকরণ করিবার ইচ্ছা, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, গলার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগের বৃদ্ধি হইলে মারকিউরিয়সে বিশেষ উপকার হয়। ইহার সহিত প্রায়ই মুখে ভয়ানক দুর্গন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ঔষধে উপকার না হইলে আওডেটসে অনেক সময় ফল দর্শে।

গলার মধ্যস্থল গাঢ় লালবর্ণ হইলে এবং টন্‌সিল প্রভৃতি প্রদাহিত হইলে ও গলার মধ্যে ভয়ানক টাটানি থাকিলে ফাইটোলাক্কা উপকারী। গলার মধ্যে একটি গোলার মত কি যেন রহিয়াছে বোধ হয় এবং ক্রমাগত গলা পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

পুরাতন গলনলীপ্রদাহে গ্রাফাইটিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বদাই গলার মধ্যে একটি গোলার মত পদার্থ রহিয়াছে বোধ ইহার লক্ষণ।

গলার মধ্যে পচনের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগ করা যায়।

পেটের পীড়ার সহিত গলনলী প্রদাহিত হইলে এবং গলার মধ্যে ময়লা সাদা সাদা দাগ লক্ষিত হইলে কেলি মিউরিয়েটিকম্ ফলপ্রদ।

গলা প্রদাহিত হইয়া গলমধ্য হইতে চট্‌চটে সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে কেলি বাইক্রমিকম্ উপকারী। এই প্রকার লক্ষণে কখন কখন এমোনিয়ম্ মিউরিয়েটিকম্‌ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে সর্দ্দি কিছুতেই নির্গত হয় না এবং গলা টাটাইয়া থাকে।

গলার মধ্যে এবং নাসিকার পশ্চাদ্‌ভাগে যদি ছোট ছোট গুটি নির্গত হয়, তাহা হইলে কেল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকা বিশেষ ফলপ্রদ। গলা প্রদাহিত হইয়া তন্মধ্যে জ্বালা অনুভূত হইলে গুয়েকম্ উপকারী।

বাম দিকে বেদনা অধিক, গলা গাঢ় লালবর্ণ, এবং গিলিবার সময় বেদনা বোধ হইলে ও গলার মধ্যে একটি গোলার ন্যায় পদার্থ রহিয়াছে বোধ হইলে লেকেসিস্ উপকারী।

ফুলা অধিক হইলে এবং জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে এপিস্ প্রযোজ্য।

গলার মধ্যে ছুঁচবিঁধার মত বেদনা এবং প্রদাহ হইয়া পাকিয়া উঠিবার লক্ষণ লক্ষিত হইলে হিপার সলফার বিশেষ উপকারী। গলার মধ্যে ক্ষত হইয়া ছুঁচবিঁধার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইলে নাইট্রিক এসিড উপযোগী।

গলায় বেদনা হইয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেলে, কথা কহিতে কষ্ট বোধ হইলে এবং চট্‌চটে সর্দ্দি নির্গত হইলে আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্ প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আল্‌জিব বড় হইলে, গলার মধ্যে একটা চুল রহিয়াছে এইরূপ বোধ হইলে এবং অতিরিক্ত ধূমপান করিয়া গলায় বেদনা হইলে নেট্রম মিউরিয়েটিকম্ উত্তম।

মূর্চ্ছা রোগের সহিত গলার মধ্যে ভার বোধ থাকিলে ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

যদি ক্রমাগত গলা পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা হয় ও সেই সঙ্গে গলায় মাছের কাঁটা রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, তবে কেলি কার্ব্বনিকম্ তাহার একমাত্র ঔষধ।

অতিরিক্ত কথা কহিয়া, ধূমপান বা মদ্যপান করিয়া অথবা অন্য প্রকার নানারূপ অনিয়ম হইতে যে সমস্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাতে নক্সভমিকা বিশেষ ফলপ্রদ। ফেরম্ ফস্ফরিকম্, জেল্‌সেমিয়ম্ ও এলুমিনাও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বপ্নদোষ বা স্পার্মেটোরিয়া।

(SPERMATORRHŒA.)

এই রোগে অধিক দিন শুক্রক্ষয় হইয়া যদি শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্রমাগত প্রস্রাবের সহিত খড়ি-গোলার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়, চলিতে পা কাঁপিতে থাকে, স্মরণশক্তির হ্রাস হয় এবং মেরুদণ্ডের জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ফস্ফরিক এসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পীড়ার সহিত প্রায়ই মানসিক অবসন্নতা ও ভয়ানক নৈরাশ্যভাব বর্ত্তমান থাকে।

অতিরিক্ত উত্তেজনার পর লিঙ্গের শিথিলতা উপস্থিত হইলে এবং মল-ত্যাগের সময় বেগ দিলে বীর্য্যস্খলন হইতে থাকিলে ফস্ফরস উপকারী।

ভয়ানক উত্তেজনা এবং মুহুর্মুহু বীর্য্যস্খলন হইলে পিক্রিক্ এসিড উপযোগী। ইহার উচ্চ ক্রম ব্যবহার করা উচিত। নিম্ন ক্রম ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অথবা অল্প উত্তেজনায় যদি সহজেই বীর্য্যস্খলন হয়, তাহা হইলে জেলসেমিয়মে উপকার হয়। হস্তমৈথুন হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত রোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার বেয়ার বলিয়াছেন ডিজিটেলিস্ ৩য় ক্রম ব্যবহার করিলে শুক্র-তারল্য সহজেই নিবারিত হয়।

রমণেচ্ছা প্রবল হইলে এবং পরে অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ ও অধিক ঘর্ম্ম হইলে কেল্‌কেরিয়া উত্তম। যাহাদের অল্প বয়সে অধিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

হস্তমৈথুন হইতে যদি অতিশয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং জননেন্দ্রিয় অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেলাডিয়ম্ উপকারী। যখন কিছুতেই আর উত্তেজনা হয় না এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অতিশয় হস্তমৈথুন করিয়া যদি শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও শুকাইয়া যাইতে থাকে এবং চক্ষু কোটরে প্রবেশ করে ও উহার সহিত খিটখিটে ভাব ও মানসিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া ফলপ্রদ।

যাহারা নানারূপ অত্যাচারে যৌবন অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধবয়সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে অথচ যাহাদের মনের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহাদের পক্ষে এগ্‌নস্ কেক্‌টস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদের সময়ে সময়ে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী অঙ্গ সকল একেবারে অবশ হইয়া যায়। মেহ হইতে অনেক সময় এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই প্রকার লক্ষণে অনেক সময়ে নুফার লুটিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহাতে উত্তেজনা একেবারে থাকে না।

ইন্দ্রিয়চালনা হেতু দুর্ব্বলতা, পৃষ্ঠবেদনা, মাথাধরা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে নক্সভমিকা উপকারী।

অন্যান্য ঔষধে ভালরূপ উপকার না হইলে মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা সল্‌ফর দেওয়া উচিত। আমরা সচরাচর ইহার ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি।

মানসিক অবসন্নতা অত্যধিক হইলে কোনায়ম ফলপ্রদ। ইহার সহিত যদি জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অধিক দৃষ্ট হয়, তবে জিন্‌কম্ উপকারী।

উপদংশ রোগ হইতে এই অবস্থা উপস্থিত হইলে এবং মানসিক অবসন্নতা অত্যন্ত অধিক হইলে অরম প্রয়োগে উপকার দর্শে। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী এতদূর কষ্ট পায় যে, সে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগের রমণেচ্ছা প্রবল থাকিলেও যদি উত্তেজনা ভালরূপ না হয় এবং সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে কষ্টিকম্ বিশেষ ফলপ্রদ। আমি সম্প্রতি একটি রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছি।

সম্পূর্ণরূপ শিথিলতা উপস্থিত হইলে লাইকোপোডিয়ম্ বিশেষ উপকারী। আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার নেস্ বলিয়াছেন যে, যাহারা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া নানারূপ মনঃকষ্টে কালক্ষেপ করেন, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অনিচ্ছায় বীর্য্যস্খলন এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় সহসা ফোঁটা ফোঁটা ধাতু নির্গত হইতে থাকে। ইহার সহিত অতিশয় মানসিক অবসন্নতা দৃষ্ট হয়, এবং রোগীর মনে হয় যেন সে সকল কার্য্যেই অপারক। আমরা এই ঔষধ অনেক ব্যবহার করিয়াছি এবং কলেজের ছাত্র-দিগের এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ দিয়া বিশেষ ফলও পাইয়াছি।

প্লীহার পীড়া।

(DISEASES OF THE SPLEEN.)

আমাদের দেশে জ্বর হইয়া প্রায়ই প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেলেরিয়া জ্বরের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ বলিলেই হয়। জ্বর বন্ধ হইলেই প্লীহা পুনরায়

কমিয়া যায়, কিন্তু বহুদিন জ্বরে ভুগিলে প্লীহা এত বাড়িয়া উঠে যে, পরে আর কমিতে চাহে না। এতদ্ব্যতিরেকে প্লীহার প্রদাহ, প্লীহার বেদনা, প্লীহার ক্ষয় প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়।

প্লীহার বেদনায় সিয়ানোথস একটি প্রধান ঔষধ। ডাক্তার বরনেট বলিতেন, প্লীহার প্রধান ঔষধ সিয়ানোথস। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগেও ফল হইয়া থাকে। এই ঔষধের নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত। প্লীহা বৃদ্ধি, প্লীহাতে ভয়ানক বেদনা ও কন্ কন্ করা এবং প্লীহা টাটাইয়া থাকা ইহার বিশেষ লক্ষণ। প্লীহার মধ্যে খোঁচাবিঁধার মত বেদনা হইলে সিয়ানোথস্, বারবেরিস্ ও সল্‌ফর উত্তম।

যদি দক্ষিণ দিকে শয়ন করিলে বাম দিকের পেটের বেদনার লাঘব হয়, তাহা হইলে সিল্লা তাহার ঔষধ।

জরায়ুর পীড়ার সহিত যদি বাম দিকে প্লীহার স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে সিমিসিফিউগা উপকারী। বোনিংহসেন ও ডনহাম বলিতেন প্লীহার বেদনায় রেনান্‌কিউলস্ একটি উত্তম ঔষধ।

জ্বর হইয়া প্লীহার রক্তাধিক্য হইলে এবং প্লীহা বেদনাযুক্ত ও বর্দ্ধিত হইলে চায়না উপকারী। এরানিয়া ডায়াডেমা এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বক্ষোবেদনার সহিত বাম দিকের বেদনা যদি প্লীহা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে গ্রিন্‌ডেলিয়ায় উপকার দর্শে। জার বলেন, প্লীহার বেদনায় কেপ্‌সিকম একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঘাতজনিত বেদনা হইলে আর্ণিকা উত্তম। কখন কখন বিকারজ্বরের সহিত যদি প্লীহার বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্লীহা স্ফীত হইলে বেলিস পেরিনিস উপকারী। কখন কখন ফেরম্ মেটালিকম্ ব্যবহারে প্লীহায় উপকার হইয়া থাকে। পুরাতন জ্বরের সহিত যদি প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, তবে নেট্রম মিউরিয়াটিকম ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আমরা এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

সর্দ্দিগর্ম্মি।

(SUNSTROKE.)

অধিক পরিশ্রম করিলে শরীর গরম হইয়া উঠে এবং হঠাৎ মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই অবস্থা উপস্থিত হয়। রৌদ্রে বেড়াইলে এবং গ্রীষ্ম-কালেই প্রায় এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। রোগী চলৎশক্তিরহিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে রোগ আক্রমণের কিয়ৎক্ষণ পরেই মৃত্যু হয়। আর যদিও রোগী আরোগ্য লাভ করে, তথাপি তাহার সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।

মুখমণ্ডল বিবর্ণ, চক্ষু স্থির, জিহ্বা সাদা, নাড়ীর গতি চঞ্চল এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর লক্ষিত হইলে গ্লনয়েন উপকারী। রৌদ্র লাগিয়া মাথা ধরিলেও গ্লনয়নে উপকার দর্শে।

অতিশয় অস্থিরতা এবং প্রবল জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট দেওয়া কর্ত্তব্য।

রৌদ্রের উত্তাপে অবসন্ন ভাব উপস্থিত হইলে লেকেসিস্ উপকারী।

মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করা, মস্তিষ্কে ভয়ানক রক্তাধিক্য, প্রভৃতি লক্ষণে, এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও ম্লান হইলে বেলেডনা উপকারী।

সূর্য্যের উত্তাপে মাথা ধরিলে এবং গ্রীষ্মকালে অধিক কষ্ট হইলে নেট্রম্ কার্ব্বে উপকার দর্শে।

উপদংশ।

(SYPHILIS.)

উপদংশ যে কি প্রকার রোগ তাহা আর আজকাল লিখিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। ইহা অতি ভয়ঙ্কর পীড়া। ইহার বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয় এবং ইহার বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার রোগ উপস্থিত করে।

সংসর্গদোষে এই রোগ উপস্থিত হয়। প্রথমে জননেন্দ্রিয়ের উপর ক্ষত

উৎপন্ন হয়, ক্রমে ঐ ক্ষত বিস্তৃত হয়, এবং পরিশেষে কুঁচকী ফুলিয়া বাগী হয় ও সময়ে সময়ে বাগী পাকিয়া উঠে। পারদ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিলে অনেক সময় ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায় বটে, কিন্তু উহার বিষ শরীরমধ্যে থাকিয়া যায়, এবং ক্রমে যত বয়স অধিক হইতে থাকে ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া আইসে, তত ঐ বিষ নানা রূপ ধারণ করিয়া শরীর হইতে বাহির হইতে থাকে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত রোগ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহাদের মূল কারণ তিনটি ; তন্মধ্যে সিফিলিস বা উপদংশ একটি, অর্থাৎ যে সমস্ত রোগ সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের ৩ ভাগের ১ ভাগ উপদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বহুকাল হইতে পারদ উপদংশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রচলিত আছে। হোমিওপ্যাথিক মতেও, আমাদের বোধ হয়, পারদ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কারণ পারদ ব্যবহারে উপদংশক্ষতের ন্যায় ক্ষতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে ইহার পরিমাণ এবং ব্যবহারের দোষেই অনিষ্ট সংঘটিত হয়। অধুনা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা পারার পরিবর্ত্তে ঐ প্রকার কোনও দ্রব্য ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টাও অন্যান্য চেষ্টার ন্যায় সফল হইবে না। জননেন্দ্রিয়ের উপর ক্ষত হইয়া জ্বর হইলে এবং বাগী ফুলিয়া উঠিলে মার্কিউরিয়স সলিউবিলিস উপকারী। রোগের যন্ত্রণা রাত্রিকালে অধিক হয় এবং সময় সময় ইহার সহিত গলার মধ্যে ক্ষত হইতে দেখা যায়। এই রোগের ক্ষতসমূহ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয নির্গত হয়। অনেক সময় সামান্য আঘাত লাগিলেই রক্তপাত হইতে থাকে। আমরা সচরাচর এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সম্প্রতি আমি একটী রোগীতে ইহার ২০০ ক্রম প্রয়োগ করিয়া অতি শীঘ্র উপকার হইতে দেখিয়াছি। অনেক সময় মার্কিউরিয়স সল ব্যবহারে ফল না হইলে মার্কিউরিয়স আইওডেটস ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। ডাক্তার ডিউই বলেন, ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত এবং অধিকস্থানব্যাপী হইলে মারর্কিউরিয়স কর উপকারী।

পুরাতন পীড়ায় সিনাবারিস উপকারী। এই বিষ হইতে যদি মুখের মধ্যে এবং গলায় ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মার্কিউরিয়স ডলসিস্ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে।

উপদংশ রোগের পুরাতন লক্ষণসমূহে কেলি আইওডাইড বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ইহার তরুণ অবস্থাতে এই ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল দর্শে না। আমরা এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পুরাতন নাসিকার ক্ষত, অস্থিবেদনা, গাত্রে শ্বেত ধবল প্রভৃতি আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। নাসিকা এবং অন্যান্য অস্থি-সমূহে বেদনা, পুরাতন ক্ষত, সমস্ত গাত্রে ছোট ছোট স্ফোটক, সাদা সাদা দাগ এবং নানা প্রকার স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ এই ঔষধ ব্যবহারে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মুখে এবং গলার মধ্যে ক্ষত হইয়া যদি চট্‌চটে পুঁষ নির্গত হয়, তাহা হইলে কেলি বাইক্রমিকম্ উত্তম। উপদংশরোগাক্রান্ত হইবার পর অধিক পরিমাণে পারা ব্যবহার করিলে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তৎসমস্ত নিবারণ করিবার পক্ষে হিপার সল্‌ফার বিশেষ উপযোগী। আমরা এই ঔষধ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছি এবং এই সমস্ত রোগে যে ইহা বিশেষ উপকারী তাহাও উপলব্ধি করিয়াছি। ক্ষত হইতে পাতলা পুঁষ নির্গমন, ক্ষতস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থি-সমূহ আক্রান্ত হওয়া এবং রাত্রিকালে বেদনা বৃদ্ধি, শীত বোধ, ও ক্ষতসমূহ অতিশয় টাটাইয়া থাকা ইহার লক্ষণ।

এইরূপ অবস্থাতে অনেক সময় নাইট্রিক এসিডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে ক্ষত বিস্তৃত ও জ্বালাজনক হয় এবং উহার উপর অধিক মাংস জমিয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় ছুঁচবিঁধার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। শরীরের অস্থিসমূহে বেদনা বোধ হয় এবং জলবৃষ্টি হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গলমধ্যে ক্ষত হইলে কখন কখন লাইকোপোডিয়মেও উপকার দর্শে। জার বলিয়াছেন, এই অবস্থাতে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ উপকারী।

মুখের এবং নাসিকার মধ্যে ক্ষত হইলে এবং অস্থি আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইলে অরম্ বিশেষ উপযোগী। ইহাতে অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত পুঁষ নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে কুচা কুচা হাড়ও নির্গত হইতে দেখা যায়। আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, এই ঔষধের একটী বিশেষ লক্ষণ। সময় সময় অরম মেটালিকম্ অপেক্ষা অরম মিউরিয়েটিকম্ ব্যবহারে অধিক উপকার হইয়া থাকে।

পায়ে এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অস্থিসমূহে বেদনা হইলে এবং প্রদাহ হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে মিজিরিয়ম্ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অস্থি সকল ভয়ানক টাটাইয়া

থাকে, এমন কি রোগী ঐ সকল স্থান স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেয় না। উপদংশ বশতঃ স্নায়ুশূল হইলেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর এই সকল ঔষধের ৩০শ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি। অস্থি প্রদাহিত হইয়া পাকিয়া ক্ষত হইলে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে এসাফেটিডা উপকারী। ইহাতেও বেদনা অতিশয় প্রবল হয় এবং অস্থি সকল একেবারে পচিয়া যাইতে থাকে। অস্থি বেদনাযুক্ত হইলে এবং উহার উপর বেদনা দৃষ্ট হইলে ষ্টিলিঞ্জিয়া ব্যবহার করা উচিত। পারা ব্যবহারের পর মুখে ও সমস্ত শরীরে কাল কাল দাগ লক্ষিত হইলে, গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে এবং সময়ে সময়ে ইষ্টক অপেক্ষা কঠিন হইয়া গেলে কার্ব্ব এনিমেলিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি ক্ষত ফুলকপির আকার ধারণ করে, তবে থুজা ব্যবহার করা যায়। ষ্টেফাইসেগ্রিয়াও সময় সময় এই অবস্থাতে ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পূঁয অধিক হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

উপদংশ হইতে বাতের মত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে ফাইটোলেক্কা ব্যবহারে ফল দর্শে। বৃষ্টি বাদলায় রোগের বৃদ্ধি ইহার লক্ষণ।

দন্তের পীড়া।

(AFFECTIONS OF THE TEETH.)

দাঁন্তে পোকা হইয়া, দন্তের গোড়া ক্ষয় হইয়া গিয়া, দন্ত নড়িতে থাকিলে নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের প্রায়ই দাঁতের ব্যথা হইতে দেখা যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগের যে এইরূপ হয় না, তাহা নহে; যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দন্ত শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে। বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই রোগ এত অধিক হইয়া থাকে যে, দন্তের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্র এবং স্বতন্ত্র চিকিৎসকের সৃষ্টি হইয়াছে। দন্ত এবং মুখমধ্যস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অতি কোমল পদার্থ। ইহা

পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কার্ব্বলিক প্রভৃতি ক্ষয়কারী দ্রব্য মুখমধ্যে কখন ব্যবহার করা উচিত নহে।

দন্তের মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকিলে, রাত্রিকালে যন্ত্রণা অধিক হইলে, দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়া বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হইলে মার্কিউরিয়স ব্যবহার করা উচিত। সময়ে সময়ে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, সমস্ত মুখ টাটাইয়া থাকে। সম্প্রতি কোনও এক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন যে, ৬৭ দিন হইল তাঁহার দন্তে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে এবং তিনি ও তাঁহার হাঁসপাতালের বন্ধুগণ সকলেই পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দাঁত তুলিয়া না ফেলিলে বেদনার লাঘব হইবে না। তিনি আরও হাসিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি তোমা-দের অনেক নাকি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে, এবং ব্যবহার করিলে উহারা নাকি মন্ত্রের ন্যায় বেদনা দূর করিয়া দেয়?" আমি বলিলাম "কথার প্রয়োজন নাই, আপনাকে দুইটী পুরিয়া ঔষধ দিতেছি; একটী এখনই খাউন, আর একটী শেষ রাত্রিতে খাইবেন এবং কল্য কি প্রকার থাকেন বলিবেন।" তিনি হাসিয়া একটী খাইয়া ফেলিলেন, অপরটি পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে মার্কিউরিয়স সল ৩০শ দিয়াছিলাম। পর দিন চিকিৎসান্তে আমি সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া দেখি যে, তিনি আমার আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। আমি আসিবামাত্র তিনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার দন্তের বেদনা একেবারে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। তদবধি তাঁহার হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

একপাটি দাঁত একেবারে আক্রান্ত হইলে এবং বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিলে কেমমিলা উপকারী।

দাঁতের গোড়া প্রদাহিত হইয়া বেদনা হইলে বেলেডনা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাতে মুখ রক্তবর্ণ হয় এবং মাথায় পর্য্যন্ত বেদনা বোধ হয়।

বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিলে এবং শীতল জল প্রয়োগে বেদনা প্রশমিত হইলে কফিয়া উপকারী।

যে প্রকার বেদনাই হউক না কেন, প্লেন্টেগো অমিশ্র আরক প্রয়োগ করিলে বেদনা তৎক্ষণাৎ কমিয়া যায়। কিন্তু এই উপকার বহুদিন স্থায়ী হয়

বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কলিকাতার কোনও এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিয়া আহারের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বলিলেম, "আমার ভয়ানক দন্তবেদনা হইয়াছে, আমি আজ আহার করিতে পারিব না।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দন্তে তুলায় করিয়া প্লেন্টেগো লাগাইয়া দিলাম এবং তিনি তাহার পরে অবাধে আহার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি যাইবার সময় আমাকে বলিলেন—এই ঔষধের নাম কি, আমি তাঁহাকে নামটী বলিয়া দিলাম এবং এক শিশি ঔষধও দিলাম। পরদিবস বৈকালে আমাদের চৌরাঙ্গির ডাক্তারখানায় গিয়া শুনিলাম ১৫।২০ শিশি প্লেন্টেগো হাইকোর্টের ভিন্ন ভিন্ন ব্যারিষ্টারেরা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

দাঁতের গোড়ায় শোষ হইলে এবং টিপিলেই পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে সাইলিসিয়া উপকারী।

দন্ত অধিক ক্ষয় হইয়া গেলে কেল্‌কেরিয়া ফ্লুরিকা উপকারী। ছোট ছোট শিশুদিগের দন্ত বিলম্বে উঠিলে কেলকেরিয়া ফস্ফরিকা প্রযোজ্য।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূল হইলে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা ও সিপিয়া উত্তম।

দন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়া দন্তশূল উপস্থিত হইলে ষ্টেফাইসেগ্রিয়া তাহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৃদ্ধলোকদিগের দন্তবেদনায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পোকাযুক্ত দন্ত ক্রমাগত কন্‌কন্ করিলে ক্রিয়োজোট উপকারী।

ধনুষ্টঙ্কার।

(TETANUS.)

শরীরের সমস্ত মাংসপেশী কঠিন হইয়া উঠা, উহার স্পন্দন এবং আক্ষেপ এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। ইহা একটী কঠিন পীড়া এবং অতি সাবধানে ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। ছোট ছোট নবপ্রসূত শিশুদিগের এই পীড়া হইলে একেবারে দুরারোগ্য হইয়া উঠে। ইহাতে হস্ত পদ সমস্ত কঠিন হইয়া যায় এবং কখন কখন পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বক্র হইয়া রোগী ধনুকের মত হইয়া পড়ে।

নক্সভমিকা ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হস্তপদ বক্র হইয়া যায়, মুখ এবং দৃষ্টি বিকৃত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। নক্সভমিকা প্রয়োগে ফল না দর্শিলে ষ্ট্রিকনাইন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও হোমিওপ্যাথিক মতাবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

মানসিক আবেগ হইতে রোগ উপস্থিত হইলে ইগ্নেসিয়া ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল একেবারে বিকৃত হইয়া গেলে, মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতে থাকিলে ও অতিশয় শ্বাসকষ্ট হইলে হাইড্রোসায়ানিক এসিড ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। সমস্ত শরীর কঠিন হইয়া উঠিলে এন্গসটুরা ব্যবহৃত হইতে পারে। ছোট ছোট শিশুদিগের আক্ষেপ হইলে এবং তাহার সহিত সমস্ত শরীর কঠিন হইয়া উঠিলে সাইকিউটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে গলনলীর পর্য্যন্ত আক্ষেপ হইতে দেখা যায় এবং তন্নিবন্ধন ভয়ানক শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ফাইসস্টিগমাও উপযোগী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগ হইলে পেসিফ্লোরায় উপকার দর্শিয়া থাকে।

আক্ষেপ কিউপ্রমের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক বার আক্ষেপের সময় যদি রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কিউপ্রমে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহার সহিত বিকারের লক্ষণ থাকিলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ উপকারী।

ঠাণ্ডা লাগিয়া অধিক জ্বরের সহিত যদি রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একোনাইট ফলপ্রদ।

স্নায়ুর আঘাতজনিত পীড়া হইলে হাইপারিকম দেওয়া উচিত। মেগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা ৩য় ক্রম প্রয়োগ করিয়া ডাক্তার রাগুব একটী রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

রোগ প্রথমে তড়কার মত হইয়া ক্রমে ধনুষ্টংকারে পরিণত হইলে বেলেডনা ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশি।

(TUBERCULOSIS).

পূর্ব্বে যক্ষ্মা অর্থে ক্ষয়কারী কাশি বলিয়া ধারণা ছিল। কিন্তু অধুনা কোথ্ নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক প্রকার কীটাণু হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বক্ষঃস্থল অথবা ফুস্‌ফুস্ ভিন্ন অন্যান্য স্থানও এই কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অস্থি-গ্রন্থিসমূহ, অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিসমূহ, প্লুরা, পেরিটোনিয়ম প্রভৃতি সকল স্থানই এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। প্রকৃত ক্ষয়কাশি অতি কঠিন পীড়া। ইহা একবার আক্রমণ করিলে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। রোগ আরম্ভ হইলেই যদি ভালরূপ চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে দুরারোগ্য হইয়া উঠে। প্রথমে কাশি এবং জ্বর হইয়া রোগ আরম্ভ হয়, ক্রমে কাশি প্রবল হইয়া উঠে এবং পূঁযের মত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন আবার ভয়ানক রক্তপাত হয়, অধিক রক্ত নির্গত হইলে রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সেই জন্যই জল হাওয়া পরিবর্ত্তন করা এই রোগে বিশেষ আবশ্যক, এবং যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে অথচ বায়ু সেবন করিতে পারা যায় এইরূপ করা আবশ্যক। গাত্রে যথেষ্ট গরম কাপড় রাখা উচিত এবং যে সমস্ত কাপড়ে রোগীর ঘর্ম্মাদি লাগে সেই সকল কাপড় ও বিছানা প্রভৃতি প্রত্যহ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে রাখা আবশ্যক। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এই রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

যে সমস্ত বালক শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, যাহাদের পিতা মাতা অথবা পরিবারের আর কাহারও কাশ রোগ থাকে, এবং যাহাদের বুক অপ্রশস্ত এবং বিকৃত, তাহাদের পক্ষে ফস্ফরস্ উপকারী। ফস্ফরসের রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়। স্বরবদ্ধ, সন্ধ্যার সময় শ্বাসকষ্ট, বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা বোধ, কাশি, ক্রমাগত গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হওয়া এবং জ্বর ইহার বিশেষ লক্ষণ। গলার মধ্যে ব্যথা, বাম দিকে বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে বেদনা, এবং বাম দিকে শয়ন করিতে অপারক হওয়া ফস্ফরসের বিশেষ লক্ষণ। রাত্রিকালে বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ এবং

শয়ন করিতে গেলে কষ্ট অনুভূত হয়। কাশি প্রাতঃকালে অধিক হয় এবং সময়ে সময়ে উহার সহিত রক্তমিশ্রিত গয়ের উঠে। শীঘ্র শীঘ্র বক্ষঃস্থলে ক্ষত হয়, সন্ধ্যার সময় জ্বর দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কখন কখন পৃষ্ঠের ডানার মধ্যে ভয়ানক জ্বালা বোধ হয়। এই ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। আমরা ইহার ৩০শ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ক্রমাগত রোগীকে দেওয়া উচিত নহে। ১ম মাত্রা ঔষধ দিয়া ১ দিন অথবা ২ দিন অপেক্ষা করা উচিত। ইহার সমস্ত লক্ষণ ভালরূপ দৃষ্ট না হইলে এই ঔষধ কখনই প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে যেমন উপকারও হইতে পারে, তেমনি অনিষ্টও হইতে পারে। ইহা অধিক ব্যবহার করিলে রক্ত পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। সল্‌ফর, আর্সেনিক এবং ফস্ফরস কাশ-রোগে অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

পৃষ্ঠের ডানাদ্বয়ের মধ্যে অতিশয় শীতল বোধ হইলে এমোনিয়ম মিউরিয়াটিকম উত্তম।

কেল্‌কেরিয়া এবং ফস্ফরসের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে, কেল্‌কেরিয়ার রোগী মোটা, উহার উপরের ওষ্ঠ মোটা, বহির্বায়ুতে সে অসুস্থ বোধ করে, এবং ব্যথা অনুভব করিতে পারে না। ফস্ফরসের রোগী দুর্ব্বল এবং কৃশ, উহার বক্ষঃস্থল সরু, বহির্বায়ুতে সে সুস্থ বোধ করে, এবং বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হয়।

সকল প্রকার পুরাতন এবং কঠিন কঠিন পীড়ায় শরীরের গঠন, অবস্থা এবং ধাতু দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। মোটা ধাতুর লোক—যাহারা সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং কোনও প্রকার ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না—কেল্‌কেরিয়া সেবনে বিশেষ ফল পাইয়া থাকে। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র বক্ষোমধ্যে ক্ষত উপস্থিত হয়। বক্ষঃস্থলের ডান দিকে মধ্যস্থলে ক্ষত হইলে ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। সমস্ত বক্ষঃস্থলের মধ্যে ঘড় ঘড় করে। বক্ষঃস্থল টাটাইয়া থাকে এবং উপরে বা সিঁড়িতে উঠিতে গেলে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়। হরিদ্রা এবং সবুজবর্ণ পুঁযের মত সর্দ্দি নির্গত হয়। কখন কখন রক্তমিশ্রিত সর্দ্দিও নির্গত হইয়া থাকে। মাংসভক্ষণে অনিচ্ছা এবং পরিপাক-শক্তির হ্রাস ইহার বিশেষ লক্ষণ। মাংস প্রভৃতি যাহা ভক্ষণ করে, তাহা

পরিপাক হয় না, অজীর্ণ অবস্থায় বাহির হইয়া যায়; ঘর্ম্ম অধিক হয়, এবং শরীর শুখাইতে থাকে। স্ত্রীলোকদিগের পীড়া হইলে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। যদি শুষ্কতা অধিক হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা বিশেষ ফলপ্রদ। যদি এই রোগের সহিত গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত হয় এবং ক্রমাগত খুস খুসে কাশি হইতে থাকে, তাহা হইলে কেল-কেরিয়া আইওডেটা উপকারী। ইহাতে জ্বর অতিশয় প্রবল দৃষ্ট হয়।

আমাদের পরলোকগত বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বরনেট্ বেসিলাইনম্ প্রয়োগে অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। বেসিলাইনম্ ক্ষয়কাশির পূঁয হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহাই "বিষস্য বিষমৌষধম্"। বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য, জ্বর, বক্ষোবেদনা, ঘন ঘন রক্ত উঠা, রক্ত তরল ও লালবর্ণ, শ্বাসকষ্ট, স্বরবদ্ধ এবং উদরাময় লক্ষিত হইলে নাইট্রিক এসিড্ উপকারী। তরুণ অবস্থাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষ রাত্রিতে ঘর্ম্ম অধিক হয় এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাও অধিক হইয়া থাকে।

লাইকোপোডিয়ম এবং পলসেটিলায় সর্দ্দি অতি গাঢ় হইয়া নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে উহা হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। রোগী অধিক শীত বোধ করিলে এবং তরল পূঁযের মত সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে সাইলিসিয়া উপযোগী। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গত হইলে, এবং রোগের শেষ অবস্থাতে ফেলান্‌ড্রিয়ম্ উপকারী।

শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুর লোকদিগের ক্ষয়কাশি হইলে সময়ে সময়ে আইওডিন ব্যবহারে উপকার হইতে দেখা যায়। ইহার উচ্চ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদরাময় থাকিলে আইওডিন ব্যবহারে কোনও ফল হয় না।

এইরূপ ধাতুর লোকদিগের ষ্টেনম ব্যবহারেও সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে বেলা ১০টার সময় জ্বর আইসে এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়। কথা কহিলে পর্য্যন্ত ভয়ানক দুর্ব্বলতা বোধ হয়। অধিক পরিমাণে মিষ্টস্বাদযুক্ত সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকে। বক্ষোমধ্যে শূন্য ভাব অনুভূত হয়। কিন্তু রক্ত উঠিলে আর এই ঔষধে কোনই উপকার হয় না। লবণাক্ত-স্বাদযুক্ত সর্দ্দি নির্গত হইলে লাইকোপোডিয়ম্ উপকারী।

দড়ির মত সর্দ্দি অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে ককস্ কেক্‌টাই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠার বিচি অতিশয় বেদনাযুক্ত বোধ হয়। সর্দ্দি প্রথমাবস্থাতে অগ্রাহ্য করিলে যদি উহা ক্রমে ক্ষয়কাশিতে পরিণত হয়, তবে ষ্টেনম্ ব্যবহারে উপকার দর্শে।

এই রোগের প্রথম অবস্থাতেই সল্‌ফর ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য, সমস্ত শরীরে গরম বোধ, বহির্বায়ুতে থাকিবার ইচ্ছা, বক্ষঃস্থলের বাম দিক হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্তাপ এবং বেদনা অনুভব করাই ইহার বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার বেয়ার বলেন, সল্‌ফর ক্ষয়কাশির তত ভাল ঔষধ নহে।

জ্বর, ঘর্ম্ম, উদরাময় এবং দুর্ব্বলতা থাকিলে সময়ে সময়ে আর্সেনিক প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ভয়ানক দুর্ব্বলতা, অতিশয় অস্থিরতা, অসহ্য গাত্রদাহ, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এবং জলপিপাসা আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ। ইহার আর একটি লক্ষণ—আতঙ্ক ও মৃত্যুভয়। আমি প্রায়ই আর্সেনিক আইওডাইড ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং আমার বিশ্বাস, এই রোগে আর্সেনিক আইওডাইডের কার্য্যকারিতা অধিক।

সেঙ্গুইনেরিয়া এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বৈকালে জ্বর আইসে, গাল লালবর্ণ হয়, শুষ্ক কাশি এবং বক্ষঃস্থলের উপরিদেশে জ্বালা ও ভার বোধ, এইগুলি ইহার বিশেষ লক্ষণ। হস্ত পদ সকল সময়েই শীতল থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইবার সময় রোগ উপস্থিত হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

রোগের তরুণ অবস্থাতে অধিক রক্ত উঠিলে ফেরম মেটালিকম্ ব্যবহারে উপকার দর্শে।

নিউমোনিয়ার পর ক্ষয়কাশ হইলে লেকেসিস্ উপকারী। বক্ষোবেদনার আধিক্য, শুষ্ক কাশি, কাশিতে গেলে মাথায় ও পেটে বেদনানুভব এবং গলায় ব্যথা ইহার লক্ষণ। নিঃশ্বাস জোরে লইতে পারা যায় না।

কেলিকার্ব্ব এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, ফুস্ফুস্ প্রদাহে ইহা মহৌষধ। সর্দ্দি যথেষ্ট পরিমাণে নির্গত হয় এবং সময়ে সময়ে উহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে। শেষ রাত্রিতে ৩।৪ টার সময়

কাশি অধিক হয়। ইহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া বা দোষ থাকিলে কেলি-কার্ব্বের ক্রিয়া উত্তম।

শিশুর এক বৎসর বয়স হইলেই মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করা উচিত, কারণ ঐ দুগ্ধ শিশুর পক্ষেও ভাল নহে এবং মাতার শরীরের পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর। কথন কথন বহুদিন সন্তান স্তনদুগ্ধ পান করিলে মাতার ক্ষয়কাশি উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে কেলিকার্ব্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ কেহ বলেন, কেলি হাইড্রিয়ডিকম এবং কেনাবিস সেটাইবা ক্ষয়কাশের দুইটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রাত্রিকালে খুস্ খুসে কাশি অধিক হইলে এবং উহার সহিত উদরাময় ও স্বরবদ্ধ থাকিলে পীড়ার তরুণ অবস্থাতে ড্রসেরা বিশেষ উপকারী।

রাত্রিকালে ক্রমাগত থক্ থক্ করিয়া কাশি হইতে থাকিলে কথন কথন লরোসিরেসস ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। কথন কথন কাশির সহিত রক্তমিশ্রিত গয়ের উঠিতে দেখা যায়।

সর্দ্দিজনিত কাশি হইলে, বৃষ্টি বাদলায় রোগের বৃদ্ধি হইলে ও ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হইতে থাকিলে ডলকামারা উপকারী।

ঘড় ঘড়ে কাশি হইলে সেনেগা বিশেষ উপকারী। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কাশি সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ" নামক পত্রিকাতে এক প্রবন্ধ লিখি, তাহাতে এই সমস্ত ঔষধের বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। নিউমোনিয়ার পর যদি শরীর ভালরূপ সুস্থ না হয় এবং যদি কাশি থাকিয়া যায় এবং উহা ক্রমে ক্ষয়কাশিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম্ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে রাত্রিকালে ঘর্ম্ম হয় এবং অধিক পরিমাণে হরিদ্রা বর্ণের সর্দ্দি নির্গত হইয়া থাকে।

মহাত্মা হেরিংএর মতে ষ্টিক্টা এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিকার জ্বর।

(TYPHOID FEVER.)

জ্বর বহুদিন একজ্বরি অবস্থাতে থাকিলেই বিকারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা, এবং সেই নিমিত্তই লোকে প্রবল জ্বর বহুক্ষণস্থায়ী হইলে চিন্তিত

হইয়া উঠে। মস্তিকে রক্তাধিক্য হইয়াই বিকার উপস্থিত হয়। ইহার সহিত পাকস্থলী এবং অন্ত্রেরও বিকৃতি লক্ষিত হয়। কখন কখন মল নির্গত না হইয়া কেবল রক্ত নির্গত হইতে থাকে। যে কোন রোগেই হউক না কেন, বিকার বিশেষ ভয়ের কারণ; অতএব বিকার জ্বর যে একটি কঠিন ও দুরারোগ্য পীড়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার অতি সুন্দর চিকিৎসা আছে এবং ইহাতে আমরা অতি সঙ্কটাপন্ন রোগীকেও রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস আছে যে, বিকার জ্বর ২৩ দিন, ৩০ দিন অথবা ৪০ দিন থাকে, এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও এই কথা বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের ঔষধে রোগের শান্তি হয় না। কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না। ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ঔষধপ্রয়োগ করিবামাত্রই ফল দর্শে। তবে যদি যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি কোন যন্ত্র বিকৃত হয়, তাহা হইলে জ্বর আরাম করিতে সময় লাগিতে পারে। আহারাদির বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ব্যাপটিসিয়া এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও ম্লান হয়। মল মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং মানসিক অবসন্নতা অত্যধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক সময় কথা বলিতে বলিতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার সমস্ত গাত্র টাটাইয়া উঠে ও বিছানা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। সে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতে থাকে এবং তাহার মনে হয় যেন কেহ তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিছানায় রাখিয়া গিয়াছে; অনেক সময় আবার মনে হয় যে, আর একজন লোক যেন তাহার বিছানায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রস্‌টকস্ এই রোগের আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে অতিশয় অস্থিরতা, ভয়ানক গাত্রবেদনা এবং জিহ্বা ধূসর বর্ণের ময়লায় আবৃত থাকে। ইহাতেও মলমূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত লক্ষিত হয়। এই সঙ্গে মাথা-ধরাও থাকে, এবং নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে উহা কমিয়া যায়। অনেক সময় রোগী যথেচ্ছ প্রলাপ বকিতে থাকে।

ব্রাইওনিয়া এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বেদনা এত অধিক হয় যে, হাত পা নাড়িতে পারা যায় না। অতিশয় ক্লান্তি বোধ, মাথা ধরা। ভালরূপ নিদ্রা হয় না এবং রোগীর ক্রমাগত মনে হয় যেন সে নিয়মিত

কার্য্য করিতেছে। রোগী স্কুলের ছাত্র হইলে তাহার মনে হয় সে যেন স্কুলে গিয়াছে, তাহার সহপাঠীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহার পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বকিতেছেন, ইত্যাদি। আপনার বাড়ীতে থাকিলেও অনেকের মনে হয় যেন তাহারা কোথায় রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। অতিশয় জলপিপাসা থাকে, এক এক বার অধিক পরিমাণে জল খাইবার ইচ্ছা হয় এবং অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

রোগের প্রথমেই ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করিলে অনেক সময় রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। কখন কখন প্রথম অবস্থাতে ব্রাইওনিয়া, বেলেডনা ও রস্‌টক্সের প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। বেলেডনাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অধিক হইয়া থাকে। রস্‌টক্সে নড়িলে চড়িলে বেদনার লাঘব হয়, কিন্তু ব্রাইওনিয়াতে বেদনা অধিক হয়; আর রসটক্সে উদরাময় এবং ব্রাইওনিয়াতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

আর্ণিকা আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবসন্ন ভাব, সমস্ত শরীরে বেদনা, রোগীর মনে হয় যেন পড়িয়া গিয়া তাহার গায়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য ও অমনোযোগ এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার কিছুই হয় নাই। মাথা অতিশয় গরম অথচ শরীর শীতল। সমস্ত গাত্রে কালশিরা ও সর্ব্বদা বিছানায় শয়ন করিয়া থাকাতে স্থানে স্থানে ক্ষত হয়। অনেক সময় অসাড়ে মল মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে। ফলতঃ গাত্রবেদনা, কালশিরা পড়া ও অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ এই তিনটি আর্ণিকার বিশেষ লক্ষণ।

রোগের শেষ অবস্থাতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। অতিশয় দুর্ব্বলতা, গাত্রদাহ, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। শীতল ঘর্ম্ম, দন্ত ময়লায় আবৃত, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ এবং অতিশয় জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, এইগুলি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্রমাগত মুখ শুখাইয়া যায় ও রোগী ক্রমাগত জল পান করিতে চাহে। ১২টা বা ১টার সময় রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধের আর একটি বিশেষ লক্ষণ।

চায়নাতে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পেট ফাঁপা দৃষ্ট হয়, কিন্তু অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে না। কলচিকম্ এই অবস্থার আর একটি ঔষধ। ইহা আর্সেনিক ও চায়নার মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিলেই হয়।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস এই অবস্থার আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হস্তপদ সমস্ত শীতল হইয়া যায়, শীতল ঘর্ম্ম হয় এবং অতিশয় পেট ফাঁপা ও শ্বাসকষ্টও লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রমাগত পাখার বাতাস ভাল লাগে, এবং নাড়ীর গতি অনুভব করিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থার আর একটি ঔধষ ল্যাকেসিস্। রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় এবং চোয়াল নামিয়া পড়ে (মিউরিয়াটিক এসিড্)। অস্পষ্ট প্রলাপ এবং মলমূত্র ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত লক্ষিত হয়। মস্তিষ্ক একেবারে অসাড় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জিহ্বা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে দন্তে আটকাইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাতে শ্বাসকষ্ট হইলে ও ঘড় ঘড় করিয়া নিঃশ্বাস পড়িলে ওপিয়ম ও এন্টিমোনিয়ম্ ফলপ্রদ।

মাংসপেশীর স্পন্দন হইলে হাইওসায়েমস উপযোগী। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখমধ্যে ক্ষত এবং সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্ষতযুক্ত হইলে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। রোগী বিছানায় গড়াইয়া পড়ে, বালিসের উপর মাথা রাখিতে পারে না এবং তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে। রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ হইলে নাইট্রিক এসিড ও মিলেফোলিয়ম উত্তম। এই অবস্থাতে হেমিমেলিস মন্দ নহে। দুর্ব্বলতা অধিক হইলে টেরিবিন্থ ও চায়না ফলপ্রদ।

জিহ্বা শুষ্ক ও ধূসরবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ীর গতি মৃদু, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং দন্ত ময়লাযুক্ত, ইত্যাদি লক্ষণে ও সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা ও প্রলাপ বর্ত্তমান থাকিলে কেলিফস্ফরিকম্ উত্তম। রোগের তরুণ অবস্থাতে জ্বর অধিক প্রবল না হইলে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে জেলসেমিয়ম ব্যবহারে ফল দর্শে।

মানসিক অবসন্নতা, প্রলাপ, পেট ফাঁপা, নাসিকা হইতে রক্ত পড়া, পেট গড় গড় করা ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গমন ফস্ফরিক এসিডের লক্ষণ। ইহাতে রোগী কথা কহিতে চাহে না এবং অনন্যমনে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া থাকে।

মানসিক উদ্বেগ অধিক হইলে ও জিহ্বা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে ফস্ফরস উপকারী। নিউমোনিয়ার সহিত বিকার উপস্থিত হইলে ফস্ফরস তাহার প্রধান ঔষধ। হস্তপদ কাঁপা, ক্রমাগত প্রলাপ, সংজ্ঞাশূন্যতা, অশ্লীল হাস্য, কাপড় বা পরিধেয় ফেলিয়া দেওয়া, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ

বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসায়েমস ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চয় হইলে বেলেডনা উপকারী। যদি রোগী বিকার অবস্থায় লোককে কামড়াইতে ও মারিতে যায়, তাহা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ ব্যবহার করা যায়।

বিকার জ্বরের চিকিৎসা সংক্ষেপে লিখিত হইল। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা Nash's Leaders in Typhoid Fever and Hering's Therapeutics of Typhoid Fever পাঠ করিলে ইহার চিকিৎসা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

প্রস্রাবের পীড়া।

(URINARY DISORDERS.)

প্রস্রাবের পীড়া নানা প্রকার। প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা করা, প্রস্রাবের সহিত কোন প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ প্রস্রাবের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতিরেকে বহুমূত্র, এলবুমিনুরিয়া প্রভৃতি ধাতুস্থ পীড়া সকলও প্রস্রাবের পীড়া। এই সমস্ত পীড়ারই চিকিৎসা এ স্থলে বিবৃত হইল। সকল সময়েই লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবহার করিলে ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এক একটি লক্ষণের স্বতন্ত্র-ভাবে চিকিৎসা করিতে হয় না। সমস্ত লক্ষণ একত্রিত করিয়া যে ঔষধ ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা উচিত।

মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রমাগত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নির্গত হওয়া এবং অসহ্য জ্বালা কেন্থারিসের লক্ষণ। রক্ত প্রস্রাব হইলেও কেন্থারিস ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু পুরাতন পীড়ায় ইহার কার্য্য-কারিতা অধিক দৃষ্ট হয় না। মারকিউরিয়স করোসাইভসেও জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার জ্বালা কেন্থারিসের অপেক্ষা কম। প্রদাহজনিত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হইলে একোনাইট উত্তম। প্রথম অবস্থাতেই একোনাইট উপকারী, কিন্তু প্রদাহ রীতিমত প্রকাশ পাইলে আর একো-নাইটে ফল দর্শে না। স্নায়বিক উত্তেজনা অধিক হইয়া যদি প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলেডনা উপকারী।

প্রস্রাব অল্প এবং গাঢ় লালবর্ণ হইলে এপিস উপকারী। ইহাতে জলপিপাসা থাকে না; শোথ, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অবসন্ন ভাব লক্ষিত হয়। এইগুলি ইহার বিশেষ লক্ষণ। প্রস্রাবে এলবুমেন থাকিলে এবং উহাতে কাষ্ট (casts) দৃষ্ট হইলেও এপিস ব্যবহৃত হইতে পারে। শোথের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে সময়ে সময়ে এপোসাইনম্ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে ভয়ানক জলপিপাসা হইতে দেখা যায়।

পাথরি হইলে বারবেরিস বিশেষ ফলপ্রদ। কিডনির স্থানে ভয়ানক কনকনানি ব্যথা, এবং সময়ে সময়ে এই বেদনা মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নড়িলে চড়িলে, বসিলে এবং শয়ন করিলে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে এবং দাঁড়াইয়া থাকিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। ক্রমাগত প্রস্রাব করিতে হয় এবং মূত্রস্থলী টাটাইয়া আছে এইরূপ বোধ হয়। পেরিয়েরা ব্রেভাতেও এইরূপ অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিডনির বেদনা অধিক হইলে বারবেরিস বিশেষ উপকারী। জঙ্ঘায় বেদনা অধিক হইলে, হাঁটু গাড়িয়া প্রস্রাব করিতে হইলে, এবং প্রস্রাবে অতিশয় চোঁয়া গন্ধ থাকিলে পেরিয়েরা ব্রেভা উত্তম। রক্তপ্রস্রাব হইলে ইকুইসিটম আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে কেন্থারিসের লক্ষণের মত অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্বালা এত অধিক হয় না; এবং প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে দড়ির ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ নির্গত হইলে এবং পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিলে চিমাফিলা বিশেষ উপকারী। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছিলাম। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া আমার পর্য্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এই রোগে ভয়ানক মূত্রকৃচ্ছ্র ও অতিশয় বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়মে এইরূপ অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে ইকুইসিটম্ ও পিট্রোসিলাইনম্ উপকারী। প্রস্রাব হইয়া গেলে উপশম না হইলে ইকুইসিটম উপযোগী, কিন্তু উপশম হইলে পিট্রোসিলাইনম প্রযোজ্য।

মূত্রস্থলীর ভারবোধ যদি প্রস্রাব করিলেও উপশমিত না হয়, তাহা হইলে ডিজিটেলিস উপকারী। মূত্রস্থলীর প্রদাহে ডিজিটেলিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইহাতে প্রস্রাব ঘন ও পরিমাণে অল্প হয় এবং তাহাতে ইঁটের গুঁড়ার মত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শেষ লক্ষণটি লাইকোপোডিয়মের লক্ষণের মত। প্রস্রাব ময়লা, ঘোলাটে এবং উহাতে মাটিগুলার ন্যায় কাল কাল পদার্থ দৃষ্ট হইলে টেরিবিন্থ উপকারী। ইহাতেও প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও অসহ্য কষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। কখন কখন প্রস্রাবে এক প্রকার সুগন্ধ অনুভূত হয়। প্রস্রাব অতিশয় সুগন্ধযুক্ত হইলে বেন্‌জয়িক এসিড উত্তম। প্রস্রাব অনেক সময় ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় বোধ হয়। শোথ এবং সময়ে সময়ে কাশি হইলেও ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে অনেক সময় নক্সভমিকা ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ক্রমাগত মূত্রত্যাগের চেষ্টা হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই মূত্র নির্গত হয় না। আবার অনেক সময় অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে, এরূপ অবস্থাতে এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার দর্শে। অধিক ঔষধ ব্যবহারে যদি রক্তপ্রস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলেও ইহাতে উপকার হয়। মূত্রস্থলী প্রস্রাবে পরিপূর্ণ থাকিলে যদি রোগী উহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে ওপিয়ম উপকারী। প্রস্রাব যদি আদৌ না জমে, তাহা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম ফলপ্রদ।

হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে ষ্ট্রামোনিয়ম উপকারী। আক্ষেপ বশতঃ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

পাথরি আটকাইয়া কষ্ট উপস্থিত হইলে অনেক সময় নক্সভমিকা প্রয়োগে ফল দর্শে।

মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে কষ্টিকম ফলপ্রদ। রাত্রিকালে অসাড়ে মূত্র নিঃসৃত হয়। এমন কি, কাশিতে, হাঁচিতে, বা নাক ঝাড়িতে গেলে অনেক সময় প্রস্রাব হইয়া যায়। কখন কখন প্রস্রাবের শেষ কয় ফোঁটা প্রায় অসাড়েই হইয়া যায়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ছোট ছোট শিশুরা যদি প্রথম রাত্রিতেই বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কষ্টিকমে উপকার দর্শে। জিঙ্কমেও অনেক সময় কষ্টিকমের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে রোগী প্রায়ই বেদনা অনুভব করে। কষ্টিকমে সেরূপ হয় না। সিপ্লা এবং নেট্রম মিউরিয়াটিকমেও কাশিতে কাশিতে প্রস্রাব হইয়া

যায়। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ইউরেট দৃষ্ট হইলে কষ্টিকম উপকারী। এই প্রকার অবস্থাতে অনেক সময় ফেরম ফস্ফরিকম বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রস্রাবে যদি লালবর্ণ কাদার মত ময়লা জমিয়া থাকে এবং যে পাত্রে মূত্র ধরিয়া দেখা যায়, সেই পাত্রের গায়ে যদি ঐ ময়লা একেবারে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সিপিয়া বিশেষ উপকারী। মূত্রে দুর্গন্ধও থাকে। রাত্রিকালে বিছানায় মূত্রত্যাগ হইলেও সিপিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। লালগুঁড়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইলে লাইকোপোডিয়ম তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ছোট ছোট শিশুদিগের এই রোগ হইলে প্রস্রাব করিবার সময় শিশু চীৎকার করিয়া উঠে। প্রস্রাবের পীড়ার সহিত পেটের পীড়া লক্ষিত হয়।

মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সার্সাপ্যারেলা ও বেনজয়িক এসিড উপকারী।

পাথরীর বেদনায় অসিমম্ কেনম্ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি সম্প্রতি দুই তিনটী রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছি। ইহাতেও প্রস্রাবের সহিত লাল গুঁড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদনা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে। অনেক সময় এই অবস্থাতে বমন হইয়া থাকে। এই পীড়ার ভেসিকেরিয়া এবং থ্লাপ্সি বর্সা পাষ্টর নামক আরও দুইটি ঔষধ আছে। কিন্তু আমরা এই দুই ঔষধের কোনটাই ব্যবহার করি নাই।

মারকিউরিয়স করোসাইভস্, ফস্ফরস্ এবং প্লম্বম মেটা এল্‌বুমিনুরিয়ার উত্তম ঔষধ।

বমন।

VOMITING.

বমনেচ্ছা, বমনোদ্রেক বা বমন কথাটী শুনিবামাত্র ইপিকাক সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে আইসে। আহারের পর বমন হয় এবং জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কার থাকে। ইপিকাক বমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে বমন হইতে থাকিলে ইহাতে কোনও উপকার দর্শে না।

জিহ্বা সাদা ময়লায় আবৃত থাকিলে এবং বমন হইতে আরম্ভ হইলে

এন্টিমোনিয়ম বিশেষ উপযোগী। অখাদ্য আহার জন্য এবং গ্রীষ্মকালে বমন হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অখাদ্য অনেকক্ষণ পেটের মধ্যে থাকিয়া বমন হইলে ক্রিয়জোট উপকারী। কোনও কঠিন পীড়া (যথা যক্ষ্মা, প্রস্রাবের পীড়া, ইত্যাদি) হইতে বমন উৎপন্ন হইলে ইহাতে উপকার দর্শে। হিষ্টিরিয়া রোগে বমন হইলেও ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

ছোট ছোট শিশুদিগের বমন হইলে এথুইজা ফলপ্রদ। ইহাতে দুধ ছেক্ড়া ছেক্ড়া হইয়া উঠিয়া যায়, এবং ক্রমাগত বমন হইয়া শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বমন অনেক দিনের পুরাতন হইলে ফস্ফরস উপকারী। শীতল জল পেটের মধ্যে থাকিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়। পাকস্থলীর ক্ষত হইয়া বমন হইলেও ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

পেটের মধ্যে জ্বালার সহিত বমন হইলে বিস্‌মথ উপকারী।

দুধ খাইলেই যদি বমন হইয়া যায়, তাহা হইলে কেল্‌কেরিয়া কার্ব্ব প্রযোজ্য।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে বমন হইলে বেলেডনা ও গ্লনয়ন উপকারী।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে শিশুদিগের ক্রমাগত বমন হইলে ক্যাম্ফর মনো-ব্রোমেট ফলপ্রদ। এই অবস্থাতে এপোমর্‌ফিয়া আর একটী ঔষধ।

ক্রমাগত অম্ল বমন হইলে আইরিস ভার্সিকোলর উত্তম।

হুপিং কাশি।

(WHOOPING COUGH.)

এই রোগ সচরাচর শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। ইহা একটি সংক্রামক রোগ। এক বাড়ীতে একটি শিশুর এই পীড়া হইলে, অপর শিশুগুলিরও উহা হইবার সম্ভাবনা। ইহা অতি কষ্টদায়ক রোগ। ইহা মারাত্মক নহে বটে, কিন্তু ইহাতে বহুদিন রোগীকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একবার কাশি আরম্ভ হইলে অনেকক্ষণ কাশিতে হয়, মনে হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে এবং পরিশেষে একটি কুশব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। এই শব্দকেই হুপ বলে এবং ইহারই

জন্ত ইহার নাম হুপিংকাশি হইয়াছে। এই রোগের অনেকগুলি ভাল ভাল ঔষধ আছে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, ড্রসেরা এই রোগের একটি মহৌষধ। সচরাচর ইহার ৩০শ ক্রম ব্যবহৃত হয়। রাত্রিকালে কাশি অধিক হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া আসিলে ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে কুপ্রম উপকারী। কাশি অতি কষ্টকর হয় এবং সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া আইসে। চট্‌চটে সর্দ্দি নির্গত হয় এবং বুক ঘড় ঘড় করিতে থাকে। অনেক সময় মুখ ঠোঁট প্রভৃতি নীলবর্ণ হইয়া যায়। ঠাণ্ডা জল পান করিলে কাশি কমিয়া যায়। ইহার সহিত হস্ত পদের আক্ষেপ হইতে থাকে।

রোগ কঠিন হইলে কোরেলিয়ম রুব্রম প্রযোজ্য। কাশি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শ্বাসকষ্ট লক্ষিত হয়। কাশিতে কাশিতে শিশু একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে শ্বাসকষ্ট অধিক হইয়া থাকে এবং হুপ অল্প হয়। হুপ শব্দ অধিক হইলে মিফাইটিস উপকারী। কক্কস কেকটাই আর একটি ঔষধ। ইহাতে দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, শিশু অনেকক্ষণ কাশিয়া অবশেষে এইরূপ শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলে। প্রাতঃকালে কাশি অধিক হয়। হুপিংকাশি আরোগ্য হইবার পরও যদি কাশি বর্ত্তমান থাকে ও এইরূপ শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা হইলে ফস্ফরস উপযোগী।

পূঁয অধিক হইলে মিফাইটিস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিকালে শয়ন করিলে কাশি অধিক হয় এবং নিঃশ্বাস ফেলিতে পারা যায় না। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে অনেক সময় মনে হয় যেন রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি ঔষধ পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। ইহাতে বমন ও কাশির সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট লক্ষিত হয়। কোরেলিয়মে সেরূপ নহে; ইহাতে পূর্ব্বেই শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে দেখা যায় এবং প্রায় অর্দ্ধেক শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না। ডাক্তার ফিসার বলেন, মিফাইটিস অপেক্ষা নেপ্থালিন উত্তম, কিন্তু আমরা এই ঔষধ কখন ব্যবহার করি নাই। হানিমান বলেন, লিডম্ এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভয়ানক কাশির সহিত যদি মস্তিষ্কের উত্তেজনা অধিক হয়, তাহা হইলে বেলেডনা দেওয়া কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হয় ও সময় সময় নাসিকা

হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। কাশিতে কাশিতে যদি হাঁচি হয়, তাহা হইলে বেলেডনা বিশেষ উপযোগী। ইহার সহিত প্রায়ই পেটের গোলমাল, বমনোদ্রেক, বমন ইত্যাদি লক্ষিত হইয়া থাকে।

যদি কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যায়, বমনোদ্রেক ও বমন হয় এবং বমন হইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, তাহা হইলে ইপিকাক ফলপ্রদ। ইহাতে ঘন ঘন কাশি হইতে থাকে, কাশিতে কাশিতে শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং কাশির সহিত যথেষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

যদি রাগিলে অথবা উত্তেজিত হইলে কাশি অধিক হয়, অথবা আহারের সময় কাশি হয়, তাহা হইলে এণ্টিমোনিয়ম টার্ট উত্তম। ইহাতে বুক অতিশয় ঘড় ঘড় করিতে থাকে ; মনে হয় যেন যথেষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হইবে, কিন্তু কিছুই নির্গত হয় না। শিশু অতিশয় খিটখিটে হয় এবং নিকটে কেহ আসিলে কাঁদিতে আরম্ভ করে, এই দুইটী এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। গরম দ্রব্য খাইতে দিলে কাশির বৃদ্ধি হয়। উদরাময় থাকিলেও এণ্টিমোনিয়মে উপকার হইয়া থাকে।

সিনা এই রোগের আর একটি ঔষধ। ইহার লক্ষণসমূহ প্রায় ইপিকাকের লক্ষণ সকলের মত। যদি কৃমি থাকে, তাহা হইলে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক।

ডাক্তার মুলারের মতে মেগ্নিসিয়া ফস্ফরিকা এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হাঁপানি অতিশয় প্রবল হয় এবং শিশু ক্রমাগত কাশিতে থাকে। সময়ে সময়ে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সচরাচর ইহার ৩০শ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেলি সলফিউরিকম আর একটি উত্তম ঔষধ।

গলায় বেদনা, শ্বাসরোধ, এবং মাথাধরা থাকিলে সেঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট উপযোগী।

নাসিকা, চক্ষু এবং মুখ দিয়া সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে এবং কাশিতে কাশিতে গলা ভাঙ্গিয়া গেলে ও চটচটে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কেলি বাইক্রমিকম উপকারী।

একোনাইট, হিপার সলফর এবং স্পঞ্জিয়া, এই তিনটি ঔষধও এই রোগে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রদ হইতে পারে।

স্ত্রীরোগ।

DISEASES OF WOMEN.

স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু এবং ঋতু সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া অর্থাৎ যে সকল পীড়া কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই হইয়া থাকে, তাহাদেরই চিকিৎসা এ স্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল। যাঁহারা ইহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পিতৃদেব মহাশয়ের প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসা নামক পুস্তকখানি পাঠ করুন।

স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় পল্‌সেটিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে রজঃস্রাব অল্প ও অনিয়মিত হয় এবং ঋতুর সময় ভয়ানক পেটবেদনা হয়। রক্ত কালবর্ণ হয় এবং অতিশয় মানসিক অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয়, এমন কি সময়ে সময়ে রোগিণী কাঁদিতে থাকেন। ছোট ছোট বালিকারা যদি ঋতুর প্রারম্ভে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত হস্তপদ ধৌত করিয়া অথবা স্নান করিয়া অসুস্থ হয়, তাহা হইলে পল্‌সেটিলা বিশেষ ফলপ্রদ। আমাদের বন্ধু ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ সেট কিছু দিন পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ" পত্রিকায় "স্ত্রীলোকের বন্ধু পলসেটিলা" নামক এক প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছিল।

ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়ার কয়েকটী ঔষধ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রজঃস্রাব বিলম্বে ও অল্প হইলে—পলসেটিলা, কোনায়ম্, ডল্‌কামরা, ফস্ফরস্ ও সল্‌ফর।

রজঃস্রাব বিলম্বে ও অধিক হইলে—কষ্টিকম ও আইওডাইন।

রজঃস্রাব শীঘ্র শীঘ্র ও অল্প হইলে—কোনায়ম্, নেট্রম মিউরিয়েটিকম্, ফস্ফরস্, সাইলিসিয়া।

রজঃস্রাব শীঘ্র শীঘ্র ও অধিক হইলে—এমোনিয়ম কার্ব্ব, বেলেডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ও প্লাটিনা।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতু হইতে বিলম্ব হইলে অনেক সময় পল্‌সেটিলা ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

জলে ভিজিয়া বা অধিক জল ব্যবহারে রজঃস্রাব বন্ধ হইলে ডল্‌কামারা ও

ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে রোগিণীর মুখে এক প্রকার চর্ম্মরোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋতুর পূর্ব্বে প্রায়ই এইগুলি হইতে দেখা যায়। পল্‌সেটিলায় প্রদরও লক্ষিত হয়। ইহা প্রায়ই অতিশয় ঘন ক্ষীরের ন্যায় হইয়া থাকে। সময় সময় উহা জ্বালাজনক হয় এবং জননেন্দ্রিয় স্ফীত হইয়া থাকে। পল্‌সেটিলাতে ঋতুর সময় রোগিণী অসুস্থ বোধ করেন, কিন্তু সিপিয়াতে ঋতুর পূর্ব্বে অসুস্থতা লক্ষিত হয়।

জরায়ুর উপর সিপিয়ার ক্রিয়া অতিশয় উত্তম। সমস্ত শরীর দুর্ব্বল ও গাত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে, এবং বেলা দুই প্রহরের সময় যদি রোগিণী কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ বোধ করেন, তাহা হইলে ইহা দেওয়া যায়। ইহাতে রজঃস্রাব প্রায়ই বিলম্বে এবং অল্প হয়। প্রায়ই কালবর্ণ রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায় এবং ঋতুর পূর্ব্বে পেটবেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রদর হরিদ্রা অথবা সবুজ বর্ণের এবং প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত হয়। জরায়ু বৃহৎ হয় এবং উহার মুখ সময় সময় ক্ষতযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় মুহুর্মুহু প্রস্রাবের বেগ আইসে। অনেক সময় বেদনা এত অধিক হয় যে, মনে হয় যেন নাড়ী বাহির হইয়া পড়িবে। কখন কখন কোমরে ব্যথা হইয়া থাকে। ওভেরির পুরাতন প্রদাহেও সিপিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় লিলিয়ম্ টাইগ্রিনম্ আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে সিপিয়ার অনেকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যথা—প্রদর, জরায়ুর প্রদাহ এবং ক্ষত ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতে ঋতু সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন লক্ষণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহাতে প্রদর জলের ন্যায় তরল, হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষত-জনক হইয়া থাকে। সিপিয়ার প্রদর প্রায়ই ক্ষতজনক হয় না। প্রদর অধিক ক্ষতজনক হইলে ক্রিয়জোট বিশেষ ফলপ্রদ। আমি সম্প্রতি এই ঔষধ প্রয়োগে একটি রোগিণীকে রোগমুক্ত করিয়াছি। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এবং ধাত্রীরা বলিয়াছিলেন—এই রোগীর কেন্‌সার হইয়াছে; ইহা দুরারোগ্য, ইহার আর চিকিৎসা নাই। আজ প্রায় ৩ মাস হইল রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার কষ্ট হয় নাই।

প্রসবের পর এবং গর্ভাবস্থায় যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তৎসমস্ত নিবারণে লিলিয়ম টাইগ্রিনম বিশেষ উপযোগী। জরায়ু অনেক সময় ভারি হইয়া থাকে

ও টন্‌টন করে। সময় সময় বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। কখন কখন জননেন্দ্রিয়ের ভয়ানক উত্তেজনাও লক্ষিত হইয়া থাকে।

মিউরেক্স এই সমস্ত রোগের আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে সিপিয়া এবং লিলিয়মের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা ও তলপেটের এক স্থানে একটি বেদনা অনুভূত হয়।

মানসিক লক্ষণসমূহ প্রবল হইলে প্লাটিনম্ একটি উত্তম ঔষধ। মানসিক অবসন্নতা, কখন কখন অতিশয় উগ্রভাব—রোগিণীর মনে হয় তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক আর পৃথিবীতে নাই, সকলেই যেন তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবার সময় সময় নিজ গৃহে থাকিয়াও রোগিণীর মনে হয় যেন তিনি অপর কোনও স্থানে রহিয়াছেন। রক্তঃস্রাব অধিক হয়, রক্ত চাপ চাপ, এবং ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয় অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। কেমমিলার লক্ষণ অনেকটা প্লাটিনমের লক্ষণের সদৃশ, কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ ঠিক বিপরীত। জরায়ু প্রদাহিত ও স্ফীত হইলে ইহাতে উপকার দর্শে। স্বামিসহবাসে বেদনা বোধ হইলে প্লাটিনম্, সিপিয়া, বেলেডনা, ক্রিয়জোট ও এপিস উত্তম। ওভেরির প্রদাহের সহিত যদি পা বেদনা করে এবং ভারি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্লাটিনমে উপকার দর্শে।

ওভেরির প্রদাহে পেলাডিয়ম একটি উত্তম ঔষধ, কিন্তু ইহাতে প্রায়ই দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহাতেও প্লাটিনমের ন্যায় অনেকগুলি হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাতজনিত পীড়া হইলে সিমিসিফিউগা উপকারী। ইহাতে ভয়ানক মানসিক অবসন্নতা লক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে রোগিণীর মনে হয় যেন সে পাগল হইয়া যাইবে। ঋতুসময়ের পূর্ব্বেই রক্তঃস্রাব হইয়া থাকে এবং উহা পরিমাণে অধিক হয় ও তাহার সহিত পৃষ্ঠে ও কোমরে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। প্রসবের সময় যদি বাতজনিত বেদনা হয়, ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে সিমিসিফিউগায় উপকার দর্শে। ওভেরির স্থানে যদি বাতের মত বেদনা থাকে, ও নড়িলে চড়িলে আরাম বোধ হয়, তাহা হইলে ইহাতে উপকার দর্শে। কলোফাইলমে সিমিসিফিউগার লক্ষণের ন্যায় অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাতে বাত ছোট ছোট গ্রন্থিতে হইয়া

থাকে, কিন্তু সিমিসিফিউগাতে উহা মাংসপেশী আক্রমণ করে। কলোফাইলমে রোগিণীর মনে হয় যেন শরীরাভ্যন্তর সমস্ত কাঁপিতেছে।

বেলেডনা স্ত্রীলোকদিগের একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতেও বেদনা এত অধিক হয় যে, যেন সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে এইরূপ মনে হয়। শয়ন করিলে এই বেদনার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া থাকিলে উহার লাঘব হয়। ইহাতে ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকে এবং অধিক পরিমাণে তাজা রক্ত নির্গত হয়। উহার সহিত প্রায়ই পেটের মধ্যে সূচবিঁধার ন্যায় বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ইহাতে দম্‌কা বেদনা হয় এবং রজঃস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হইতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গেলেও এই ঔষধে উপকার হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে পেটের মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে থাকে এবং মাথাধরাও বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ জরায়ুর সকল প্রকার তরুণ পীড়াতেই বেলেডনা বিশেষ উপকারী। পেটের মধ্যে ভয়ানক উত্তাপ অনুভূত হয় এবং স্রাবও গরম হইয়া থাকে। ওভেরির তরুণ প্রদাহেও ইহা বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইলে ইহাতে অধিক উপকার হইয়া থাকে। একটু নড়িলে চড়িলেই বেদনা বোধ হয়। যদিও তরুণ পীড়ায় বেলেডনার ক্রিয়া অধিক, তথাপি আমার বিশ্বাস, যদি সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পীড়া পুরাতন হইলেও ইহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন এইরূপ একটি কঠিন রোগ আমি এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। রোগিণী সাত বৎসর এই রোগে ভুগিয়াছিলেন, ৪।৫ মাত্রা বেলেডনা ২০০ ব্যবহার করিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিলে বেলেডনা ভিন্ন আর কোনও ঔষধই মনে আসিত না।

ক্রিয়জোটে প্রায়ই রজঃস্রাব অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সময়ে সময়ে রজঃস্রাব ১।২ দিন হইয়া বন্ধ হয়, আবার পুনরায় প্রকাশ পায়। ইহার পরেই কাল রংএর দুর্গন্ধযুক্ত প্রদরস্রাব নির্গত হইতে থাকে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রদর অতিশয় ক্ষতজনক ও জ্বালাজনক হইয়া থাকে। যদি জরায়ু নড়িয়া যায়, তাহা হইলেও ইহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে। জরায়ুর ক্ষত হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

হেলোনিয়স স্ত্রীরোগের আর একটী ঔষধ। ইহার দুইটি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা—জরায়ুর দুর্ব্বলতা (atony) এবং বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া। ইহার আরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগিণী সদা সর্ব্বদাই জরায়ু সম্বন্ধে অসচ্ছন্দ ভাব অনুভব করেন। প্রদর যদি সদা সর্ব্বদাই নিঃসৃত হইতে থাকে এবং নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে হেলোনিয়সে উপকার দর্শে। ইহাতে প্রদর ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত দৃষ্ট হয়। যদি অতি অল্প পরিশ্রম করিলে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা দুর্ব্বলতা বশতঃ সন্তান সন্ততি না হয়, তাহা হইলে হেলোনিয়স অনেক সময় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি জরায়ু নড়িয়া গিয়া তলপেট ভারি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

বেলিস পেরিনিস আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার বরনেট ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্লেষ্মাধিক্য বা থপ্ থপে মোটা ধাতুর স্ত্রীলোকের ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া হইলে ক্যালকেরিয়া ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রায় অনেক সময় রজঃস্রাব অধিক হইতে দেখা যায়। যদি ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়া স্ত্রীলোক অধিক মোটা হইয়া পড়ে এবং তজ্জনিত মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কেল্‌কেরিয়া বিশেষ উপকারী। সময়ে সময়ে এইরূপ অবস্থা হইতে কাশি, দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণও উপস্থিত হইতে পারে। প্রদরেরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অবস্থা দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সদা সর্ব্বদাই ক্লান্তিবোধ হইলে এলিট্রিস ফেরিনোসা উপকারী। ঋতু নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই হয় ও রজঃস্রাব অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং উহার সহিত ভয়ানক পেটবেদনাও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং পরিপাকশক্তিও কমিয়া যায়। ফলতঃ অতিশয় ক্লান্তিবোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং পরিপাকশক্তির হ্রাস, এই তিনটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অধিক রজঃস্রাব হইলে এবং ক্রমাগত কাল বর্ণের রক্ত গড়াইয়া পড়িতে থাকিলে লিকেলি ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া তরল লাল বর্ণের রক্তস্রাব হইলে সেবাইনা উত্তম। নড়িলে চড়িলেই যদি

রক্তপাত হয়, তাহা হইলে ট্রিলিয়ম উপযোগী। অষ্টিলেগো, এরিজিরণ, মিলেফোলিয়ম প্রভৃতি ঔষধও রজঃস্রাবে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি অসময়ে রজঃস্রাব হয়, তাহা হইলে হেমিমেলিস প্রয়োগ করা উচিত।

অধিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে যদি জরায়ু অথবা ওভেরির দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জিন্‌কম ভেলেরিয়েনেট বিশেষ উপকারী। যে সমস্ত মাতা অনেকগুলি শিশু সন্তান পালন করিয়াছেন এবং সদা সর্ব্বদা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

যাহাদের শরীরে আদৌ রক্ত নাই, তাহাদের পীড়ায় ফেরম আয়ওডেটম মন্দ নহে।

ক্রিমি।

(WORMS.)

ছোট ছোট শিশুদিগের প্রায়ই ক্রিমি হইতে দেখা যায়। যাহারা অধিক মিষ্ট দ্রব্য আহার করে, তাহাদিগেরই প্রায় ক্রিমি হইয়া থাকে। সচরাচর দুই প্রকার ক্রিমি দৃষ্ট হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি এবং বড় বড় ক্রিমি। এতদ্ব্যতিরেকে আর এক প্রকার অতি বৃহৎ ক্রিমি উদরমধ্যে জন্মে, তাহা কিছুতেই একেবারে বাহির হয় না, টুকরা টুকরা হইয়া বাহির হইয়া যায়। ইহাদিগকে টেপ ওয়ারম্‌স কহে।

সিনা ক্রিমির একটী প্রধান ঔষধ। শিশুর নাক খুঁটা, চক্ষু এবং মুখ বিবর্ণ হওয়া, রাত্রিকালে দাঁত কিড়মিড় করা, এবং নিদ্রিত অবস্থায় চীৎকার করা এই ঔষধের লক্ষণ।

যদি ক্রিমি ছোট ছোট বালিকার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমাগত উহা চুলকায়, তাহা হইলে কেলাডিয়ম উপকারী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি হইলে যদি মলদ্বার ক্রমাগত চুলকায়, তাহা হইলে টিউক্রিয়ম উত্তম। সিনেপিস নাইগ্রাও এ অবস্থায় মন্দ নহে। ক্রিমি হইতে যদি তড়কা অথবা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সিনা ও সাইকিউটা উপকারী।

স্পাইজিলিয়া ক্রিমির আর একটি ঔষধ। ইহাতে আম ও ক্রিমি সংযুক্ত মল নির্গত হয়। ক্রিমিজনিত আক্ষেপ হইলেও ইহাতে উপকার দর্শে।

ক্রিমি হইতে যদি অতিশয় স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইগ্নেসিয়া ফলপ্রদ।

যদি পেটবেদনা থাকে, ও শিশু বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ইগ্নেসিয়া ব্যবহারে উপকার দর্শে।

যদি ক্রিমি হইতে বমনোদ্রেক, বমন ও পেটবেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেবেডিলা উত্তম।

মুখে দুর্গন্ধ হইলে ও অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকিলে ষ্টেনম উপকারী। ইহাতে শিশু পেটে চাপ দিয়া শয়ন করে।

শ্লেষ্মাধিক্য ধাতুর শিশুদিগের ক্রিমি হইলে কেলকেরিয়া তাহার একমাত্র ঔষধ।

প্লেগ।

(PLAGUE).

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে নানাপ্রকার অতি ভীষণ প্রাণনাশক রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া অত্রত্য অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে। ওলাউঠা ও বসন্ত বহুকালাবধি এখানে প্রতিবৎসর সময়বিশেষে মহামারিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু আজকাল বৃহৎ বৃহৎ নগরেই ইহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল এই দুইটি রোগই যে এখানে মহামারিরূপে প্রকাশ পায়, এরূপ নহে; অতি ভীষণ প্লেগ আজ কাল ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। এই রোগ প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই নগরীতে দেখা দেয়। ইহা যাহাতে দেশের ভিতর বিস্তৃত হইয়া না পড়ে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোম্বাই সহর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ দগ্ধ করিতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা সমগ্র

ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং আজকাল ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কখন কোন মহামারীতে সেরূপ মৃত্যুসংখ্যা দেখা যায় নাই। এই মহামারী বোম্বাই হইতে পঞ্জাব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বিহার ও বাঙ্গালা দেশে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অবশেষে আমাদের আবাসভূমি কলিকাতা নগরীতেও দেখা দিয়াছে।

ডাক্তার ম্যানসন্ বলিয়াছেন, প্লেগ এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ইহা মনুষ্য, পশু এবং অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যেও হইতে দেখা যায়। ইহার প্রধান লক্ষণ অত্যন্ত অধিক জ্বর। ইহাতে মৃত্যুই অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে এবং এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের রক্তে ও গ্রন্থিসমূহে এক প্রকার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে কখনও প্লেগ দেখা যায় নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইহা ভারতের অনেক প্রদেশে দেখা দিয়াছে। ১৮১৫ খৃঃ এই রোগ গুজরাট, কাটিওয়ার এবং কচ্ছতে দেখা গিয়াছিল। পর বৎসরেও ইহা ঐ সকল স্থানে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর ঐ সকল স্থান এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। ফলতঃ এই সময়ে রাজপুতানার মারোয়ারের অন্তর্গত পালি নামক একটি নগরে এই মহামারীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। (পালি হইতে) এই রোগ সমগ্র মারোয়ার প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু পর বৎসর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ইহা থামিয়া যায় এবং তাহার পর ইহা আর প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই। ফলতঃ অপরিষ্কার স্থানে এবং অপরিচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান জন্যই যে এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয়, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

এই রোগ প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা মলমূত্রাদিতে সিক্ত থাকে, তথায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তজ্জন্য আর্দ্র স্থানে এবং যেখানে উপযুক্ত বাতাস বা আলোক নাই ও যেখানে অনেক লোক অল্প স্থানের মধ্যে বাস করে, সেই স্থানেই ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি কারণ হইতে যে এই প্লেগ মহামারীর উৎপত্তি হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত নাই। ফলতঃ অপরিচ্ছন্নতাই এই রোগের কারণ, এবং এই সংস্কার এত বদ্ধমূল যে, ডাক্তার কলভিন মেসোপটেমিয়ায়

অধিবাসীদিগের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এখানে বেশ সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়।

মাটী এরূপ ভিজা থাকে যে, উহা গ্রামের আবর্জ্জনা ও মল মূত্রাদি শুষিয়াও লয় না ও রৌদ্রেও শুকায় না এবং এই সকল আবর্জ্জনাদি হইতে এক প্রকার নীলাভ কাল রঙের তরল বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই বিষাক্ত পদার্থ গ্রামের কুটীরের চারি দিকেই থাকে, পথ ঘাট ইহা দ্বারা আবৃত হইয়া পড়ে এবং ঘরের দেওয়ালও ইহা দ্বারা দূষিত হয়। এই উক্তিটী ভারতবর্ষের প্লেগ-গ্রস্ত প্রদেশ সম্বন্ধেও সংলগ্ন হইতে পারে। আরও বলা যাইতে পারে যে, এই প্লেগ মারোয়ারী ও অন্যান্য হীন জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ যে সকল স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, অপরিষ্কার, এবং যে স্থানে বহুলোক একত্র বাস করে, তথায়ই প্রকাশ পাইয়া ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া থাকে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হংকংএ যে মহামারী হয়, তাহাতে বিখ্যাত জাপানী জীবাণু-তত্ত্ববিৎ কীটাসাটো cocobacillus নামক জীবাণু আবিষ্কারের জন্য চির-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এই সকল জীবাণু একটী ছোট লাঠির মত সরল এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী গোলার মত আছে এবং এই দুইটী গোলা মধ্যস্থিত লাঠিটী অপেক্ষা অধিক গাঢ় বর্ণের। এইজন্য এরূপও বলা যাইতে পারে যে, দুইটী কাল বিন্দু একটী অপেক্ষাকৃত সরু রেখার দ্বারা সংযুক্ত। এই জীবাণু প্লেগগ্রস্ত প্রাণীদিগের রক্তে এবং গ্রন্থিসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা অন্য কোন রোগগ্রস্ত প্রাণীদিগের রক্তে বা গ্রন্থিতে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা মানুষের ন্যায় সকল জন্তুরই সমান অনিষ্টকারী। এই জীবাণু গাত্রচর্ম্ম কোন প্রকারে ছড়িয়া গেলে সেই স্থান দিয়া অথবা অনেক সময় নিঃশ্বাস সহযোগে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে এবং খাদ্যের সহিত ইতর জন্তুদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইন্দুর, খরগোষ, কাটবিড়ালী প্রভৃতি জন্তু সকল এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কুকুরকে ইহা কখনও আক্রমণ করে না। এক সময়ে লোকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এই রোগের জীবাণু ইন্দুর দ্বারা এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে নীত হয়। সেই সময় বাড়ীতে ইন্দুর মরিলে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইত।

আমাদের বিশ্বাস, অস্বাস্থ্যকর অপরিষ্কার স্থানে বাসই এই মহামারীর

উৎপত্তির কারণ, এবং এই প্রকার স্থান হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। ১৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের এই রোগে আক্রান্ত হইবার যত সম্ভাবনা, শিশু কিম্বা বৃদ্ধদিগের তত নহে। স্ত্রীলোকদিগেরও এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা, কারণ তাহারা প্রায় সর্ব্বক্ষণই গৃহে থাকে। যে সকল লোকের শরীর রোগে কিম্বা অন্য কোনও কারণে রক্তহীন হইয়া পড়ে, তাহারাই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ডাক্তার ডাইসন এবং কালভার্ট বোম্বাই-প্লেগের বিবরণে নিম্নলিখিত চারি প্রকার প্লেগের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন :—

(১) বিউবনিক প্লেগ ; (২) সেপ্টিসিমিক ; (৩) নিউমোনিক ; (৪) ইণ্টেস্‌টাইগ্যাল্ প্লেগ।

ইহার পর আবার ডাক্তার গর্ডন টকার প্লেগকে নিম্নলিখিত ছয় ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) বিউবনিক ; (২) সেপ্টিসিমিক ; (৩) নিউমোনিক ; (৪) ইণ্টেস্‌-টাইন্যাল্ ; (৫) সেরিব্র্যাল ; (৬) সেলুলোকিউটেনিয়স।

কার্য্যতঃ এই কয় ভাগই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই রোগগ্রস্ত অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি এবং অভিজ্ঞতা-ফলে বলিতে পারি যে, এই ভীষণ রোগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা বড় কঠিন ব্যাপার ; কারণ প্রায় অধিকাংশ রোগীই এই কয় প্রকার প্লেগের মিশ্রণ হইতেই আক্রান্ত হয়। প্রায় প্রত্যেক রোগীরই অধিক জ্বর, গাল গলা ফুলা এবং পেটের গোলমাল থাকে। এই পেটের অসুখ বড় শুভসূচক নহে ; কারণ ইহাতে অন্ত্রের ক্রিয়া বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আবার অনেক সময় রোগীদিগের মস্তিষ্ক প্রথম হইতেই বিকৃত হইয়া যায়, গাল গলা ফুলে এবং কখন কখন সেই সঙ্গে রোগীর পেটের অবস্থাও মন্দ থাকে ও ফুঁসফুসের কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না।

সুতরাং প্লেগকে উপরি-উক্ত ভাগে বিভক্ত করা বড় সহজ বলিয়া মনে হয় না।

অতঃপর এই রোগের যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে, সেই সকল এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। রোগাক্রমণের পর রোগীর

মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া যায় এবং সকল বিষয়েই তাহার এক প্রকার তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষিত হয়। যদিও রোগীর শরীরস্থ লক্ষণসমূহ দেখিয়া চিকিৎসক বেশ বুঝিতে পারেন যে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, তথাপি তাহার মনে হয় যে, সে যেন বেশ ভালই আছে। তাহার চক্ষুর উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ রাখা আবশ্যক। কারণ এই যন্ত্র বিকৃত হইয়াই সমস্ত বিপদ উপস্থিত হয়। নাড়ীর গতি ইহাতে দ্রুত ও অনিয়মিত হয় এবং রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। জ্বর প্রায়ই অধিক হয়, সময় সময় আবার মুহুর্মুহু কমিতেও বাড়িতে থাকে। অতিশয় জলপিপাসা এবং অস্থিরতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন আবার রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

যাঁহারা প্লেগ-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় দেখিবামাত্রই প্লেগ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারেন। জ্বর অধিক হইলে, নাড়ীর গতি অনিয়মিত হইলে এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি দৃষ্ট হইলে রোগনির্ণয় সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

এই রোগ যে অতিশয় মারাত্মক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে প্রথম হইতেই হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা হইলে এবং রোগাক্রান্ত হইবামাত্রই যে স্থানের জলবায়ু উত্তম, তথায় লইয়া যাইতে পারিলে রোগীর আরোগ্যলাভেরই অধিক সম্ভাবনা। হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিয়া আমরা গত চারি বৎসরে এই রোগগ্রস্ত অনেকগুলি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঔষধাদির বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, রোগীর পরিধেয়, বিছানা ও বাসগৃহ সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এখন আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, অপরিষ্কার থাকাই এই রোগোৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ। আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহারা উচ্চ এবং সুপ্রশস্ত গৃহে বাস করেন এবং সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁহাদের প্রায়ই এই রোগ হয় না।

আমরা দেখিয়াছি যে, যখন চারি দিকে প্লেগ হয়, তখন জ্বর হইবামাত্রই যদি দুই এক মাত্রা [illegible] ৩০শ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই উপকার দর্শে। এই সকল রোগের প্রায়ই গাত্রবেদনা, জলপিপাসা ও শরীরের অস্থিরতা

কেবল রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। যে কোন রোগেই হউক না কেন, বিকার বিশেষ ভয়ের কারণ ; অতএব বিকার জ্বর যে একটি কঠিন ও দুরারোগ্য পীড়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে ইহার অতি সুন্দর চিকিৎসা আছে এবং ইহাতে আমরা অতি সঙ্কটাপন্ন রোগীকেও রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি। সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস যে, বিকার জ্বর ২৩ দিন, ৩০ দিন অথবা ৪০ দিন থাকে, এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরাও এই কথা বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের ঔষধে রোগের শান্তি হয় না। কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না। ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ঔষধপ্রয়োগ করিবামাত্রই ফল দর্শে। তবে যদি যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি কোন যন্ত্র বিকৃত হয়, তাহা হইলে জ্বর আরাম করিতে অনেক সময় লাগিতে পারে। আহারাদির বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ব্যাপ্টিসিয়া এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও ম্লান হয়। মল মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং মানসিক অবসন্নতা অত্যধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক সময় কথা বলিতে বলিতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার সমস্ত গাত্র টাটাইয়া উঠে ও বিছানা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। সে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতে থাকে এবং তাহার মনে হয় যেন কেহ তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিছানায় রাখিয়া গিয়াছে ; অনেক সময় আবার মনে হয় যে, আর একজন লোক যেন তাহার বিছানায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রসটক্স এই রোগের আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে অতিশয় অস্থিরতা, ভয়ানক গাত্রবেদনা এবং জিহ্বা ধূসর বর্ণের ময়লায় আবৃত থাকে। ইহাতেও মলমূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত লক্ষিত হয়। এই সঙ্গে মাথাধরাও থাকে, এবং নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে অনেক সময় উহা কমিয়া যায়। কখন বা রোগী যথেচ্ছ প্রলাপ বকিতে থাকে।

ব্রাইওনিয়া এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বেদনা এত অধিক হয় যে, হাত পা নাড়িতে পারা যায় না। অতিশয় ক্লান্তি বোধ, মাথাধরা। ভালরূপ নিদ্রা হয় না এবং রোগীর ক্রমাগত মনে হয় যেন সে নিয়মিত কার্য্য করিতেছে। রোগী স্কুলের ছাত্র হইলে তাহার মনে হয় সে যেন স্কুলে গিয়াছে, তাহার সহপাঠীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহার পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বকিতেছেন, ইত্যাদি। আপনার বাড়ীতে থাকিলেও অনেকের

মনে হয় যেন তাহারা কোথায় রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। অতিশয় জলপিপাসা থাকে, এক এক বার অধিক পরিমাণে জল খাইবার ইচ্ছা হয় এবং অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

রোগের প্রথমেই ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করিলে অনেক সময় রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। কখন কখন প্রথম অবস্থাতে ব্রাইওনিয়া, বেলেডনা ও রস্‌টক্সের প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। বেলেডনাতে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অধিক হইয়া থাকে। রস্‌টক্সে নড়িলে চড়িলে বেদনার লাঘব হয়, কিন্তু ব্রাইওনিয়াতে বেদনা অধিক হয়; আর রসটক্সে উদরাময় এবং ব্রাইওনিয়াতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

আর্ণিকা আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবসন্ন ভাব, সমস্ত শরীরে বেদনা, রোগীর মনে হয় যেন পড়িয়া গিয়া তাহার গায়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে। সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য ও অমনোযোগ এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার কিছুই হয় নাই। মাথা অতিশয় গরম অথচ শরীর শীতল। সমস্ত গাত্রে কালশিরা ও সর্ব্বদা বিছানায় শয়ন করিয়া থাকাতে স্থানে স্থানে ক্ষত হয়। অনেক সময় অসাড়ে মল মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে। ফলতঃ গাত্রবেদনা, কালশিরা পড়া ও অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ এই তিনটি আর্ণিকার বিশেষ লক্ষণ।

রোগের শেষ অবস্থাতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। অতিশয় দুর্ব্বলতা, গাত্রদাহ, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। শীতল ঘর্ম্ম, দন্ত ময়লায় আবৃত, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ এবং অতিশয় জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, এইগুলি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ক্রমাগত মুখ শুখাইয়া যায় ও রোগী ক্রমাগত জল পান করিতে চাহে। ১২টা বা ১টার সময় রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধের আর একটি বিশেষ লক্ষণ।

চায়নাতে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পেট ফাঁপা দৃষ্ট হয়, কিন্তু অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে না। কলচিকম্ এই অবস্থার আর একটি ঔষধ। ইহা আর্সেনিক ও চায়নার মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিলেই হয়।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস এই অবস্থার আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হস্তপদ সমস্ত শীতল হইয়া যায়, শীতল ঘর্ম্ম হয় এবং অতিশয় পেট ফাঁপা ও শ্বাসকষ্টও লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রমাগত পাখার বাতাস ভাল লাগে, এবং

নাড়ীর গতি অনুভব করিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থার আর একটী ঔষধ ল্যাকেসিস্। রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় এবং চোয়াল নামিয়া পড়ে (মিউরিয়াটিক এসিড্)। অস্পষ্ট প্রলাপ এবং মলমূত্র ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত লক্ষিত হয়। মস্তিষ্ক একেবারে অসাড় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জিহ্বা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে দন্তে আট্‌কাইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাতে শ্বাসকষ্ট হইলে ও ঘড়্ ঘড়্ করিয়া নিঃশ্বাস পড়িলে ওপিয়ম্ ও এন্টিমোনিয়ম্ ফলপ্রদ।

মাংসপেশীর স্পন্দন হইলে হাইওসায়েমস উপযোগী। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখমধ্যে ক্ষত এবং সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ক্ষতযুক্ত হইলে মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। রোগী বিছানায় গড়াইয়া পড়ে, বালিসের উপর মাথা রাখিতে পারে না এবং তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে। রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ হইলে নাইট্রিক এসিড ও মিলেফোলিয়ম্ উত্তম। এই অবস্থাতে হেমেমেলিস মন্দ নহে। দুর্ব্বলতা অধিক হইলে টেরিবিন্থ ও চায়না ফলপ্রদ।

জিহ্বা শুষ্ক ও ধূসরবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ীর গতি মৃদু, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং দন্ত ময়লাযুক্ত, ইত্যাদি লক্ষণে ও সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসন্নতা ও প্রলাপ বর্ত্তমান থাকিলে কেলি ফস্ফরিকম্ উত্তম। রোগের তরুণ অবস্থাতে জ্বর অধিক প্রবল না হইলে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে জেলসেমিয়ম্ ব্যবহারে ফল দর্শে।

মানসিক অবসন্নতা, প্রলাপ, পেট ফাঁপা, নাসিকা হইতে রক্ত পড়া, পেট গড়্ গড়্ করা ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গমন ফস্ফরিক এসিডের লক্ষণ। ইহাতে রোগী কথা কহিতে চাহে না এবং অনন্যমনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

মানসিক উদ্বেগ অধিক হইলে ও জিহ্বা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে ফস্ফরস্ উপকারী। নিউমোনিয়ার সহিত বিকার উপস্থিত হইলে ফস্ফরস তাহার প্রধান ঔষধ। হস্তপদ কাঁপা, ক্রমাগত প্রলাপ, সংজ্ঞাশূন্যতা, অশ্লীল হাস্য, কাপড় বা পরিধেয় ফেলিয়া দেওয়া, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসায়েমস ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চয় হইলে বেলেডনা উপকারী। যদি রোগী বিকার অবস্থায় লোককে কামড়াইতে ও মারিতে যায়, তাহা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ ব্যবহার করা যায়।

বিকার জ্বরের চিকিৎসা সংক্ষেপে লিখিত হইল। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা Nash's Leaders in Typhoid Fever and Hering's Therapeutics of Typhoid Fever পাঠ করিলে ইহার চিকিৎসা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

প্রস্রাবের পীড়া।

URINARY DISORDERS.

প্রস্রাবের পীড়া নানা প্রকার। প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা করা, প্রস্রাবের সহিত কোন প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ প্রস্রাবের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতিরেকে বহুমূত্র, এলবুমিনুরিয়া, প্রভৃতি ধাতুস্থ পীড়া সকলও প্রস্রাবের পীড়া। এই সমস্ত পীড়ারই চিকিৎসা এ স্থলে বিবৃত হইল। সকল সময়েই লক্ষণ অনুসারে ঔষধ ব্যবহার করিলে ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এক একটি লক্ষণের স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা করিতে হয় না। সমস্ত লক্ষণ একত্রিত করিয়া যে ঔষধ ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা উচিত।

মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রমাগত মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব নির্গত হওয়া এবং অসহ্য জ্বালা কেন্থারিসের লক্ষণ। রক্ত-প্রস্রাব হইলেও কেন্থারিস ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু পুরাতন পীড়ায় ইহার কার্য্যকারিতা অধিক দৃষ্ট হয় না। মার্কিউরিয়স করোসাইভসেও জ্বালা ও মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার জ্বালা কেন্থারিসের অপেক্ষা কম। প্রদাহজনিত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হইলে একোনাইট উত্তম। প্রথম অবস্থাতেই একোনাইট উপকারী, কিন্তু প্রদাহ রীতিমত প্রকাশ পাইলে আর একোনাইটে ফল দর্শে না। স্নায়বিক উত্তেজনা অধিক হইয়া যদি প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলেডনা উপকারী।

প্রস্রাব অল্প এবং গাঢ় লালবর্ণ হইলে এপিস উপযোগী। ইহাতে জলপিপাসা থাকে না; শোথ, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অবসন্ন ভাব লক্ষিত হয়। এইগুলি ইহার বিশেষ লক্ষণ। প্রস্রাবে এল্‌বুমেন থাকিলে এবং উহাতে কাষ্ট (casts

দৃষ্ট হইলেও এপিস ব্যবহৃত হইতে পারে। শোথের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে সময়ে সময়ে এপোসাইনম্ ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে ভয়ানক জলপিপাসা হইতে দেখা যায়।

পাথরি হইলে বার্‌বেরিস বিশেষ ফলপ্রদ। কিডনির স্থানে ভয়ানক কন্‌-কনানি ব্যথা, এবং সময়ে সময়ে এই বেদনা মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নড়িলে চড়িলে, বসিলে এবং শয়ন করিলে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে এবং দাঁড়াইয়া থাকিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। ক্রমাগত প্রস্রাব করিতে হয় এবং মূত্রস্থলী টাটাইয়া আছে এইরূপ বোধ হয়। পেরিয়েরা ব্রেভাতেও এইরূপ অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে প্রস্রাব শ্লেষ্মাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিডনির বেদনা অধিক হইলে বার্‌বেরিস বিশেষ উপকারী। জঙ্ঘায় বেদনা অধিক হইলে, হাঁটু গাড়িয়া প্রস্রাব করিতে হইলে, এবং প্রস্রাবে অতিশয় চোঁয়া গন্ধ থাকিলে পেরিয়েরা ব্রেভা উত্তম। রক্ত-প্রস্রাব হইলে ইকুইসিটম্ আর একটি উত্তম ঔষধ। ইহাতে কেন্থারিসের লক্ষণের মত অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্বালা এত অধিক হয় না; এবং প্রস্রাবের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে। প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে দড়ির ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ নির্গত হইলে এবং পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করিলে চিমাফিলা বিশেষ উপকারী। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছিলাম। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হইত। এই রোগে ভয়ানক মূত্রকৃচ্ছ্র ও অতিশয় বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইউপেটোরিয়ম্ পারপিউরিয়মে এইরূপ অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে ইকুইসিটম্ ও পিট্রোসিলাইনম্ উপকারী। প্রস্রাব হইবার পর উপশম না হইলে ইকুউসিটম্ উপযোগী; কিন্তু উপশম হইলে পিট্রোসিলাইনম্ প্রযোজ্য।

যদি প্রস্রাব করিলেও মূত্রস্থলীর ভারবোধ উপশমিত না হয়, তাহা হইলে ডিজিটেলিস্ উপকারী। মূত্রস্থলীর প্রদাহে ডিজিটেলিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে প্রস্রাব ঘন ও পরিমাণে অল্প হয় এবং তাহাতে ইঁটের গুঁড়ার মত পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শেষ লক্ষণটি লাইকোপোডিয়মের লক্ষণের মত। প্রস্রাব ময়লা, ঘোলাটে এবং উহাতে মাটিগুলার ন্যায় কাল কাল পদার্থ দৃষ্ট হইলে টেরিবিন্থ উপকারী। ইহাতেও প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও অসহ্য কষ্ট লক্ষিত

হইয়া থাকে। কখন কখন প্রস্রাবে এক প্রকার সুগন্ধ অনুভূত হয়। প্রস্রাব অতিশয় সুগন্ধযুক্ত হইলে বেন্‌জয়িক এসিড উত্তম। প্রস্রাব অনেক সময় ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় বোধ হয়। শোথ এবং সময়ে সময়ে কাশি হইলেও ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে।

প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে অনেক সময় নক্সভমিকা ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ক্রমাগত মূত্রত্যাগের চেষ্টা হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই মূত্র নির্গত হয় না। আবার অনেক সময় অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে, এরূপ অবস্থাতে এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার দর্শে। অধিক ঔষধ ব্যবহারে যদি রক্তপ্রস্রাব হয়, তাহা হইলেও ইহাতে উপকার হয়। মূত্রস্থলী প্রস্রাবে পরিপূর্ণ থাকিলে যদি রোগী উহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে ওপিয়ম্ উপকারী। প্রস্রাব যদি আদৌ না জমে, তাহা হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ ফলপ্রদ।

হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে ষ্ট্রামোনিয়ম্ উপকারী। আক্ষেপ বশতঃ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

পাথরি আট্‌কাইয়া কষ্ট উপস্থিত হইলে অনেক সময় নক্সভমিকা প্রয়োগে দর্শে।

মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে কষ্টিকম্ ফলপ্রদ। রাত্রিকালে অসাড়ে মূত্র নিঃসৃত হয়। এমন কি, কাশিতে, হাঁচিতে বা নাক ঝাড়িতে গেলে অনেক সময় প্রস্রাব হইয়া যায়। কখন কখন প্রস্রাবের শেষ কয় ফোঁটা প্রায় কাপড়েই হইয়া যায়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ছোট ছোট শিশুরা যদি প্রথম রাত্রিতেই বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কষ্টিকমে উপকার দর্শে। জিঙ্কমেও অনেক সময় কষ্টিকমের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে রোগী প্রায়ই বেদনা অনুভব করে। কষ্টিকমে সেরূপ হয় না। সিলা এবং নেট্রম্ মিউরিয়েটিকমেও কাশিতে কাশিতে প্রস্রাব হইয়া যায়। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ইউরেট দৃষ্ট হইলে কষ্টিকম্ ফলপ্রদ। এই প্রকার অবস্থাতে অনেক সময় ফেরম্ ফস্ফরিকম্ বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রস্রাবে যদি লালবর্ণ কাদার মত ময়লা জমিয়া থাকে এবং যে পাত্রে মূত্র ধরিয়া দেখা যায়, সেই পাত্রের গায়ে যদি ঐ ময়লা একেবারে লাগিয়া যায়, তাহা

হইলে সিপিয়া বিশেষ উপকারী। মূত্রে দুর্গন্ধও থাকে। রাত্রিকালে বিছানায় মূত্রত্যাগ হইলেও সিপিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। লাল গুঁড়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইলে লাইকোপোডিয়ম্ তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ছোট ছোট শিশুদিগের এই রোগ হইলে প্রস্রাব করিবার সময় শিশু চীৎকার করে। প্রস্রাবের পীড়ার সহিত পেটের পীড়া লক্ষিত হয়।

মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সার্সাপ্যারেলা ও বেন্‌জয়িক এসিড প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পাথরীর বেদনায় অসিমম্ কেনম্ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমি সম্প্রতি দুই তিনটি রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছি। ইহাতেও প্রস্রাবের সহিত লাল গুঁড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদনা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে। অনেক সময় এই অবস্থাতে বমন হইয়া থাকে। এই পীড়ার ভেসিকেরিয়া ও থ্লাপ্‌সি বর্সা পাষ্টর নামক আরও দুইটি ঔষধ আছে। কিন্তু আমরা এই দুই ঔষধের কোনটিই ব্যবহার করি নাই।

মার্কিউরিয়স করোসাইভস্, ফস্ফরস্ ও প্লম্বম্ মেটা এলবুমিনুরিয়ার উত্তম ঔষধ।

বমন।

VOMITING.

বমনেচ্ছা, বমনোদ্রেক বা বমন কথাটি শুনিবামাত্র ইপিকাক সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে আইসে। আহারের পর বমন হয় এবং জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কার থাকে। ইপিকাক বমনের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে বমন হইতে থাকিলে ইহাতে কোনও উপকার দর্শে না।

জিহ্বা সাদা ময়লায় আবৃত থাকিলে এবং বমন হইতে আরম্ভ হইলে এন্টিমোনিয়ম্ বিশেষ উপযোগী। অখাদ্য আহার জন্য ও গ্রীষ্মকালে বমন হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

অখাদ্য অনেকক্ষণ পেটের মধ্যে থাকিয়া বমন হইলে ক্রিয়োজোট উপকারী। কোনও কঠিন পীড়ায় (যথা যক্ষ্মা, প্রস্রাবের পীড়া, ইত্যাদি) বমন

হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শে। হিষ্টিরিয়া রোগে বমন হইলেও ইহা উপকার হইয়া থাকে।

ছোট ছোট শিশুদিগের বমন হইলে ইথুঁউজা ফলপ্রদ। ইহাতে দুধ ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া হইয়া উঠিয়া যায়, এবং ক্রমাগত বমন হইয়া শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বমন অনেক দিনের পুরাতন হইলে ফস্ফরস উপকারী। শীতল জল পেটের মধ্যে থাকিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়। পাকস্থলীর ক্ষত হইয়া বমন হইলে ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

পেটের মধ্যে জ্বালার সহিত বমন হইলে বিস্‌মথ উপকারী।

দুধ খাইলেই যদি বমন হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব প্রযোজ্য।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে বমন হইলে বেলেডনা ও গ্লনয়েন উপকারী।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হইতে শিশুদিগের ক্রমাগত বমন হইলে ক্যাম্ফর মনো-ব্রোমেট ফলপ্রদ। এই অবস্থাতে এপোমর্‌ফিয়া আর একটী উপকারী ঔষধ।

ক্রমাগত অম্ল বমন হইলে আইরিস ভার্সিকোলার উত্তম।

হুপিং কাশি।

WHOOPING COUGH.

এই রোগ সচরাচর শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। ইহা একটি সংক্রামক রোগ। এক বাড়ীতে একটি শিশুর এই পীড়া হইলে, অপর শিশুগুলিরও উহা হইবার সম্ভাবনা। ইহা অতি কষ্টদায়ক রোগ। ইহা মারাত্মক নহে বটে, কিন্তু ইহাতে বহুদিন রোগীকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একবার কাশি আরম্ভ হইলে অনেকক্ষণ কাশিতে হয়, মনে হয় যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে এবং পরিশেষে একটি কুশব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। এই শব্দকেই হুপ্ বলে এবং ইহারই জন্য ইহার নাম হুপিংকাশি হইয়াছে। এই রোগের অনেকগুলি ভাল ভাল ঔষধ আছে। মহাত্মা হানিমান্ বলিয়াছেন, ড্রসেরা এই রোগের একটি মহৌ-ষধ। সচরাচর ইহার ৩০শ ক্রম ব্যবহৃত হয়। রাত্রিকালে কাশি অধিক হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।